সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি



কেরালা থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের

মেয়র

“ নিত্যা রমনের ” দীর্ঘ সংগ্রাম

CALIFORNIA'R CHITHI MAGAZINE
PRINTED EDITION
9 789998 765432

EAGLESBOOST.COM

EAGLES BOOST



Let’s build the future of digital services together.

সম্পাদকীয়



পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি,

জবাবদিহির দায়

সম্পাদকীয়



মাহবুব আহমেদ | বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী আন্দোলন কর্মী। সম্পাদক, সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি।

লস অ্যাঞ্জেলেসের নির্বাচনে নিত্যা রামানের জয় এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শুধু একজন নতুন নেত্রীর উত্থান হিসেবে নেই—আছে অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা, নগর-পরিকল্পনার শিক্ষা এবং নাগরিক সংগঠনের কাজ থেকে নগর নেতৃত্বে পৌঁছানোর এক দীর্ঘ পথের গল্প। কেরালায় জন্ম নেওয়া রামান ছয় বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন; হার্ভার্ড ও এমআইটিতে পড়াশোনার পর গৃহহীনতা নিয়ে স্থানীয় সংগঠনে কাজ করেন, পরে ২০২০ সালে সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। কারেন বাসের পরাজয়ের পর তিনি এখন লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র-ইলেক্ট—দায়িত্ব গ্রহণের আগে তাঁর সামনে রয়েছে আবাসন, গৃহহীনতা, জননিরাপত্তা ও দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুনর্গঠনের কঠিন কাজ। তাঁর বিজয়কে তাই কেবল পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে নয়, কাজের ম্যান্ডেট হিসেবেও পড়তে হবে।

এই সপ্তাহের বিশ্বও যেন একই প্রশ্ন তুলেছে: পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কীভাবে রূপ নেবে? যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে। এতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের ওপর নজরদারি ও তদন্ত বাড়তে পারে; তবে নির্বাচনের ফল নিজে থেকেই রাজনৈতিক অচলাবস্থা বা ক্ষমতার ভারসাম্য মেটাবে না। জনজীবনের খরচ, যুদ্ধনীতি ও ভ্রষ্টাচারের উদ্বেগ ভোটারদের সিদ্ধান্তে ভূমিকা রেখেছে বলে AP-র বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

ভারতে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং আসন পুনর্বিন্যাস ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও বাড়ছে। বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে; কমিশন ও ক্ষমতাসীন দল পক্ষপাতের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। একই সঙ্গে নারী সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত আসন পুনর্বিন্যাসের বিল আবার সংসদে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। বিলটি আবার এলে তার পদ্ধতি, প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য এবং বিরোধীদের সঙ্গে পরামর্শ—সবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

যুদ্ধের ক্ষেত্রেও কূটনীতির দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, কিন্তু তা এখনো শান্তির দরজায় পৌঁছায়নি। আবুধাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় রাশিয়া–ইউক্রেন আলোচনায় বড় আকারের যুদ্ধবন্দি বিনিময়ের বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে; ভূখণ্ড ও নিরাপত্তার মতো মূল বিরোধ রয়ে গেছে। তাইওয়ানের কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, মাসের শুরুতে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর ও দ্বীপটির আশপাশে চীনের শতাধিক নৌ ও কোস্টগার্ড জাহাজ ছিল। Reuters এই তথ্য তাইওয়ানের এক নিরাপত্তা কর্মকর্তার বরাতে জানিয়েছে; বেইজিংয়ের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। হরমুজ প্রণালিতে জাহাজে বিস্ফোরণ খবরও উদ্বেগজনক, কিন্তু ঘটনার কারণ ও দায় নির্ধারণে স্বাধীন যাচাই জরুরি।

এআই নিয়ে প্রতিযোগিতা এখন প্রযুক্তি কোম্পানির সীমানা ছাড়িয়ে অর্থনীতি ও নিরাপত্তানীতির কেন্দ্রে। ৫ নভেম্বর Nasdaq-এ বড় পতনের পর বাজারে প্রশ্ন উঠেছে—ডেটা সেন্টার ও এআই অবকাঠামোতে বিপুল বিনিয়োগের প্রত্যাশিত আয় কবে আসবে? একই সময়ে চীনে উন্নত চিপ রপ্তানি এবং রপ্তানি-নিয়ম কার্যকর করার বিষয়ে ওয়াশিংটনে আইনপ্রণেতাদের চাপ বাড়ছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি যেমন উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি করে, তেমনি চাকরি, বিদ্যুৎ-চাহিদা, বাজারের অস্থিরতা ও জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে বাস্তব প্রশ্নও তোলে।

জলবায়ুর প্রশ্নে COP31-এ মিথেন কমাতে ৪৮০ মিলিয়ন ডলারের বেশি নতুন দাতব্য প্রতিশ্রুতি এসেছে। এই অর্থ জ্বালানি, কৃষি ও বর্জ্য খাতে মিথেনসহ দূষণকারী গ্যাস কমানোর কাজে সহায়তা করবে; এটি উন্নয়নশীল দেশের অভিযোজন বা দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠনের সরকারি তহবিল নয়। UNEP-এর ২০২৬ সালের হিসাব বলছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজনের চাহিদা ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে ৩০৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। ঘোষণার অঙ্ক তাই উৎসাহজনক হলেও, অর্থের ধরন, বণ্টন ও সময়মতো পৌঁছানোই হবে তার প্রকৃত পরীক্ষা।

সংস্কৃতির পাতায় এই সপ্তাহে শোক ও স্মরণ পাশাপাশি এসেছে। Soul Food ও The Ladykillers-এর অভিনেত্রী ইরমা পি. হল এবং মঞ্চ ও Mike Hammer সিরিজের অভিনেতা স্টেসি কিচ মারা গেছেন। বাংলাদেশে ১৩ নভেম্বর কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন পালিত হয়েছে; ৫ নভেম্বর ছিল ভূপেন হাজারিকার ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী—তাঁর জন্মশতবর্ষের স্মরণবর্ষও চলছে। তাঁদের কাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শিল্পী চলে গেলেও মানুষের স্মৃতি, ভাষা ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ করা শিল্প থেকে যায়।

চলচ্চিত্রেও সপ্তাহটি ছিল ব্যস্ত। যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ নভেম্বর মুক্তির জন্য নির্ধারিত Ebenezer চার্লস ডিকেন্সের A Christmas Carol-এর নতুন রূপান্তর; একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে নিকোলাস হল্ট ও জোয়ে ক্রাভিটজ অভিনীত How to Rob a Bank। কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব তার প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর স্মরণ করছে, আর স্টকহোমে চলছে ৩৭তম আসর—দুই উৎসবেই নতুন নির্মাতা ও বিশ্বসিনেমার কাজ সামনে এসেছে।

আগামী সপ্তাহে ম্যানিলায় ASEAN-সংশ্লিষ্ট বৈঠক এবং শেনঝেনে APEC নেতাদের সম্মেলনে নজর থাকবে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও অনলাইন প্রতারণা মোকাবিলায়। ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শি জিনপিং—দুজনেরই APEC-এ যোগ দেওয়ার কথা, তবে তাঁদের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক নিশ্চিত ধরে নেওয়া যাবে না। এই সম্মেলনগুলোর গুরুত্ব শুধু নেতাদের নয়; বিশ্ববাণিজ্য, প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো কতটা সহযোগিতার জায়গা খুঁজে পায়, সেটিও সেখানে স্পষ্ট হবে।

নিত্যা রামানের বিজয় থেকে COP31-এর অর্থায়ন, যুদ্ধবিরতির সীমিত চেষ্টা থেকে এআই বিনিয়োগের অস্থিরতা—এই সপ্তাহের ঘটনাগুলো একটিই শিক্ষা দেয়: ঘোষণা পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে, তার প্রমাণ নয়। নেতৃত্বের সাফল্য নির্ভর করবে প্রতিশ্রুতিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পৌঁছে দেওয়ার ওপর—নগরে বাসযোগ্যতা, যুদ্ধে নিরাপত্তা, প্রযুক্তিতে তা এবং জলবায়ু সংকটে বাস্তব সহায়তা হিসেবে।

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে

মোবাইল অ্যাপস

অ্যাপ স্টোরে পাবেন | গুগল প্লে স্টোরে পাবেন

সম্পাদক ও প্রকাশক
মাহবুব আহমেদ

নিবন্ধিত
যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা ভাষার সংবাদপত্র
ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ও কারিগরি ব্যবস্থাপনায়
ইগলস বুস্ট এন্ড হোস্ট ট্রাইবিউন কোম্পানি

পরিচালিত হয়
Amazon Web Services (AWS)

প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত
The Time Innovations LLC.

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
editor@californierchithi.com
californierchithi@gmail.com
(818) 334-7704

ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত
এবং বিশ্বব্যাপী পাঠকদের জন্য।

আমাদের লক্ষ্য

আমরা সব ধরনের সংবাদ, ফটোগ্রাফ, গ্রাফিক্স, ভিডিও ও অন্যান্য প্রকাশিত সামগ্রী কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত রাখি। অনুমতি ছাড়া কোনো প্রকার পুনরুৎপাদন, বিতরণ, প্রকাশনা বা কোনো কনটেন্টের প্রচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সম্পাদকীয় বিষয়ক অনুসন্ধান, সংবাদ টিপস, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সুযোগ এবং পাঠকের মতামত পেতে আমাদের সম্পাদকীয় টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।

আপনার বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বসংবাদ এর উৎস।

ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অনলাইন সংবাদপত্র। স্থানীয় কণ্ঠস্বর, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতা— আমাদের অঙ্গীকার।

© ২০২৬ সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি সংবাদপত্র। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।



বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে

MOBILE APPS

Coming Soon on the App Store | Coming Soon on Google Play

EDITOR & PUBLISHER
Mahbub Ahmed

REGISTERED
The Bangla Voice of The USA Page Newspaper.
California, United States of America.

IT MANAGEMENT & TECHNICAL OPERATIONS
Eagles Boost & Host tribune Company

POWERED BY
Amazon Web Services (AWS)

PUBLISHED, MANAGED & CONTROLLED BY
The Time Innovations LLC.

EDITORIAL CONTACT
editor@californierchithi.com
californierchithi@gmail.com
(818) 334-7704

Published from California, USA. Serving Readers Worldwide.

Our Mission

All articles, photographs, graphics, videos, and other published materials are protected under applicable copyright laws. Unauthorized reproduction, distribution, republication, or transmission of any content without prior written permission is strictly prohibited.

For editorial inquiries, news tips, advertising opportunities, partnerships, or feedback, please contact our editorial team.

Your Trusted Source for Global News.

CALIFORNIA-BASED INTERNATIONAL ONLINE NEWSPAPER DELIVERING GLOBAL NEWS, LOCAL VOICES, AND TRUSTED JOURNALISM.

© 2026 WEEKLY CALIFORNIER CHITHI NEWSPAPER. ALL RIGHTS RESERVED.



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
সূচিপত্র

- এনভিডিয়া সিইওকে ঘিরে গুপ্তচরবৃত্তির
- জাপানকে পেছনে ফেলার দাবি: নতুন হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়ার অবস্থান কোথায়?
- প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সিয়েরা নেভাদা—এক রাজ্যের ভেতর যেন একটি পৃথিবী
- চাঁদে ফেরার প্রস্তুতি নতুন নভোচারী নিচ্ছে নাসা
- গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের দশ বছর: কমিউনিটি সেবার মাইলফলক
- ১৪৭ পোশাক কারখানায় উৎপাদন বন্ধ
- হুমায়ূন আহমেদের ৭৮তম জন্মদিন: হিমু, মিসির আলি ও অমর সৃষ্টির জাদু
- গ্যালারিতে ১৯৭১-এর স্মৃতি, টিফোতে বাংলাদেশের ইতিহাস
- মিস ইউনিভার্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধি সামিরা খান মাহি
- অনন্ত জলিলের প্রতিষ্ঠানের ঋণ: ২২৬ কোটি টাকার চেক নিয়ে আইনি নোটিশ
- ৩০ হাজার টাকার দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন
- লস অ্যাঞ্জেলেসে ২২ নভেম্বর ‘দেশি ফেস্ট’, একদিনে দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির আয়োজন
- জামদানির নীল পোশাকে ঢাকার র‍্যাম্পে অস্ট্রেলীয় হাইকমিশনার

এই সপ্তাহের অভিমত

শেষের পাতা

সম্পাদকঃ মাহবুব আহমেদ

বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | সম্পাদক ও নাগরিক অধিকারকর্মী।

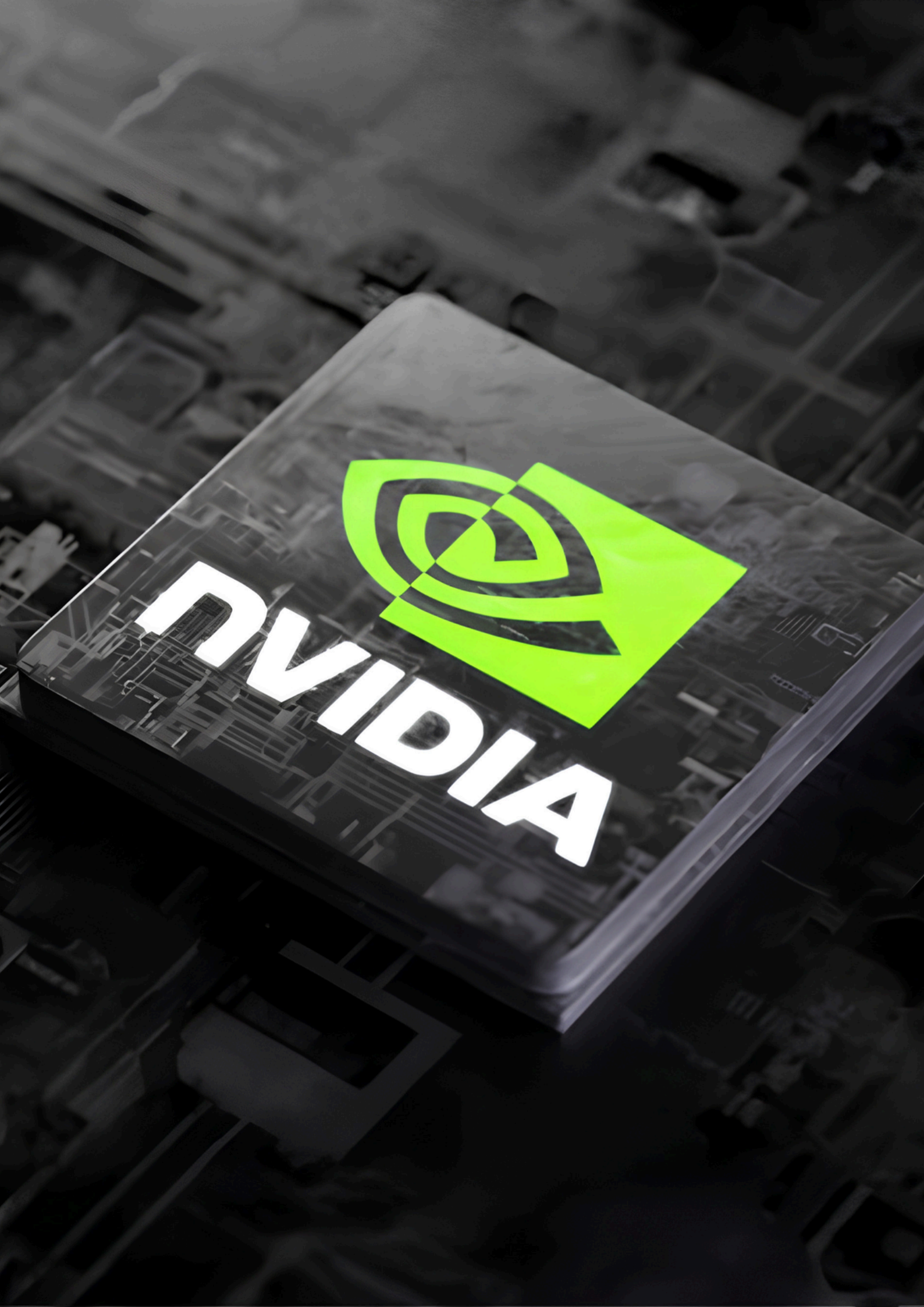
NVIDIA

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



জাপানকে পেছনে ফেলার দাবি:

নতুন হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়ার অবস্থান কোথায়?


CALIFORNIA



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

২০২৫ সালের এপ্রিলে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যটি জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়েছে। পরে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পরিসংখ্যান সংশোধিত হয়েছে; সর্বশেষ তুলনায় জাপান আবার এগিয়ে।

একটি রাজ্য, একটি দেশ নয়—তবু তার অর্থনীতির আকার বিশ্বের বৃহত্তম জাতীয় অর্থনীতিগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। ২০২৫ সালের এপ্রিলে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম ঘোষণা করেছিলেন, জাপানকে পেছনে ফেলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। ঘোষণাটি তখনকার প্রকাশিত পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক হিসাব স্থির থাকে না: নতুন তথ্য, পরিমাপের সংশোধন ও বিনিময় হারের পরিবর্তনে সেই র‍্যাঙ্কিংও বদলে যেতে পারে।

সর্বশেষ তুলনাযোগ্য হিসাবে, দাবিটি এখন আর টেকে না। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ব্যুরো—বিইএ—ক্যালিফোর্নিয়ার ২০২৫ সালের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হিসাব করেছে প্রায় ৪.৩০ ট্রিলিয়ন ডলার। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সর্বশেষ পূর্বাভাসে ২০২৫ সালে জাপানের নামমাত্র জিডিপি প্রায় ৪.৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এই হিসাবে জাপান ক্যালিফোর্নিয়ার চেয়ে এগিয়ে।

২০২৫ সালের ঘোষণাটি কেন এসেছিল

গভর্নর নিউসমের ২৩ এপ্রিল ২০২৫-এর ঘোষণায় বলা হয়েছিল, বিইএর তখনকার হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়ার ২০২৪ সালের নামমাত্র জিডিপি প্রায় ৪.১ ট্রিলিয়ন ডলার; আর আইএমএফের সে সময়কার হিসাবে জাপানের অর্থনীতি প্রায় ৪.০২ ট্রিলিয়ন ডলার। ক্যালিফোর্নিয়ার রাজ্য সরকার তাই দাবি করেছিল, অর্থনীতির মোট আকারে রাজ্যটি জাপানকে অতিক্রম করেছে। সংবাদমাধ্যমও তখনকার তথ্য ধরে খবরটি প্রকাশ করে।

পরে তথ্য সংশোধনের পর তুলনাটি পাল্টায়। বিইএর বর্তমান হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়ার ২০২৪ সালের জিডিপি প্রায় ৪.০৫৪ ট্রিলিয়ন ডলার; আইএমএফের ২০২৬ সালের জাপান-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে একই বছরের জাপানের নামমাত্র জিডিপি ৪.১৯ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ২০২৪ সালের জন্যও হালনাগাদ এই দুই হিসাব জাপানকে এগিয়ে রাখে।

এই পরিবর্তনকে সরাসরি ভুল সংবাদ বা ভুল গণনা বলা যায় না। বিইএ রাজ্যগুলোর জিডিপি নিয়মিত সংশোধন করে; বার্ষিক হালনাগাদে নতুন ও পূর্ণাঙ্গ উৎস-তথ্য যুক্ত হয়, আর আগের বছরের হিসাবও বদলাতে পারে। ২০২৬ সালের বার্ষিক হালনাগাদে ২০২৪ সালের তথ্য সংশোধন এবং ২০২৫ সালের নতুন হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে।

“বিশ্বের চতুর্থ” বলতে কী বোঝায়

এ ধরনের র‍্যাঙ্কিং সাধারণত নামমাত্র জিডিপি দিয়ে করা হয়: নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজারমূল্য, চলতি দামে এবং মার্কিন ডলারে হিসাব করা। এতে মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করা হয় না; দেশভেদে জীবনযাত্রার ব্যয়ও সমান করা হয় না। অন্যদিকে, ডলারে জিডিপির অঙ্ক বিনিময় হারের ওপর নির্ভরশীল। ফলে কোনো দেশের উৎপাদন দ্রুত না বাড়লেও তার মুদ্রার ডলারের বিপরীতে ওঠানামা র‍্যাঙ্কিংকে প্রভাবিত করতে পারে।

আরেকটি সীমা আছে: ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অংশ। রাজ্যটির অর্থনৈতিক উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জিডিপির মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত। তাই ক্যালিফোর্নিয়াকে স্বতন্ত্র দেশের তালিকায় বসিয়ে তুলনা করা অর্থনীতির আকার বোঝানোর একটি উপায়—স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সরাসরি প্রতিযোগিতার তালিকা নয়।

বড় অর্থনীতি, কিন্তু সবার সমান সমৃদ্ধি নয়

ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনৈতিক পরিসর সত্যিই অসাধারণ। প্রযুক্তি, বিনোদন, কৃষি, উৎপাদন, বন্দর ও বাণিজ্য—বিভিন্ন খাতের কার্যক্রম রাজ্যটির উৎপাদনে অবদান রাখে। কিন্তু মোট জিডিপি বলে না, সেই সম্পদ মানুষের মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হচ্ছে, মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যয় কত, বা আবাসন কতটা নাগালের মধ্যে।

যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি ব্যুরোর সাম্প্রতিক কুইকফ্যাক্টস অনুযায়ী, ২০২০–২৪ সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়ির মালিকদের বসতবাড়ির মধ্যম মূল্য ছিল ৭৩৪,৭০০ ডলার; মধ্যম মোট ভাড়া ছিল মাসে ২,০৩৬ ডলার। এই পরিসংখ্যানই দেখায়, বৃহৎ অর্থনীতির পরিচয় এবং বাসিন্দাদের দৈনন্দিন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এক বিষয় নয়।

তাই ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনীতিকে ঘিরে সবচেয়ে নির্ভুল উপসংহারটি দ্বিস্তরীয়: রাজ্যটি বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলোর সঙ্গে তুলনীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তার অবস্থান অনন্য; কিন্তু ২০২৫ সালের এপ্রিলে জাপানকে ছাড়িয়ে চতুর্থ হওয়ার যে দাবি উঠেছিল, পরবর্তী সংশোধিত হিসাব সেই অবস্থান আর সমর্থন করে না।



YES SHE DID IT

“কেরালা থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের সিটি হল: নিত্যা রমনের দীর্ঘ নাগরিক-সংগ্রাম”

বিজয়ের রাত, আর তার পেছনের দীর্ঘ পথ

লস অ্যাঞ্জেলেসের নির্বাচনী রাতে নিত্যা রমন তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছিলেন—শহরটি আবার এমন জায়গা হতে পারে, যেখানে মানুষ বাড়ি গড়বে, কাজ পাবে, কিছু তৈরি করবে। কথাটি ছিল প্রচারের সমাপ্তি, আবার নতুন দায়িত্বের শুরু। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে তিনি বিদায়ী মেয়র কারেন বাসকে হারিয়েছেন। বাস পরদিন তাঁকে ফোন করে পরাজয় মেনে নেন। তবে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ভোট গণনা চলছিল; লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফল আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হবে প্রত্যয়নের পর। ফলে রমনকে এখন মেয়র-নির্বাচিত বলা যথাযথ। তাঁর চার বছরের মেয়াদ শুরু হওয়ার কথা ১৪ ডিসেম্বর।

এই জয় শুধু একজন প্রার্থীর রাজনৈতিক উত্থান নয়। ৪৫ বছর বয়সী রমন লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রথম দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র হতে যাচ্ছেন—এমন এক নগরে, যার জনজীবন অভিবাসী শ্রম, বহু ভাষা, চলচ্চিত্রশিল্প, বন্দর, প্রযুক্তি, পর্যটন এবং গভীর বৈষম্যের টানাপোড়েনে গড়া। তিনি একসময় নগর-পরিকল্পনা পড়েছেন, ভারতে নাগরিক সেবার ঘাটতি নিয়ে কাজ করেছেন, পরে লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় গৃহহীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এখন তাঁকে সেই শহরের প্রশাসনের শীর্ষে বসে নিজের ধারণাগুলোকে বাজেট, কর্মী, আইন ও রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রথম রূপরেখা: কেরালার শৈশব, অভিবাসনের অভিজ্ঞতা

রমনের জন্ম ভারতের কেরালা রাজ্যের ত্রিশূরে। ছয় বছর বয়সে তিনি পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যান; তাঁর বাবা উচ্চশিক্ষার জন্য আগে সেখানে গিয়েছিলেন। পরিবার পরে ম্যাসাচুসেটসের বার্লিংটনে বসতি গড়ে। শৈশবে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া, নতুন ভাষা ও সমাজে নিজেকে খুঁজে নেওয়া—এই অভিজ্ঞতা তাঁকে কীভাবে বদলেছে, তা নিয়ে রমন নিজেই অভিবাসী পরিচয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর গল্পকে কেবল “অভিবাসী মেয়ের সাফল্য” বলে ছোট করলে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়ে: পরবর্তী জীবনে শহরের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তিনি বারবার দেখেছেন, নাগরিক পরিচয় থাকা সত্ত্বেও সেবা, আবাসন ও রাজনৈতিক কণ্ঠ সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছায় না।

হার্ভার্ডে সামাজিক অধ্যয়ন শেষ করার পর রমন ভারতে ফিরে যান। পরে এমআইটি থেকে নগর-পরিকল্পনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের তাৎপর্য শুধু দুটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদে নয়; নগরকে তিনি ভবন ও সড়কের সমষ্টি হিসেবে নয়, বরং জমি, সেবা, নাগরিক অধিকার ও ক্ষমতার বণ্টন হিসেবে দেখতে শিখেছিলেন। ২০১২ সালে প্রকাশিত তাঁর একাডেমিক প্রবন্ধে চেন্নাইয়ে বাস ও গণশৌচাগার-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছিলেন—কখনো তথ্য চাওয়া কঠিন হয়, কারণ সরকারি সংস্থার কাছে সেই তথ্যই থাকে না। নাগরিক সমস্যাকে দৃশ্যমান করার জন্য তথ্য, মানচিত্র ও মানুষের অংশগ্রহণ কতটা জরুরি, সেই ভাবনা তাঁর কাজের কেন্দ্রে ছিল।

দ্বিতীয় রূপরেখা: চেন্নাইয়ে নাগরিক তথ্য ও প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠ

২০১০ সালে রমন চেন্নাইয়ে Transparent Chennai উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকল্পটি নাগরিক জীবনের উপেক্ষিত প্রশ্ন—যেমন গণশৌচাগার, বাস, বস্তি ও দরিদ্র পাড়ার পরিষেবা—নিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও মানচিত্র তৈরিতে কাজ করত। উদ্দেশ্য ছিল শুধু শহরের সমস্যার তালিকা বানানো নয়; যাঁরা সেবা পান না, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে এমন প্রমাণে রূপ দেওয়া, যা নীতি-নির্ধারকদের সামনে রাখা যায়। গবেষণা ও নাগরিক অংশগ্রহণের এই সংযোগ তাঁকে একাডেমিক নগর-পরিকল্পনা থেকে মাঠের রাজনীতির দিকে নিয়ে যায়।

ভারতে তাঁর কাজের আরেকটি অংশ ছিল শহুরে দরিদ্র ও অনানুষ্ঠানিক বসতির বাসিন্দাদের সঙ্গে সংগঠিত হওয়া। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দিল্লিতে উচ্ছেদ-ঝুঁকিতে থাকা বস্তিবাসীদের সঙ্গে তাঁর কাজের কথা এসেছে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে রমন নগর-উন্নয়নের একটি কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হন: শহরকে “পরিষ্কার” বা “আধুনিক” করার পরিকল্পনায় কারা জায়গা পান, আর কারা উচ্ছেদ হয়ে দৃশ্যের বাইরে চলে যান? উন্নয়নের ভাষা অনেক সময় দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবিকার ওপর কী প্রভাব ফেলে—তাঁর কাজ সেই প্রশ্নকে নাগরিক আলোচনায় আনে।

এখানেই তাঁর জীবনপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র: রমন পরিকল্পনাকে কেবল বিশেষজ্ঞদের নকশা হিসেবে দেখেননি। শহরের বাসিন্দারা কী জানেন, কীভাবে বাস করেন, কোন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত—এসবকে পরিকল্পনার অংশ করতে চেয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা পরে লস অ্যাঞ্জেলেসে তাঁর গৃহহীনতা ও ভাড়াটিয়াদের অধিকার-সংক্রান্ত কাজেও ফিরে আসে।



তৃতীয় রূপরেখা: লস অ্যাঞ্জেলেসে রাস্তায় কাজ, তারপর নির্বাচনে

২০১৩ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে আসার পর রমন নাগরিক সংগঠন ও গৃহহীনতা-সংক্রান্ত কাজে যুক্ত হন। তিনি Silver Lake Neighborhood Council-এর গৃহহীনতা কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন এবং SELAH Neighborhood Homeless Coalition গঠনে সহায়তা করেন। তাঁর নিজের সিটি কাউন্সিল জীবনীতে বলা হয়েছে, শহরের সেবা ও দ্রুত বিস্তৃত গৃহহীনতা সংকটের মধ্যে বড় ব্যবধান দেখে তিনি নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

এটি ছিল তাঁর জন্য একেবারে নতুন রাজনৈতিক ক্ষেত্র। ২০২০ সালে তিনি চতুর্থ কাউন্সিল জেলায় তৎকালীন কাউন্সিলর ডেভিড রিউকে পরাজিত করেন—১৭ বছরে ওই শহরে প্রথমবার কোনো ক্ষমতাসীন কাউন্সিলরকে হারিয়ে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর জয়। ২০২৪ সালে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হন। কাউন্সিলে তাঁর কাজের মধ্যে ছিল ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ-সুরক্ষা জোরদার করা, গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয় ও সেবা বাড়ানো এবং সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণের উদ্যোগ।

২০২৩ সালে কাউন্সিল শহরজুড়ে ভাড়াটিয়াদের জন্য স্থায়ী “জাস্ট-কজ” উচ্ছেদ সুরক্ষা, ভাড়া বকেয়া থাকলে উচ্ছেদের ন্যূনতম সীমা এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে স্থানান্তর-সহায়তার বিধান অনুমোদন করে। রমন এই সুরক্ষাগুলোর পক্ষে উদ্যোগী ভূমিকা নেন। তবে আইন পাস হওয়া আর ভাড়াটিয়ার বাস্তব সুরক্ষা এক জিনিস নয়: নিয়ম কার্যকর করা, ভাড়া বাড়ার চাপ সামলানো, আবাসন সরবরাহ বাড়ানো এবং উচ্ছেদের ঝুঁকিতে থাকা পরিবারকে সময়মতো সহায়তা দেওয়া—এসবই প্রশাসনিক সক্ষমতার পরীক্ষা।

গৃহহীনতা নিয়ে তাঁর কাউন্সিল অফিসের দাবি, ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে তাদের জেলায় দুই হাজারের বেশি মানুষকে রাস্তা থেকে অন্তর্বর্তী আবাসনে নেওয়া হয়েছে, ৬৩৩ জন স্থায়ী আবাসন পেয়েছেন এবং আশ্রয়শয্যার সুযোগ তিন গুণের বেশি বেড়েছে। এগুলো তাঁর অফিসের নিজস্ব হিসাব; শহরজুড়ে একই মাত্রার ফল হয়েছে—এমন সিদ্ধান্ত এতে টানা যায় না। তবু এসব সংখ্যা তাঁর রাজনৈতিক পদ্ধতির পরিচয় দেয়: শুধু তাঁবু সরানো নয়, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ, কেস ম্যানেজমেন্ট, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের পথ তৈরি করা।



চতুর্থ রূপরেখা: জোটের অভাব পেরিয়ে মেয়র-নির্বাচিত

রমনের মেয়র হওয়ার পথ মসৃণ ছিল না। তিনি প্রথমে বাসের পুনর্নির্বাচনকে সমর্থন করেছিলেন, পরে নিজেই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মাঠে নামেন। নির্বাচনী নথি জমার শেষ সময়ের কাছাকাছি তাঁর প্রার্থিতা ঘোষণা রাজনৈতিক সহকর্মীদের ক্ষুব্ধ করে। LAOC অ্যাঞ্জেলেস টাইমস জানায়, তাঁর কাউন্সিলের ১৪ সহকর্মীর কেউই তাঁকে সমর্থন করেননি; তাঁদের প্রায় সবাই বাসের পক্ষে ছিলেন। সমালোচকেরা এটিকে জোট গড়ার দুর্বলতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর সমর্থকেরা বলেছেন, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সমর্থন না থাকলেও ভোটারদের কাছে তাঁর সরাসরি আবেদন পৌঁছেছিল।

নীতিগত অবস্থানেও তাঁর পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ২০২০ সালে তিনি পুলিশ বাজেট কমানোর পক্ষে ছিলেন; পরে পুলিশ বিভাগের কর্মীসংখ্যা বজায় রাখার কথা বলেন। গৃহহীন মানুষের শিবির উচ্ছেদ এবং Measure ULA—উচ্চমূল্যের সম্পত্তি বিক্রিতে কর—নিয়ে তাঁর অবস্থানও সময়ের সঙ্গে বদলেছে। রমন বলেছেন, নতুন তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনায় মত বদলেছেন; সমালোচকেরা প্রশ্ন তুলেছেন, এটি নীতিগত পর্যালোচনা, না নির্বাচনী অবস্থান বদল। এই বিতর্ককে পাশ কাটানো যায় না—মেয়র হিসেবে তাঁকে নিজের সিদ্ধান্তের কারণ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে।

তবু নির্বাচনের ফল তাঁর পক্ষে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছে। বাসের পক্ষে ছিলেন গভর্নর গ্যাভিন নিউজম, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি এবং বহু স্থানীয় নেতা। রমন সেই প্রতিষ্ঠিত সমর্থন-ব্যবস্থাকে হারিয়ে জিতেছেন। এ জয়কে শুধু “প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ” বলা যথেষ্ট নয়; ভোটারদের কাছে তাঁর আবাসন, গৃহহীনতা, জনসেবা ও শহরের ভবিষ্যৎ নিয়ে বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়েছে—এটিও সত্য। তবে নির্বাচনে জয় প্রশাসনিক দক্ষতার নিশ্চয়তা নয়। এখন তাঁকে সেই সমর্থনকে কাজের জবাবদিহিতে রূপান্তর করতে হবে।

শহরের সংকটের সামনে প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা

রমনের সামনে প্রথম বড় পরীক্ষা আবাসন ও গৃহহীনতা। লস অ্যাঞ্জেলেসের ২০২৬ সালের সরকারি গণনায় শহরে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা আনুমানিক ৪৫,১৯৪—আগের বছরের তুলনায় ৩.৪ শতাংশ বেশি। রাস্তায় থাকা মানুষের সংখ্যা বেড়ে আনুমানিক ২৯,১১৫ হয়েছে, ৭.৯ শতাংশ বৃদ্ধি। LAHSA বলেছে, এই পরিবর্তন পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য নয়; একই সঙ্গে সংস্থাটি স্থায়ী আবাসনের জন্য সময়সীমাবদ্ধ ভাড়া-সহায়তা কমে যাওয়াকে পুনর্বাসন ব্যবস্থায় জট তৈরির একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ সংকটের সমাধান শুধু আশ্রয়শিবির বাড়ানো বা উচ্ছেদ ত্বরান্বিত করার প্রশ্ন নয়—স্থায়ী আবাসন, ভাড়া-সহায়তা, চিকিৎসা ও সেবার অর্থায়নও জরুরি।

রমন প্রচারে বলেছিলেন, ২০২৮ সালের অলিম্পিকের মধ্যে তাঁবু ও শিবিরে বসবাস কমাতে তিনি নতুন পদ্ধতি নেবেন; AP-র প্রতিবেদনে তাঁর লক্ষ্য হিসেবে অন্তত অর্ধেক কমানোর কথা এসেছে। তিনি রাস্তার মানুষের কাছে চিকিৎসা ও সেবা পৌঁছানো, আস্থা তৈরি করা, এবং অস্থায়ী হোটেলে থাকা মানুষদের দীর্ঘমেয়াদি আবাসনে স্থানান্তরের কথা বলেছেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এই মাত্রার হ্রাস ঘটানো অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য। এর বাস্তবতা নির্ভর করবে জমি, স্থায়ী আবাসন, ভাড়া-সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি অর্থ এবং বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ের ওপর।

দ্বিতীয় পরীক্ষা হবে শহরের দৈনন্দিন সেবা ও জননিরাপত্তা। ভাঙা ফুটপাত, গর্ত, নষ্ট রাস্তার আলো, ধীর সাড়া—এসব সমস্যায় বাসিন্দাদের ক্ষোভ বহু বছর ধরে জমেছে। রমন পুলিশের ভূমিকা ও জবাবদিহির ভারসাম্য, জরুরি কলে নিরস্ত্র সাড়া-দল যুক্ত করা এবং প্রতিরোধমূলক কমিউনিটি কর্মসূচিতে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি পুলিশ বিভাগের সক্ষমতা বজায় রাখার কথাও বলেছেন। এই দুই লক্ষ্যকে একসঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হলে তাঁর প্রশাসনকে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে কোন কলে কোন ধরনের কর্মী পাঠানো হবে, সাড়া দিতে কত সময় লাগবে এবং ফল কীভাবে পরিমাপ করা হবে।

তৃতীয় পরীক্ষা রাজনৈতিক জোট ও প্রশাসনিক সম্পর্ক। কাউন্সিলের সমর্থন না পেয়েও নির্বাচনে জেতা তাঁকে স্বাধীনতা দিয়েছে; কিন্তু বাজেট, আইন ও নগর-পরিকল্পনার সিদ্ধান্তে সিটি কাউন্সিলের সঙ্গে কাজ করতেই হবে। তাঁর মেয়রত্বের সাফল্য নির্ভর করবে শুধু সাহসী প্রস্তাবে নয়, বিরোধী কাউন্সিল সদস্য, শ্রমিক সংগঠন, ব্যবসা, ভাড়াটিয়া, অভিবাসী সম্প্রদায়, গৃহহীন মানুষের সেবাদাতা এবং নগর-পরিকল্পনাবিদদের সঙ্গে কার্যকর সমঝোতা গড়ার ওপর।

এই গল্পের শিক্ষা—এবং তার সীমা

নিত্যা রমনের জীবনকে অনুপ্রেরণার গল্প হিসেবে বলা যায়, তবে তা যেন কষ্টকে অলংকারে পরিণত না করে। তাঁর সংগ্রাম কোনো কাল্পনিক দারিদ্র্য বা একাকী বীরত্বের কাহিনি নয়। এটি দীর্ঘ শিক্ষাযাত্রা, শহর নিয়ে মাঠপর্যায়ের কাজ, নাগরিক সংগঠন গড়া, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ানো এবং নিজের অবস্থান নিয়ে সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার ইতিহাস। তাঁর অভিবাসী পরিচয় তাঁর জীবনের অংশ; কিন্তু তাঁকে মেয়র করেছে কেবল পরিচয় নয়—সংগঠনের অভিজ্ঞতা, শহরের সমস্যা নিয়ে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভোটারদের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংযোগ।

তাঁর জয় বহু অভিবাসী, দক্ষিণ এশীয় এবং নারী ভোটারের কাছে প্রতিনিধিত্বের নতুন অর্থ বহন করতে পারে। কিন্তু প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হবে ক্ষমতায় পৌঁছানোর পরে—যখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে কার জন্য বাড়ি তৈরি হবে, কার কথা শোনা হবে, রাস্তায় থাকা মানুষকে কীভাবে সেবা দেওয়া হবে, পুলিশ ও জননিরাপত্তার জবাবদিহি কীভাবে নিশ্চিত হবে, আর শহরের প্রতিশ্রুতি বাস্তব জীবনে কতটা পৌঁছাবে।

রমনের গল্পের সবচেয়ে মানবিক দিক সম্ভবত এখানেই: তিনি শহরের প্রান্তে থাকা মানুষদের নিয়ে কাজ করতে করতে শহরের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছেছেন। এখন তাঁর সামনে কাজটি আরও কঠিন—সেই মানুষদের অভিজ্ঞতাকে প্রশাসনের অগ্রাধিকারে ধরে রাখা, যখন ক্ষমতার চাপ তাঁকে অন্যদিকে টানবে। লস অ্যাঞ্জেলেস তাঁকে পরিবর্তনের ম্যান্ডেট দিয়েছে; শহর এখন দেখতে চাইবে, সেই পরিবর্তন কার জীবনে, কত দ্রুত এবং কীভাবে পৌঁছায়।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিস্ময় সত্যের মুখোমুখি




ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের প্রত্যাবর্তন:

ট্রাম্পের শেষ দুই বছর কতটা বদলাবে?

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

ফলের তাৎপর্য শুধু আসন বদলে নয়

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে গেছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ—দুই কক্ষেই ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছে। ১০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটরা অন্তত ২৫৪টি আসন জিতেছেন; এক ডজনের বেশি আসনের ফল তখনো চূড়ান্ত হয়নি। ওয়াশিংটন পোস্টের হিসাবে, দলটি শেষ পর্যন্ত প্রায় ২৬০টি আসন পেতে পারে—যদিও সেটি এখনো অনুমান, চূড়ান্ত ফল নয়।

সিনেটেও ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন। সিবিএস নিউজের ১০ নভেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, দলটি অন্তত ৫৪টি আসন নিয়ে আগামী বছর নতুন কংগ্রেসে যাবে; দুটি সিনেট প্রতিযোগিতার ফল তখনো বাকি ছিল। ফলে মূল পরিবর্তন নিশ্চিত হলেও দুই কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঠিক পরিমাণ এখনো স্থির নয়।

ভোটারদের ক্ষোভের কেন্দ্রে দৈনন্দিন ব্যয়

নির্বাচনের ফলকে কেবল প্রেসিডেন্টের প্রতি সমর্থন বা বিরোধিতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে দেখা কঠিন। সিবিএসের ভোট-পরবর্তী প্রতিবেদনে জীবনযাত্রার ব্যয়কে ভোটারদের বড় বিবেচনা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি, দৈনন্দিন খরচ, প্রশাসনের জবাবদিহি এবং ইরান-সংক্রান্ত নীতির প্রতি অসন্তোষ—বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বিশ্লেষণে এগুলো নির্বাচনী পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। তবে কোন বিষয়টি কতটা ভোট বদলেছে, তা নিয়ে একক ব্যাখ্যা নেই।

নজরদারি বাড়বে, কিন্তু সব নীতি বদলাবে না

কংগ্রেসের দুই কক্ষ ডেমোক্র্যাটদের হাতে গেলে কমিটি-তদন্ত, বাজেট আলোচনা ও প্রশাসনিক নজরদারিতে তাদের ক্ষমতা বাড়বে। হোয়াইট হাউসের আইনপ্রণয়ন কর্মসূচি এগিয়ে নিতে রিপাবলিকানদের আর কংগ্রেসের আগের মতো সমর্থন থাকবে না। তবে প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা, ভেটো এবং আদালতের ভূমিকা বহাল থাকবে; ফলে নির্বাচনী জয় মানেই দ্রুত সব নীতির পরিবর্তন নয়। এই ফলের তাৎক্ষণিক তাৎপর্য তাই আইন পাসের পাশাপাশি ক্ষমতার ওপর নজরদারির ক্ষেত্রেও। [এটি কংগ্রেসের ক্ষমতা-বণ্টন থেকে করা বিশ্লেষণ।]





পাঁচ রাজ্যে অ্যাটর্নি

জেনারেল পদে ডেমোক্র্যাটদের জয়

প্রতিবেদন

রাশিয়ায় নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি—এটি নতুন কোনো ঘটনা নয়। রাশিয়ার সরকারি পরিসংখ্যানের ২০২৩ সালের বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক উপাত্তে নারী ও পুরুষের সংখ্যার ব্যবধান ছিল প্রায় ১০.৩ লাখ নয়, প্রায় ১০.৩ মিলিয়ন—অর্থাৎ এক কোটির কিছু বেশি। ছবিতে ব্যবহৃত “৯ মিলিয়ন” সংখ্যাটি তাই একটি আনুমানিক দাবি; সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ভর করে কোন বছরের হিসাব, জনসংখ্যা-সীমা ও পরিমাপ নেওয়া হচ্ছে তার ওপর।

ব্যবধানটি বয়সভেদে সমান নয়। জন্মের সময় সাধারণত ছেলেশিশুর সংখ্যা সামান্য বেশি থাকে; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মৃত্যুহার বেশি হওয়ায় চিত্র বদলে যায়। রাশিয়ার সরকারি উপাত্তে প্রবীণ বয়সগোষ্ঠীগুলোতে নারীর আধিক্য বিশেষভাবে দৃশ্যমান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জনস্বাস্থ্য গবেষণায় পুরুষদের কম আয়ু, হৃদ্‌রোগ, দুর্ঘটনা, অ্যালকোহল-সম্পর্কিত ঝুঁকি ও স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার আচরণকে বিভিন্ন দেশের লিঙ্গভিত্তিক আয়ু-ব্যবধানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কোনো একটি কারণ দিয়ে রাশিয়ার পুরো ব্যবধান ব্যাখ্যা করা যায় না।

যুদ্ধ ও সামরিক হতাহতের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ এবং বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু জনসংখ্যার দীর্ঘস্থায়ী নারী-আধিক্যকে কেবল সাম্প্রতিক যুদ্ধের ফল বলা ভুল হবে। এই ব্যবধান সোভিয়েত যুগের যুদ্ধ, পরবর্তী জনস্বাস্থ্য সংকট এবং পুরুষের তুলনামূলক কম আয়ুর দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আর জাতীয় গড় সংখ্যা দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট শহর, বয়সগোষ্ঠী বা বিয়ের বাজার সম্পর্কে সরাসরি সিদ্ধান্ত টানা যায় না।



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণ গাইড

প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সিয়েরা নেভাদা—এক রাজ্যের ভেতর যেন একটি পৃথিবী



মাইন আহমেদ। ধারাবাহিক প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠির বিশেষ আয়োজন।

প্রতিবেদন

মরুভূমির নীরবতা, পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃক্ষ, তুষারঢাকা সিয়েরা নেভাদা, হলিউডের আলো, গোল্ড রাশের ইতিহাস এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নাটকীয় উপকূল—ক্যালিফোর্নিয়া শুধু একটি ভ্রমণগন্তব্য নয়; এটি ভূগোল ও সংস্কৃতির এক মহাদেশীয় অভিজ্ঞতা। ইতিহাস থেকে শুরু করে ২৫টি প্রধান আকর্ষণ, ভ্রমণকাল, সম্ভাব্য খরচ, নিরাপত্তা, পরিবহন ও বাংলাদেশিদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ এই পূর্ণাঙ্গ গাইড।

ক্যালিফোর্নিয়া: একটি রাজ্য, অসংখ্য পৃথিবী

সকালে লস অ্যাঞ্জেলেসের সৈকতে সূর্যোদয় দেখে একই দিনে পাহাড়ে তুষার ছোঁয়া যায়—ক্যালিফোর্নিয়ার ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বোঝাতে এই বহুল ব্যবহৃত বাক্যটি পুরোপুরি নিখুঁত না হলেও তার মর্ম সত্য।

প্রায় ৮৪০ মাইল দীর্ঘ প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল, সিয়েরা নেভাদার বরফঢাকা পর্বত, মোহাভি ও কলোরাডো মরুভূমি, সেন্ট্রাল ভ্যালির কৃষিভূমি এবং পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ও বৃহৎ বৃক্ষের বন—সবকিছু একই অঙ্গরাজ্যে।

যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি ব্যুরোর ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ক্যালিফোর্নিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৯৩ লাখ ৫৫ হাজার। জনসংখ্যায় এটি যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম এবং আয়তনে আলাস্কা ও টেক্সাসের পর তৃতীয় বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য।

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াকে শুধু সংখ্যায় বোঝা যায় না। এটি একই সঙ্গে প্রযুক্তির পরীক্ষাগার, চলচ্চিত্রের স্বপ্নকারখানা, অভিবাসীদের আবাস, কৃষির পরাশক্তি এবং মার্কিন পরিবেশ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

‘California’ নামটি কোথা থেকে এসেছে?

ক্যালিফোর্নিয়ার নামের ইতিহাস বাস্তব ভূগোলের চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর।

প্রধান ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী নামটির উৎস স্প্যানিশ লেখক Garci Rodríguez de Montalvo-এর ষোড়শ শতকের রোমান্স উপন্যাস Las Sergas de Esplandián। সেখানে “California” ছিল স্বর্ণ ও মুক্তায় সমৃদ্ধ একটি কাল্পনিক দ্বীপ, যার শাসক ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধা রানি Calafia বা Califia।

স্প্যানিশ অভিযাত্রীরা উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে পৌঁছে প্রথমে Baja California-কে একটি দ্বীপ মনে করেছিলেন। জনপ্রিয় সেই সাহিত্যিক কাহিনির নামই ধীরে ধীরে বাস্তব ভূখণ্ডের পরিচয় হয়ে ওঠে।

নামটির আরও প্রাচীন ভাষাগত উৎস নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ আরবি khalifa, আবার কেউ মধ্যযুগীয় Song of Roland-এর “Califerne” নামটির সঙ্গে সম্পর্ক দেখেন। ফলে সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্রটি শক্তিশালী হলেও শব্দটির চূড়ান্ত ব্যুৎপত্তি পুরোপুরি নিষ্পত্তি হয়নি।



উপনিবেশের আগের ক্যালিফোর্নিয়া

ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাস ১৭৬৯ সালে স্প্যানিশ মিশন প্রতিষ্ঠা কিংবা ১৮৪৮ সালের Gold Rush দিয়ে শুরু হয় না। ইউরোপীয় আগমনের বহু হাজার বছর আগে থেকেই এই ভূখণ্ডে শতাধিক স্বতন্ত্র Indigenous জনগোষ্ঠী বসবাস করত।

Chumash, Tongva, Ohlone, Miwok, Yurok, Hupa, Pomo ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বাণিজ্যপথ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ছিল। নিয়ন্ত্রিত আগুন ব্যবহারের মতো কিছু ঐতিহ্যগত ভূমি ব্যবস্থাপনা এখন দাবানল মোকাবিলার আধুনিক আলোচনাতেও নতুন গুরুত্ব পাচ্ছে।

স্প্যানিশ mission ব্যবস্থা শুধু ধর্মীয় প্রচারের প্রতিষ্ঠান ছিল না; এর সঙ্গে জোরপূর্বক শ্রম, স্থানচ্যুতি, রোগ এবং সাংস্কৃতিক দমনও জড়িত ছিল।

California Native American Heritage Commission-এর ইতিহাসে বলা হয়েছে, mission ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ পরিণতিতে Indigenous জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ—আনুমানিক এক লাখ মানুষ—মারা গিয়েছিল। California Native American Heritage Commission

এই ইতিহাস না জানলে mission, Gold Rush শহর কিংবা সংরক্ষিত বনভূমি দেখা হবে—কিন্তু ভূখণ্ডটির সম্পূর্ণ গল্প জানা হবে না।

স্প্যানিশ অঞ্চল থেকে মেক্সিকো, তারপর যুক্তরাষ্ট্র

স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক বিস্তার শুরু হওয়ার পর উপকূলজুড়ে ২১টি mission প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২১ সালে Mexico স্বাধীনতা লাভ করলে Alta California মেক্সিকোর অংশ হয়।

Mexican-American War-এর পর ১৮৪৮ সালের Treaty of Guadalupe Hidalgo-এর মাধ্যমে ভূখণ্ডটি যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আসে। একই বছর Sutter’s Mill-এর কাছে স্বর্ণ আবিষ্কার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক স্বর্ণসন্ধানী, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীকে আকৃষ্ট করে।

Gold Rush-এ “লক্ষ লক্ষ” মানুষ একসঙ্গে এসেছিল—এমন দাবি অতিরঞ্জিত। তবে কয়েক বছরের মধ্যে কয়েক লাখ মানুষের অভিবাসন ক্যালিফোর্নিয়ার জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে আমূল বদলে দেয়। ১৮৫২ সালেই প্রায় ৬৭ হাজার নতুন মানুষ সেখানে পৌঁছেছিল; তাদের প্রায় ২০ হাজার এসেছিল China থেকে। Library of Congress

১৮৫০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ৩১তম অঙ্গরাজ্য হয়।

তবে Gold Rush-এর গৌরবকাহিনির আড়ালে Indigenous জনগণের ভূমি দখল, সংগঠিত সহিংসতা, পরিবেশ ধ্বংস এবং Chinese ও Latin American শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের ইতিহাসও রয়েছে।

২০১৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়া সরকার রাজ্যের Native জনগণের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সহিংসতা ও অবহেলার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চায়। California Governor’s Office

SUNSET

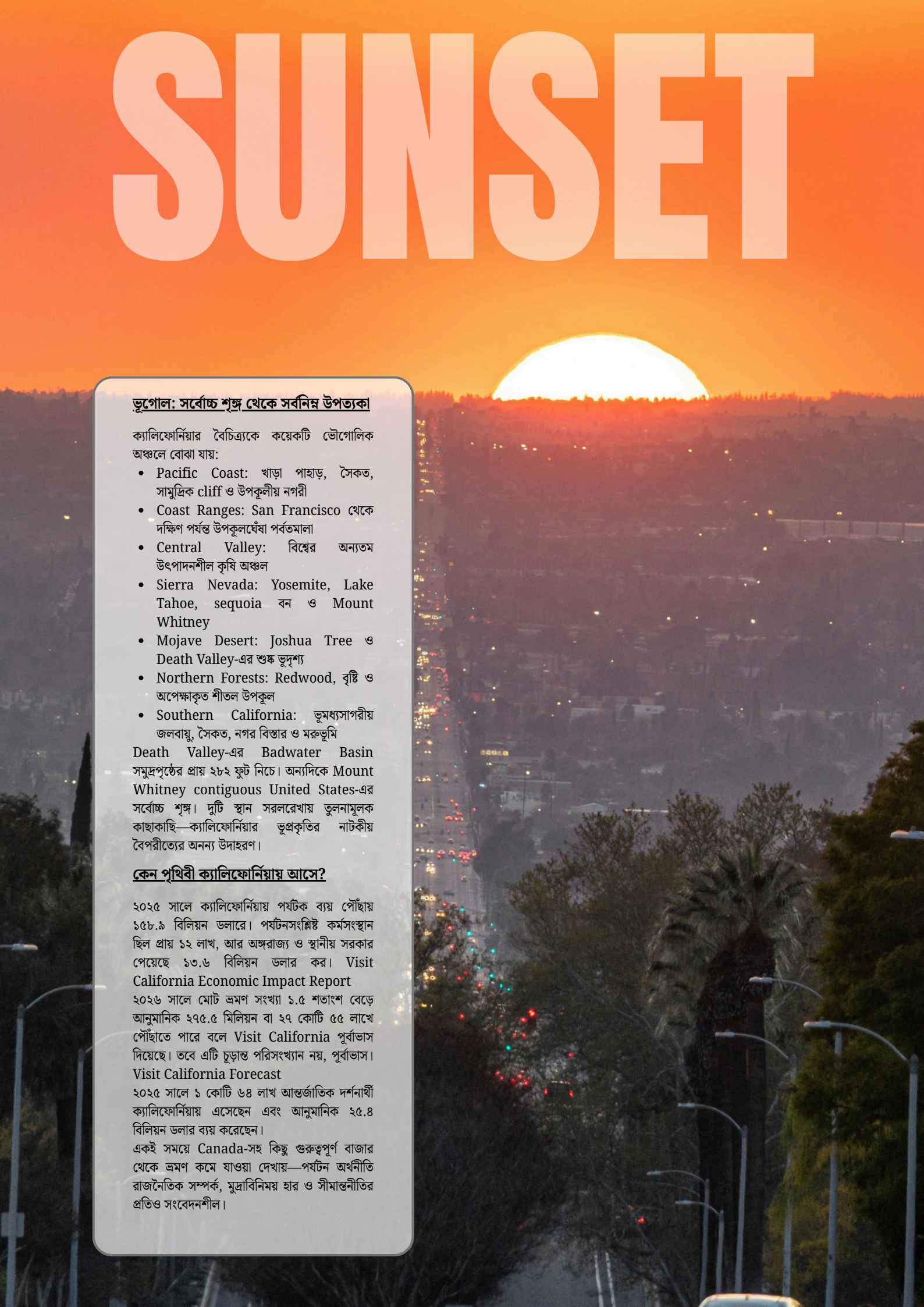

ভূগোল: সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকে সর্বনিম্ন উপত্যকা

ক্যালিফোর্নিয়ার বৈচিত্র্যকে কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বোঝা যায়:

- Pacific Coast: খাড়া পাহাড়, সৈকত, সামুদ্রিক cliff ও উপকূলীয় নগরী
- Coast Ranges: San Francisco থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত উপকূলঘেঁষা পর্বতমালা
- Central Valley: বিশ্বের অন্যতম উৎপাদনশীল কৃষি অঞ্চল
- Sierra Nevada: Yosemite, Lake Tahoe, sequoia বন ও Mount Whitney
- Mojave Desert: Joshua Tree ও Death Valley-এর শুষ্ক ভূদৃশ্য
- Northern Forests: Redwood, বৃষ্টি ও অপেক্ষাকৃত শীতল উপকূল
- Southern California: ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু, সৈকত, নগর বিস্তার ও মরুভূমি

Death Valley-এর Badwater Basin সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ২৮২ ফুট নিচে। অন্যদিকে Mount Whitney contiguous United States-এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। দুটি স্থান সরলরেখায় তুলনামূলক কাছাকাছি—ক্যালিফোর্নিয়ার ভূপ্রকৃতির নাটকীয় বৈপরীত্যের অনন্য উদাহরণ।

কেন পৃথিবী ক্যালিফোর্নিয়ায় আসে?

২০২৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় পর্যটক ব্যয় পৌঁছায় ১৫৮.৯ বিলিয়ন ডলারে। পর্যটনসংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান ছিল প্রায় ১২ লাখ, আর অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় সরকার পেয়েছে ১৩.৬ বিলিয়ন ডলার কর। Visit California Economic Impact Report

২০২৬ সালে মোট ভ্রমণ সংখ্যা ১.৫ শতাংশ বেড়ে আনুমানিক ২৭৫.৫ মিলিয়ন বা ২৭ কোটি ৫৫ লাখে পৌঁছাতে পারে বলে Visit California পূর্বাভাস দিয়েছে। তবে এটি চূড়ান্ত পরিসংখ্যান নয়, পূর্বাভাস। Visit California Forecast

২০২৫ সালে ১ কোটি ৬৪ লাখ আন্তর্জাতিক দর্শনার্থী ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছেন এবং আনুমানিক ২৫.৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন।

একই সময়ে Canada-সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাজার থেকে ভ্রমণ কমে যাওয়া দেখায়—পর্যটন অর্থনীতি রাজনৈতিক সম্পর্ক, মুদ্রাবিনিময় হার ও সীমান্তনীতির প্রতিও সংবেদনশীল।



ক্যালিফোর্নিয়ার সেরা ২৫টি পর্যটন আকর্ষণ

CALIFORNIA


Downtown Los Angeles


HOLLYWOOD
Hollywood


Santa Monica


BEVERLY HILLS
RODEO DRIVE
Beverly Hills


Long Beach


Pasadena


Culver CITY
Culver City


WB
Burbank


Glendale
Glendale


HOLLYWOOD











Desi Fest

11.22.2026

LOS ANGELES

INDIA. PAKISTAN. BANGLADESH. SRI LANKA. NEPAL

INDO HOUSE DJS. LIVE DHOL.
FREE HENNA. FREE PANI PURI.
CARROM. TAASH. BANGLES & BINDIS.
AND SO MUCH MORE...

TICKETS DROP 11.8.26
LIMITED FREE RSVPS GO FIRST

JOIN THE LIST. LINK IN BIO.

WANT IN?
VENDORS, SPONSORS & PARTNERS
DM US OR TAP THE LINK IN BIO

@pourandpulse

NAMASTE. SALAAM. NOMOSHKAR. AYUBOWAN. VANAKKAM.

লস অ্যাঞ্জেলেসে ২২ নভেম্বর ‘দেশি ফেস্ট’, একদিনে দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির আয়োজন



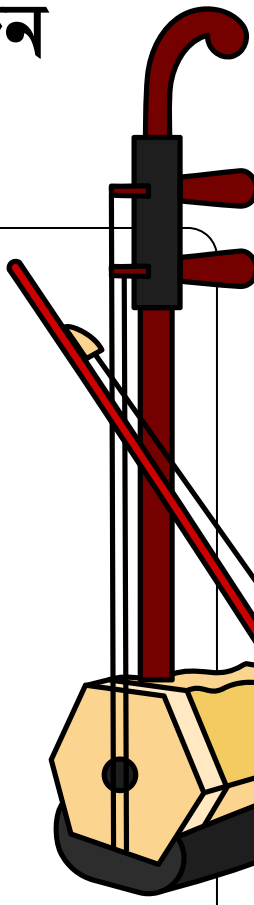

প্রতিবেদন

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের সংস্কৃতিকে এক মঞ্চে তুলে ধরতে আগামী ২২ নভেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হবে ‘দেশি ফেস্ট’। আয়োজক Pour & Pulse-এর ঘোষণায় অনুষ্ঠানটিকে দিনব্যাপী দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির উৎসব হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

আয়োজনের তালিকায় রয়েছে বলিউড ও ইন্ডো-হাউস সংগীত, লাইভ ঢোল, দেশি খাবার ও পানীয়, মেহেদি, চুড়ি ও টিপের স্টেশন, ক্যারম এবং তাসের খেলা। প্রচারবার্তায় বিনা মূল্যে মেহেদি ও পানি পুরির কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ এশীয় খাবার, ফ্যাশন, গয়না, সৌন্দর্য ও জীবনধারাভিত্তিক ছোট ব্যবসার জন্য থাকবে বিক্রির সুযোগ।

আয়োজকদের ভাষ্য অনুযায়ী, উৎসবটি বিভিন্ন দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্র করার পাশাপাশি নতুন দর্শকদেরও দেশি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করাবে। সাইটে সীমিত ধারণক্ষমতার কথা জানিয়ে আগাম আগ্রহের তালিকায় নাম লেখানোর আহ্বান রয়েছে; প্রচারবার্তায় বিনা মূল্যের সীমিত RSVP-র কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থানসংক্রান্ত তথ্য: আয়োজকের ওয়েবসাইটের ইভেন্ট তালিকায় স্থান হিসেবে “West LA” দেওয়া হয়েছে, তবে সাইটের ওপরের ব্যানারে “DTLA” লেখা আছে। নির্দিষ্ট ভেন্যু, সময় ও টিকিটের বিস্তারিত নিশ্চিত করে জানানো হয়নি। তাই যাওয়ার আগে আয়োজকের সর্বশেষ ঘোষণায় তথ্য মিলিয়ে নেওয়া ভালো।

SEO শিরোনাম: লস অ্যাঞ্জেলেসে ২২ নভেম্বর দেশি ফেস্ট: দক্ষিণ এশীয় খাবার, সংগীত ও সংস্কৃতির মিলন

সোশ্যাল ক্যাপশন: ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের সংস্কৃতি—এক দিন, এক উৎসবে। ২২ নভেম্বরের দেশি ফেস্টে থাকছে সংগীত, খাবার, মেহেদি, দেশি বাজার ও নানা আয়োজন। ভেন্যু ও টিকিটের সর্বশেষ তথ্য আয়োজকের ঘোষণায় দেখে নিন।





জাকারবার্গের সম্পদের বড় অংশ সন্তানদের উত্তরাধিকার হবে না



প্রতিবেদন

মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ ও তাঁর স্ত্রী প্রিসিলা চ্যান তাঁদের তিন কন্যার জন্য সম্পদের বড় অংশ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাওয়ার পরিকল্পনা করেননি—Fortune–এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন এই পুরোনো অঙ্গীকারের বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছে। ২০১৫ সালে প্রথম কন্যা জন্মের পর দম্পতি ঘোষণা করেন, তাঁরা জীবদ্দশায় ফেসবুকের (বর্তমান Meta) ৯৯ শতাংশ শেয়ার জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য দান করবেন। এটি এককালীন নগদ অর্থ দান নয়, বরং সময়ের সঙ্গে বাস্তবায়িত হওয়ার প্রতিশ্রুতি।

এই অঙ্গীকারের পাশাপাশি কোম্পানির মালিকানা ও ক্ষমতার কাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ। Meta-র SEC-তে দাখিল করা নথি অনুযায়ী, জাকারবার্গ ও তাঁর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর হাতে Class B শেয়ারের ৯৯ শতাংশের বেশি রয়েছে; এই শেয়ারগুলোর ভোটাধিকার বেশি হওয়ায় তিনি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে ও শেয়ারহোল্ডার সিদ্ধান্তে প্রভাবশালী নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছেন। অর্থাৎ দান-অঙ্গীকারকে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার সমার্থক ভাবা যাবে না।

“৯৯ শতাংশ” ঘোষণারও কিছু সীমা আছে। এটি শেয়ারের বাজারমূল্যের হিসাব, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নগদ অর্থ দানের নিশ্চয়তা নয়; সম্পদের মূল্য বাজারের সঙ্গে ওঠানামা করে। দম্পতির Chan Zuckerberg Initiative স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাসহ নানা ক্ষেত্রে কাজ করে, তবে বড় জনহিতকর তহবিলের সিদ্ধান্তে জবাবদিহি, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বেসরকারি সম্পদের মাধ্যমে জননীতিতে প্রভাবের প্রশ্নও ওঠে।



এনভিডিয়া সিইওকে ঘিরে গুপ্তচরবৃত্তির

অভিযোগ ও তদন্ত

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে

রবিবার, ৮ নভেম্বর, এনভিডিয়ার কর্মীদের কাছে পাঠানো এক বার্তায় জেনসেন হুয়াং লিখলেন: “আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ত ছিলাম।” স্ত্রী ও সন্তানদের কষ্ট দেওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে তিনি বললেন, নিজের কাজের দায় তিনি নিচ্ছেন। একই বার্তায় জানালেন, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ও জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ স্বাধীন তদন্ত শুরু করেছে; তিনি তাতে সহযোগিতা করবেন।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বীকারোক্তি নিজে কোনো গুপ্তচরবৃত্তির প্রমাণ নয়। কিন্তু অভিযোগটি উঠেছে এমন এক প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে ঘিরে, যার প্রযুক্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তারে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখছে। এনভিডিয়ার উন্নত প্রসেসর দিয়ে বড় এআই মডেল প্রশিক্ষণ ও চালানো হয়; একই চিপের নাগাল চীন কতটা পাবে, তা নিয়ে ওয়াশিংটনে বহুদিন ধরেই নিরাপত্তা ও বাণিজ্যিক স্বার্থের টানাপোড়েন।

সোমবার, ৯ নভেম্বর, বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, হুয়াংয়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। ওই নারী গুপ্তচর—এমন কোনো ধারণা তাঁর ছিল কি না জানতে চাইলে হুয়াং নাকি বলেছেন, “আমার কোনো ধারণাই ছিল না।” ট্রাম্প বলেন, “আমি তাঁকে বিশ্বাস করি,” এবং এফবিআই বিষয়টি দেখছে। এই বক্তব্য হুয়াংকে সমর্থন জানায়, কিন্তু তদন্তের ফল বা অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণ করে না।

অ্যালিস হুয়াং কে?

এনভিডিয়ার বোর্ড বা হুয়াংয়ের কর্মীদের কাছে পাঠানো বার্তা—কোনোটিতেই ওই নারীর নাম নেই। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস–এর আগের প্রতিবেদন তাঁকে অ্যালিস হুয়াং নামে শনাক্ত করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি চীনা নাগরিক, সিঙ্গাপুরভিত্তিক ডেটা-সেন্টার প্রতিষ্ঠান মেগাস্পিডের সাবেক শীর্ষ নির্বাহী এবং জেনসেন হুয়াংয়ের আত্মীয় নন। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বরাতে পত্রিকাটি জানিয়েছে, তারা মনে করেন অ্যালিস হুয়াং বেইজিংয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। এ দাবি প্রকাশ্য কোনো আদালতের রায় বা আনুষ্ঠানিক ফৌজদারি অভিযোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এমন তথ্য এখনো নেই।

এখানে সতর্কতার কারণটি জরুরি। অভিযোগটি মূলত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সরকারি সূত্রের বরাতে সংবাদমাধ্যমে এসেছে। জনসমক্ষে প্রকাশিত নথিতে এখনো এমন প্রমাণ দেখা যায়নি যা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করে যে অ্যালিস হুয়াং চীনের গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করেছেন, অথবা জেনসেন হুয়াংয়ের কাছ থেকে সংবেদনশীল তথ্য পেয়েছেন। “যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা সন্দেহ করছেন”—এবং “অভিযোগ প্রমাণিত”—এক কথা নয়।

একইভাবে, দুজনের পদবি এক হওয়া আত্মীয়তার প্রমাণ নয়। আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো ছবি বা গ্রাফিক—যেখানে সম্পর্ককে নাটকীয়ভাবে দেখানো হয়েছে—নিজে কোনো গোয়েন্দা যোগাযোগ, গোপন তথ্য হস্তান্তর কিংবা চিপ পাচারের প্রমাণ হতে পারে না। ছবির পরিচয় ও প্রেক্ষাপট যাচাই না করে তা থেকে সিদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে না।

মেগাস্পিড ও চিপের পথ নিয়ে পুরোনো উদ্বেগ

অ্যালিস হুয়াংয়ের প্রতিষ্ঠান মেগাস্পিড আগে থেকেই উন্নত এনভিডিয়া চিপের ক্রয় ও সম্ভাব্য পুনর্বিক্রয় নিয়ে তদন্তমূলক প্রতিবেদনের কেন্দ্রে ছিল। ২০২৫ সালে ব্লুমবার্গ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার কাস্টমস-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানায়, মেগাস্পিড প্রতিষ্ঠার পর থেকে অন্তত ৪.৬ বিলিয়ন ডলারের এনভিডিয়া-সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার আমদানি করেছে বলে তাদের তথ্য নির্দেশ করে। তবে ওই কেনাকাটার পরিমাণ কোনো নির্দিষ্ট চিপ অবৈধভাবে চীনে পৌঁছেছিল—তা প্রমাণ করে না। মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ সে সময় বলেছিল, তাদের কাছে রপ্তানি নিয়ম ভাঙার স্পষ্ট প্রমাণ নেই।

মেগাস্পিডের নিজস্ব বক্তব্যও বিবেচনায় নেওয়া দরকার। ৯ নভেম্বর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, গত ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের শিল্প ও নিরাপত্তা ব্যুরো (BIS), মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং এনভিডিয়া তাদের স্থাপনা পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করেছে; প্রতিষ্ঠানটির দাবি, এসব পর্যালোচনায় অবৈধ চিপ স্থানান্তরের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এটি মেগাস্পিডের নিজস্ব বর্ণনা—সরকারি সংস্থার প্রকাশিত পূর্ণ তদন্ত-ফল নয়। প্রতিষ্ঠানটি ব্লুমবার্গ–এর প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের কথাও বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছে।

অন্যদিকে, এনভিডিয়া আগের প্রতিবেদনের জবাবে বলেছিল, মেগাস্পিডের সঙ্গে হুয়াংয়ের যোগাযোগ ছিল স্বাভাবিক ব্যবসায়িক সম্পর্কের অংশ এবং আঞ্চলিক ক্লাউড-গ্রাহকরা কোম্পানির গোপন বাণিজ্যিক তথ্য বা জাতীয় নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট তথ্য পায় না। এ বক্তব্য কোম্পানির অবস্থান; স্বাধীন তদন্তের ফল এখনো প্রকাশিত হয়নি।

চিপ বিক্রির নীতি কেন বিতর্কের কেন্দ্রে

এনভিডিয়া শুধু একটি সফল প্রযুক্তি কোম্পানি নয়; তার পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের এআই শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। ফলে হুয়াংয়ের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ও ওয়াশিংটনে তাঁর নীতিগত অবস্থান আলাদা করে দেখা কঠিন। তিনি বহুবার চীনে উন্নত চিপ বিক্রির ওপর বিধিনিষেধের সমালোচনা করেছেন। তাঁর যুক্তি—বাজার ছেড়ে দিলে চীনা প্রযুক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বীরা এগোবে, আর যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো আয় ও প্রভাব হারাবে।

সমালোচকদের পাল্টা যুক্তি, উন্নত চিপ শুধু বাণিজ্যিক পণ্য নয়। এগুলো বড় এআই মডেল, সামরিক গবেষণা, নজরদারি ও সাইবার সক্ষমতা তৈরিতেও কাজে লাগতে পারে। তাই কোন গ্রাহকের কাছে, কোন দেশে, কোন শর্তে চিপ যাবে—এ প্রশ্ন সরাসরি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তর ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এনভিডিয়া H200-সহ কিছু প্রসেসরের চীনমুখী রপ্তানি-লাইসেন্স পর্যালোচনার নীতি সংশোধন করে। তবে লাইসেন্স পাওয়া আর বড় পরিসরে বিক্রি হওয়া এক নয়। এনভিডিয়ার ২০২৭ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের ১০-Q নথিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার নির্দিষ্ট চীনভিত্তিক গ্রাহকের জন্য অল্প পরিমাণ H200 পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল; একই নথিতে কোম্পানি জানায়, চীনা সরকারের বিধিনিষেধের কারণে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সব পণ্য বিক্রি করা যায়নি।

এই নীতিগত প্রেক্ষাপটই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগকে আরও সংবেদনশীল করে তুলেছে। যদি কোনো



পূর্ণ প্রতিবেদন

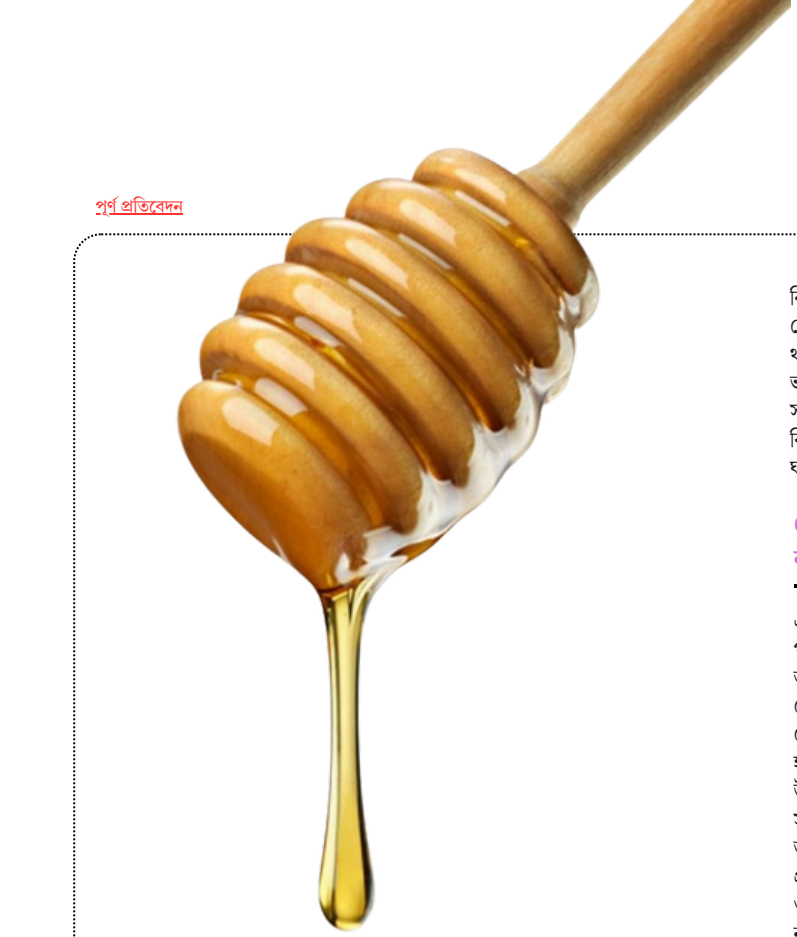

বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা সত্যিই একজন শীর্ষ প্রযুক্তি-নেতার কাছাকাছি পৌঁছে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে থাকে, তাহলে আগ্রহের বিষয় হতে পারে কোম্পানির ভবিষ্যৎ পণ্য, গ্রাহক, বিক্রয় পরিকল্পনা কিংবা সরকারের সঙ্গে আলোচনার গতিপথ। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের এমন সম্ভাব্য বিশ্লেষণকে এই নির্দিষ্ট ঘটনায় তথ্য চুরির প্রমাণ হিসেবে দেখানো যাবে না।

বোর্ডের তদন্ত ও কংগ্রেসের নজরদারি

এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছে, স্বাধীন পরিচালকদের একটি কমিটি বাইরের স্বাধীন আইনজীবীদের সহায়তায় তদন্ত পরিচালনা করবে। বোর্ডের ভাষ্য, এখন পর্যন্ত তাদের কাছে কোম্পানির গোপন তথ্য বা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—এমন বিশ্বাস করার কারণ নেই; তবু সব উপলভ্য তথ্য পরীক্ষা করা হবে। হুয়াং তদন্তে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করবে এর স্বাধীনতা, প্রমাণের পরিধি এবং ফল কতটা প্রকাশ করা হয় তার ওপর। শুধু ব্যক্তিগত অসদাচরণ তদন্ত করা যথেষ্ট নয়। বোর্ডকে দেখতে হবে, কোনো সংবেদনশীল তথ্যের নাগাল দেওয়া হয়েছিল কি না, গ্রাহক-পরীক্ষা ও রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল কি না, এবং নেতৃত্বের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোম্পানির ঝুঁকি-পর্যালোচনাকে প্রভাবিত করেছিল কি না।

কংগ্রেসও বিষয়টি তুলেছে। ৪ নভেম্বর রিপাবলিকান কমিটির চেয়ারম্যানরা হুয়াংকে ১৮ নভেম্বর বন্ধদ্বার ব্রিফিংয়ে হাজির হতে অনুরোধ করেন। ৯ নভেম্বর হাউসের ডেমোক্র্যাট নেতা হাকিম জেফ্রিস বলেন, আইনপ্রণেতাদের আরও তথ্য দরকার; এফবিআই বা গোয়েন্দা সংস্থার চলমান কাজের বাইরে কংগ্রেসের পূর্ণ ব্রিফিংও প্রয়োজন। তিনি চীনে চিপ বিক্রির ওপর নতুন বিধিনিষেধের পক্ষে অবস্থান জানান।

এই নজরদারির প্রশ্নে রাজনীতিও আছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে হুয়াংয়ের ঘনিষ্ঠতা এবং চিপ রপ্তানির নিয়ম শিথিল করার পক্ষে তাঁর প্রচার—দুটিই এখন নতুন করে আলোচনায় এসেছে। তবে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা নিজে অনিয়মের প্রমাণ নয়; একইভাবে প্রশাসনের সমর্থন তদন্তের প্রয়োজনীয়তাও বাতিল করে না। নিরপেক্ষ জবাবের জন্য নথি, যোগাযোগের রেকর্ড এবং স্বাধীন পর্যালোচনা দরকার।

বাজারের প্রতিক্রিয়া ও নেতৃত্বের ঝুঁকি

সোমবার এনভিডিয়ার শেয়ার ৪.৩ শতাংশ কমে ১৭৮.৬৭ ডলারে বন্ধ হয় বলে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে। এক দিনের পতনকে কেলেঙ্কারির আর্থিক প্রভাবের চূড়ান্ত মাপকাঠি বলা যায় না; এনভিডিয়ার শেয়ার আগের সপ্তাহগুলোতেও প্রযুক্তি খাতের অস্থিরতার মধ্যে ছিল। তবে প্রতিষ্ঠাতা-সিইওকে ঘিরে জাতীয়-নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন ঝুঁকি তৈরি করেছে।

এনভিডিয়ার পক্ষে একটি বাস্তবতা হলো, কোম্পানির সাফল্য বহু বছরের পণ্য-উন্নয়ন, প্রকৌশলী দল, সফটওয়্যার, গ্রাহক-সম্পর্ক এবং উৎপাদন-সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে, হুয়াং নিজেই কোম্পানির জনপরিচয়, কৌশল ও ওয়াশিংটনে যোগাযোগের কেন্দ্রীয় মুখ। ফলে তদন্তে তাঁর নেতৃত্বের ওপর আস্থা কমলে তা শুধু ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির প্রশ্ন থাকবে না; কোম্পানির শাসনব্যবস্থা, গ্রাহকের আস্থা এবং রপ্তানি-লাইসেন্সের ভবিষ্যৎও আলোচনায় আসবে।

এখানে সবচেয়ে বড় জনস্বার্থের প্রশ্নটি ব্যক্তিগত নৈতিকতার বিচার নয়। প্রশ্ন হলো, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি কোম্পানির প্রধানকে ঘিরে বিদেশি গোয়েন্দা-প্রচেষ্টার বিশ্বাসযোগ্য ইঙ্গিত থাকলে—কোম্পানি ও সরকার কত দ্রুত ঝুঁকি শনাক্ত করে, আর সেই ঝুঁকির মূল্য কে বহন করে?

এখন কী দেখার

আগামী কয়েক সপ্তাহে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে: এনভিডিয়ার স্বাধীন তদন্ত কতটা বিস্তৃত, এফবিআই বা গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে কোনো আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ আসে কি না, এবং কংগ্রেসকে দেওয়া ব্রিফিংয়ে চিপ-রপ্তানি নীতির কোনো পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয় কি না। বোর্ড বলেছে প্রয়োজনমতো হালনাগাদ দেবে; এখন পর্যন্ত কোনো প্রকাশ্য তদন্ত-উপসংহার নেই।

কোনো সম্পর্কের অস্তিত্ব, কারও গোয়েন্দা-সংশ্লিষ্টতার সন্দেহ, আর প্রযুক্তি বা রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস—এগুলো পৃথক দাবি, পৃথক প্রমাণের দাবি রাখে। তদন্তের আগে সেগুলোকে এক করে দেখলে পাঠক ভুল ধারণা পেতে পারেন, আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুনামও অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে নির্ভুল বর্ণনা হলো: এনভিডিয়া সিইওর সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন; সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত গোয়েন্দা-সন্দেহের প্রেক্ষাপটে বোর্ড তদন্ত শুরু করেছে; যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেছেন এফবিআই বিষয়টি দেখছে; কিন্তু অভিযোগের মূল প্রমাণ এখনো প্রকাশ্যে নেই।


ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

ম্যানিলা থেকে শেনঝেন:

এশিয়ার দুই শীর্ষ বৈঠকে বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও যুক্তরাষ্ট্র–চীন সম্পর্কের পরীক্ষা

এক সপ্তাহের ব্যবধানে এশিয়ার দুই শহরে জড়ো হচ্ছেন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা। ম্যানিলায় ASEAN-এর আলোচনায় থাকবে অনলাইন প্রতারণা, মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা। এরপর শেনঝেনে APEC নেতারা বসবেন বাণিজ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে। তবে দুই বৈঠকের ওপরই ছায়া ফেলেছে বড় শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা—বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে অস্থায়ী বাণিজ্য-সমঝোতা কত দিন টিকবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা।

সম্মেলনের সূচি নিয়ে একটি তারিখগত পার্থক্য মনে রাখা জরুরি। ফিলিপাইনের সাম্প্রতিক ঘোষণায় ASEAN নেতাদের মূল বৈঠক ১৫–১৭ নভেম্বর; ১৪ নভেম্বর মন্ত্রীদের প্রস্তুতিমূলক আলোচনা। ASEAN সচিবালয়ের ঘোষণায় সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের কার্যক্রমের সময়সীমা ১৪–১৭ নভেম্বর। APEC-এর CEO Summit ১৭–১৮ নভেম্বর, আর নেতাদের Economic Leaders' Meeting ১৮–১৯ নভেম্বর।

ম্যানিলা: অনলাইন প্রতারণা শুধু সাইবার অপরাধ নয়

অনলাইন প্রতারণা এবারের ASEAN আলোচনার অন্যতম জরুরি বিষয়। এর পেছনে রয়েছে সীমান্ত পেরিয়ে পরিচালিত প্রতারণা-চক্র, ভুয়া চাকরির প্রলোভনে মানুষ পাচার এবং প্রতারণা-কেন্দ্রে জোরপূর্বক কাজ করানোর অভিযোগ। ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকে নিজেরাই অপরাধে বাধ্য হয়েছেন—এ কারণে তাদের শুধু অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করলে পাচারকারী ও সংগঠকদের জবাবদিহি আড়ালে পড়ার ঝুঁকি থাকে।

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধবিষয়ক দপ্তর (UNODC) ২০২৫ সালে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডজুড়ে অনলাইন প্রতারণায় সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি ৮৮.৩ বিলিয়ন থেকে ১১৪.১ বিলিয়ন ডলার বলে অনুমান করেছে। এটি একটি হিসাবভিত্তিক পরিসর—কোনো একক সরকারি নথিতে গণনা করা চূড়ান্ত ক্ষতির অঙ্ক নয়। AP-র দেখা খসড়া সম্মেলন-ঘোষণায় অর্থপাচার, ডিজিটাল অবকাঠামো, তথ্য বিনিময় এবং স্ক্যাম-কম্পাউন্ড ভেঙে দিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতার কথা রয়েছে।

কিন্তু অভিযান ও গ্রেপ্তারই একমাত্র মাপকাঠি নয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর জানিয়েছে, প্রতারণা-কেন্দ্রে পাচার হওয়া মানুষের বিরুদ্ধে নির্যাতন, যৌন সহিংসতা, আটকে রাখা এবং জোরপূর্বক শ্রমের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। তাই কার্যকর আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়ায় অপরাধী নেটওয়ার্কের অর্থ ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো বন্ধ করার পাশাপাশি পাচার হওয়া মানুষকে শনাক্ত, উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও দরকার। সরকারের পদক্ষেপ যেন ভুক্তভোগীদের অপরাধী বানিয়ে না ফেলে—এ বিষয়ে AP-র দেখা খসড়াতেও আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মানের কথা আছে।

মিয়ানমার ও দক্ষিণ চীন সাগর: ঐকমত্যের সীমা কোথায়?

মিয়ানমার সংকট ASEAN-এর ঐক্য ও প্রভাবের জন্য দীর্ঘদিনের পরীক্ষা। ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে; Reuters-এর হিসাবে সংঘাতে এক লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত। ASEAN-এর Five-Point Consensus-এ সহিংসতা বন্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ, মানবিক সহায়তা ও মধ্যস্থতার কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি সীমিত। এবার নেতারা পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবেন; মিয়ানমারের সামরিক-সমর্থিত নেতৃত্বকে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ফিরতে দেওয়া উচিত কি না, সেটিও বিতর্কের বিষয়।

এই বিতর্কে ASEAN-এর পুরোনো নীতি—সদস্যদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া—একদিকে সংলাপের দরজা খোলা রাখে, অন্যদিকে দ্রুত ও কঠোর যৌথ পদক্ষেপ কঠিন করে তোলে। কোনো কোনো সদস্য মিয়ানমারের সঙ্গে পুনরায় সম্পৃক্ততার পক্ষে; অন্যরা সহিংসতা কমানো, মানবিক প্রবেশাধিকার ও রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে যোগাযোগের মতো শর্ত ছাড়া স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার সমালোচনা করছে। Reuters-এ উদ্ধৃত বিশ্লেষকদের বক্তব্যেও এই দ্বন্দ্ব স্পষ্ট: সম্পৃক্ততা বাস্তব অগ্রগতির পথ খুলতে পারে, কিন্তু শর্তহীন স্বীকৃতি ASEAN-এর নিজস্ব শান্তি-পরিকল্পনাকে দুর্বল করতে পারে।

দক্ষিণ চীন সাগরেও ASEAN-এর অভিন্ন অবস্থান সহজে তৈরি হয় না। ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামসহ দাবিদার রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা-উদ্বেগ, চীনের সঙ্গে অন্য সদস্যদের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং বিরোধের আইনি কাঠামো—সবই আলোচনাকে জটিল করে। ASEAN ও চীনের মধ্যে একটি আচরণবিধি নিয়ে আলোচনা বহু বছর ধরে চলছে; ফিলিপাইনের বর্তমান চেয়ারশিপে তা সম্পন্ন হবে কি না, এখনো অনিশ্চিত। ISEAS–Yusof Ishak Institute-এর বিশ্লেষণ বলছে, আলোচনায় আইনি অস্পষ্টতা, কৌশলগত মতভেদ এবং ASEAN-এর অভ্যন্তরীণ বিভাজন অগ্রগতিকে আটকে রেখেছে।

ট্রাম্পের ম্যানিলা সফর: উপস্থিতি, নাকি প্রতীক?

ম্যানিলায় যুক্তরাষ্ট্র–ASEAN বিশেষ শীর্ষ বৈঠকে ট্রাম্পের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে ফিলিপাইনের প্রশাসন। তবে ফিলিপাইনের সংবাদমাধ্যম GMA News, পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ট্রাম্প ১৭ নভেম্বর সম্মেলনের শেষভাগে পৌঁছানোর কথা; এই সময়সূচি তাঁকে East Asia Summit-এর কিছু অংশে অনুপস্থিত রাখতে পারে। একই দিনে ASEAN–যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ বৈঠক হওয়ার কথা।

ডিজিটাল অর্থনীতির প্রতিশ্রুতি, বাস্তবায়নের প্রশ্ন

মিয়ানমার সংকট ASEAN-এর ঐক্য ও প্রভাবের জন্য দীর্ঘদিনের পরীক্ষা। ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে; Reuters-এর হিসাবে সংঘাতে এক লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত। ASEAN-এর Five-Point Consensus-এ সহিংসতা বন্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ, মানবিক সহায়তা ও মধ্যস্থতার কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি সীমিত। এবার নেতারা পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবেন; মিয়ানমারের সামরিক-সমর্থিত নেতৃত্বকে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ফিরতে দেওয়া উচিত কি না, সেটিও বিতর্কের বিষয়।

এই বিতর্কে ASEAN-এর পুরোনো নীতি—সদস্যদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া—একদিকে সংলাপের দরজা খোলা রাখে, অন্যদিকে দ্রুত ও কঠোর যৌথ পদক্ষেপ কঠিন করে তোলে। কোনো কোনো সদস্য মিয়ানমারের সঙ্গে পুনরায় সম্পৃক্ততার পক্ষে; অন্যরা সহিংসতা কমানো, মানবিক প্রবেশাধিকার ও রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে যোগাযোগের মতো শর্ত ছাড়া স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার সমালোচনা করছে। Reuters-এ উদ্ধৃত বিশ্লেষকদের বক্তব্যেও এই দ্বন্দ্ব স্পষ্ট: সম্পৃক্ততা বাস্তব অগ্রগতির পথ খুলতে পারে, কিন্তু শর্তহীন স্বীকৃতি ASEAN-এর নিজস্ব শান্তি-পরিকল্পনাকে দুর্বল করতে পারে।

দক্ষিণ চীন সাগরেও ASEAN-এর অভিন্ন অবস্থান সহজে তৈরি হয় না। ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামসহ দাবিদার রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা-উদ্বেগ, চীনের সঙ্গে অন্য সদস্যদের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং বিরোধের আইনি কাঠামো—সবই আলোচনাকে জটিল করে। ASEAN ও চীনের মধ্যে একটি আচরণবিধি নিয়ে আলোচনা বহু বছর ধরে চলছে; ফিলিপাইনের বর্তমান চেয়ারশিপে তা সম্পন্ন হবে কি না, এখনো অনিশ্চিত। ISEAS–Yusof Ishak Institute-এর বিশ্লেষণ বলছে, আলোচনায় আইনি অস্পষ্টতা, কৌশলগত মতভেদ এবং ASEAN-এর অভ্যন্তরীণ বিভাজন অগ্রগতিকে আটকে রেখেছে।

শেনঝেন: বাণিজ্য-যুদ্ধবিরতি কি স্থায়ী সমঝোতায় রূপ নেবে?

APEC-এর ২১টি সদস্য অর্থনীতি বিশ্ব জিডিপির প্রায় ৬১ শতাংশ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৪৭ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে—যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের হিসাবে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ফোরাম কোনো বাধ্যতামূলক বাণিজ্য চুক্তি নয়; সিদ্ধান্ত ঐকমত্যে হয় এবং অঙ্গীকার সাধারণত স্বেচ্ছামূলক। ফলে নেতাদের বৈঠক একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংকেত দিতে পারে, কিন্তু নিজে থেকেই শুল্ক-বিরোধের কানুনী সমাধান তৈরি করবে না।

শি জিনপিং ১৮–১৯ নভেম্বর শেনঝেনে APEC নেতাদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সেখানে শি এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক হতে পারে বলে মনে করেন। তবে ১৩ নভেম্বর Reuters জানিয়েছে, চীন তখনো অংশগ্রহণকারী নেতাদের পূর্ণ তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি। তাই ট্রাম্প–শি বৈঠককে প্রত্যাশিত সম্ভাবনা বলা যায়; প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় সময়সূচি বলা যায় না।

বৈঠকের পেছনে বাস্তব অর্থনৈতিক চাপও রয়েছে। ৯ নভেম্বর চীন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে অতিরিক্ত ২৪ শতাংশ শুল্ক আরোপের স্থগিতাদেশ আরও দুই মাস বাড়িয়ে ১০ জানুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত করেছে; ১০ শতাংশ শুল্ক বহাল রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি নিয়ে কিছু রপ্তানি-নিয়ন্ত্রণ ছাড়ও ওই সময় পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আগের আলোচনায় দুই পক্ষ ৬০ বিলিয়ন ডলারের পারস্পরিক শুল্ক-ছাড়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু Reuters জানিয়েছে, সেটি তখনো চূড়ান্ত হয়নি। অর্থাৎ উত্তেজনা আপাতত কমেছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতা হয়নি।

APEC-এর আলোচ্যসূচিতে এআই, ডিজিটাল বাণিজ্য, সরবরাহ-শৃঙ্খল, জ্বালানি ও খাদ্যব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে। APEC সচিবালয়ের পূর্বাভাসে ২০২৬ সালে আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি ৩.৪ শতাংশ হতে পারে, তবে মূল্যস্ফীতিও ৩.২ শতাংশে বাড়ার সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। এআইকে প্রবৃদ্ধির চালক হিসেবে তুলে ধরা হলেও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার পার্থক্য বাড়লে সুফল কয়েকটি প্রস্তুত অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ঝুঁকি আছে—এ বিষয়ে APEC-এর নিজস্ব আলোচনাতেও ডিজিটাল প্রস্তুতি ও দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব এসেছে।


এক জনমে অনেক জনম
বাঙালির মনের কথাকার
হুমায়ূন আহমেদ
মাহবুব আহমেদের কলাম

মায়ূন আহমেদের জন্মদিনে বিশেষ আয়োজন

মাহবুব আহমেদের নিয়মিত কলাম—এক জনমে অনেক জনম

“বাঙালির মনের কথাকার হুমায়ূন আহমেদ”



একজন লেখককে আমরা কতভাবে চিনতে পারি? তাঁর বইয়ের প্রচ্ছদে, নাটকের সংলাপে, কোনো চরিত্রের হলুদ পাঞ্জাবিতে, কিংবা বহুদিন আগে পড়া একটি বাক্যের পাশে নিজের জীবনের কোনো অপ্রকাশিত স্মৃতি রেখে। হুমায়ূন আহমেদকে বাঙালি ঠিক এভাবেই চিনেছে—একটি মাত্র পরিচয়ে নয়, অসংখ্য পরিচয়ে। তিনি কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, গীতিকার, শিক্ষক; আবার পাঠকের কাছে তিনি সেই মানুষ, যাঁর বই মন খারাপের দিনে হাতে নিতে হয়, যাঁর কোনো চরিত্রকে মনে হয় পুরোনো পরিচিত, যাঁর গল্পের ঘরবাড়ি দেখে নিজের বাড়ির উঠোন মনে পড়ে।

১৩ নভেম্বর ছিল তাঁর জন্মদিন। ১৯৪৮ সালে নেত্রকোনার কুতুবপুরে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি ২০১২ সালের ১৯ জুলাই নিউইয়র্কে মারা যান। তাঁর জীবনকাল ছিল চৌষট্টি বছরেরও কম; কিন্তু তাঁর তৈরি চরিত্র, গল্প, নাটক, গান ও চলচ্চিত্র যেন তাঁকে এক জীবনে অনেকগুলো জীবন দিয়েছে। মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পরও নতুন পাঠক তাঁর বই হাতে নেয়, পুরোনো পাঠক ফিরে যায় পরিচিত পাতায়। তাঁর সাহিত্যিক উপস্থিতি তাই স্মৃতিচারণের মধ্যে আটকে নেই—এটি এখনও বাঙালির দৈনন্দিন অনুভূতির অংশ।

লেখক হুমায়ুন আহমেদ কে ঘিরে যত গুলো দৃষ্টি কোন পাশাপাশি আসে তা হচ্ছে তিনি সব সময় আড্ডার মধ্যমনি ছিলেন মানুষটি।

উত্তরটি শুধু তাঁর গল্পের কাহিনিতে নেই। আছে মানুষ দেখার ভঙ্গিতে। তিনি বাংলা সাহিত্যের জন্য এমন এক দরজা খুলেছিলেন, যেখানে প্রবেশের আগে পাঠককে অভিধান, তত্ত্ব কিংবা সাহিত্যের বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে আসতে হয়নি। তাঁর বাক্য সহজ ছিল, কিন্তু সেই সহজ বাক্যের ভেতর দিয়ে তিনি এমন সব অস্বস্তি, আকাঙ্ক্ষা ও গোপন দুঃখের কাছে পৌঁছেছেন—যেগুলো আমরা নিজেরাও অনেক সময় স্পষ্ট করে বলতে পারি না। যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস তাঁর জনপ্রিয়তার পেছনে সমকালীন বাঙালি নারী-পুরুষকে সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় ঘনিষ্ঠভাবে দেখানোর ক্ষমতার কথা বলেছে; বিশেষ করে বাঙালি মধ্যবিত্তকে চিত্রিত করায় তাঁর দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছে।

সহজ ভাষার কঠিন কাজ

সরল ভাষা লেখা সহজ—এমন ধারণা আমাদের মধ্যে চালু আছে। আসলে সহজ ভাষায় লেখা কঠিন, কারণ সেখানে লেখককে বাক্যের চাকচিক্য দিয়ে অনুভূতির দুর্বলতা ঢেকে রাখার সুযোগ কম। পাঠক সরাসরি মানুষটির সামনে দাঁড়ায়। হুমায়ূনের ভাষায় এই সরাসরিত্ব ছিল। তিনি কথাকে খুব বেশি সাজাতেন না; সংলাপকে বক্তৃতা হতে দিতেন না; আর দৈনন্দিন কথোপকথনের ভেতর থেকেই চরিত্রের স্বভাব, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং সামাজিক অবস্থান ফুটিয়ে তুলতেন।

তাঁর বাক্যে এমন এক পরিচিত ছন্দ ছিল, যেন পাশের ঘরে কেউ কথা বলছে। কিন্তু পরিচিতির এই ছদ্মবেশই ছিল তাঁর শিল্পের অংশ। আমরা প্রথমে ভাবতাম, গল্পে তো আমাদেরই ঘরের কথা—মায়ের অভিমান, বাবার অনিশ্চিত আয়, বড় ভাইয়ের দায়িত্ব, বোনের বিয়ের চিন্তা, বেকার তরুণের আত্মসম্মান, কারও না-বলা ভালোবাসা। তারপর বুঝতাম, তিনি শুধু ঘটনা লিখছেন না; একই ঘরের মানুষদের পরস্পরের কাছ থেকে কত দূরে থাকতে হয়, সেটিও দেখাচ্ছেন।

নন্দিত নরকে ও শঙ্খনীল কারাগার-এর মতো শুরুর উপন্যাসে শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিনতা, মানসিক সংকট, বিয়ে, বেকারত্ব ও নারী-পুরুষের অসম অবস্থান উঠে এসেছে। তাঁর প্রথম বই নন্দিত নরকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়; সেই সময়ের নতুন রাষ্ট্রে সাধারণ পরিবারের ব্যক্তিগত সংকটও ছিল বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার অংশ।

এই পরিবারগুলোকে তিনি আদর্শ পরিবারের নমুনা বানাননি। সেখানে ভালোবাসা আছে, কিন্তু তার সঙ্গে বিরক্তিও আছে; দায়িত্ব আছে, কিন্তু দায়িত্ব পালনের ক্লান্তিও আছে; মমতা আছে, অথচ মমতা প্রকাশের ভাষা সবসময় নেই। মানুষ কাউকে ভালোবাসে, তবু তাকে কষ্ট দেয়। কেউ পরিবারের জন্য ত্যাগ করে, অথচ সেই ত্যাগের স্বীকৃতি পায় না। এই দ্বন্দ্বকে তিনি নৈতিক রায়ের কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি। চরিত্রদের তিনি বোঝার চেষ্টা করেছেন—আর সেই বোঝার মধ্যেই পাঠকের প্রতি তাঁর মানবিকতা।

বাঙালি মনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক

হুমায়ূনের বিশেষ ক্ষমতা ছিল বড় ঘটনার মধ্যে ছোট মানুষের আচরণ দেখা। মানুষ কী বলে, তার চেয়ে তিনি খেয়াল করতেন—কখন বলে, কাকে বলে, আর কোন কথাটি চেপে যায়। এক কাপ চায়ের নিমন্ত্রণ, কারও ঘরে ঢোকার আগে জুতার দিকে তাকানো, অতিথিকে বেশি সময় বসতে না দেওয়া, মুখে রাগ দেখিয়ে ভেতরে অপেক্ষা করা—এ ধরনের ছোট আচরণে তিনি সম্পর্কের নকশা পড়তেন।

বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে বড় স্বপ্ন প্রায়ই ছোট ঘরের মধ্যে আটকে থাকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তা প্রকাশ করতে সংকোচ; অভাব আছে, কিন্তু অভাব স্বীকার করতে লজ্জা; ভালোবাসা আছে, কিন্তু সরাসরি বলার সাহস নেই। সামাজিক সম্মান রক্ষার জন্য মানুষ কখনও এমন আচরণ করে, যা তার নিজের প্রয়োজনেরও বিরুদ্ধে যায়। হুমায়ূন এই দ্বৈততা বুঝতেন। তিনি দেখেছেন, মানুষ একই সঙ্গে উদার ও সংকীর্ণ, সাহসী ও ভীতু, যুক্তিবাদী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে পারে। মানুষকে একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যে আটকে না রাখাই ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণের বড় শক্তি।

তাঁর লেখায় নারীর জীবনও অনেক সময় ঘরের ভেতরকার ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দেখা যায়—কে সিদ্ধান্ত নেয়, কার ইচ্ছা অগ্রাহ্য হয়, কার কাজকে স্বাভাবিক দায়িত্ব বলে ধরে নেওয়া হয়। শঙ্খনীল কারাগার নিয়ে সাম্প্রতিক একটি বিশ্লেষণও বিয়ে, বেকারত্ব, লিঙ্গভূমিকা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর সংকটকে এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

তাঁর সব নারীচরিত্র একই রকম নয়; তাঁর লেখার সীমাবদ্ধতা নিয়েও আলোচনা করা যায়। কিন্তু তিনি ঘরোয়া জীবনের আবেগকে সাহিত্যের উপযুক্ত বিষয় করে তুলেছিলেন। সংসারের ভেতরের নিঃশব্দ শ্রম, অপেক্ষা, ক্ষোভ এবং অসম ক্ষমতার সম্পর্ককে পাঠক তাঁর গল্পে দেখতে পেরেছে। এই দেখার ক্ষমতা পাঠকের নিজের ঘরকেও নতুন চোখে দেখতে সাহায্য করেছে।

হুমায়ূনের মানবিকতা মানে মানুষকে নির্দোষ ঘোষণা করা নয়। বরং মানুষ কেন ভুল করে, কেন নিজেকে লুকায়, কেন কখনো অন্যের কষ্ট বুঝেও চুপ থাকে—এসব প্রশ্নের কাছে নরমভাবে যাওয়া। তিনি চরিত্রকে ভালোবাসতেন, কিন্তু তাদের নিখুঁত বানাতেন না। ফলে পাঠক নিজের দুর্বলতাকে গল্পের মধ্যে চিনতে পারত, লজ্জা পেত, আবার নিজেকে ক্ষমাও করতে পারত।

হিমু, মিসির আলি ও শুভ্র: মানুষের তিনটি প্রশ্ন

হিমু, মিসির আলি ও শুভ্র—এই তিন চরিত্র হুমায়ূনের সৃষ্ট জগতের ভিন্ন ভিন্ন দরজা। হিমু নিয়মের বাইরে হাঁটে। তার হলুদ পাঞ্জাবি শুধু পোশাক নয়; সমাজের স্থির নিয়মের সঙ্গে একধরনের খেলাচ্ছলে দূরত্ব। সে প্রশ্ন তোলে, কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না। তার অপ্রত্যাশিত আচরণে পাঠক নিজের দৈনন্দিন শৃঙ্খলার বাইরে একটুখানি স্বাধীনতার কল্পনা করে।

মিসির আলি রহস্যকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে চান। অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে তিনি মানুষের মন, স্মৃতি, ভয় ও বিশ্বাসের দিকে তাকান। ফলে তিনি শুধু রহস্যভেদী নন; তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন, যা অলৌকিক বলে মনে হয়, তার পেছনেও মানুষের অভিজ্ঞতা ও মনস্তত্ত্ব থাকতে পারে। হিমু যেখানে অনিশ্চয়তাকে বাঁচিয়ে রাখে, মিসির আলি সেখানে প্রমাণ ও ব্যাখ্যার সন্ধান করেন।

শুভ্র আবার অন্য রকম। তার কোমলতা এবং সংবেদনশীলতা এমন এক পৃথিবীর সম্ভাবনা দেখায়, যেখানে সরলতা দুর্বলতা নয়, বরং অন্যের কষ্ট গ্রহণ করার ক্ষমতা। এই চরিত্রগুলো পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল শুধু তাদের বিচিত্রতার জন্য নয়; তারা ভিন্ন ভিন্নভাবে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিল—স্বাধীনতা কী, যুক্তি কোথায় থামে, আর ভালো মানুষ হওয়া কি আদৌ সম্ভব?

তাঁর টেলিভিশন নাটক এই চরিত্র ও সম্পর্ককে বইয়ের বাইরেও বহু মানুষের ঘরে পৌঁছে দেয়। এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, অয়োময়, নক্ষত্রের রাত, আজ রবিবার এবং কোথাও কেউ নেই—এসব কাজ কেবল বিনোদন ছিল না; এগুলো পরিবারে, পাড়া-মহল্লায়, পরদিনের কথাবার্তায় ঢুকে পড়েছিল। কোথাও কেউ নেই-এর বাকের ভাইকে ঘিরে দর্শকের আবেগ দেখিয়েছে, পর্দার চরিত্রও কীভাবে বাস্তব মানুষের ন্যায়বোধ ও মমতার অংশ হয়ে উঠতে পারে।

এখানে হুমায়ূনের আরেকটি প্রতিভা দেখা যায়: তিনি পাঠক ও দর্শককে শুধু গল্পের ভোক্তা ভাবেননি। তিনি জানতেন, মানুষ চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। সেই সম্পর্কের মধ্যে হাসি আছে, অভিমান আছে, পক্ষ নেওয়া আছে, এমনকি কাল্পনিক ঘটনার জন্যও বাস্তব কান্না আছে।

মুক্তিযুদ্ধ, স্মৃতি ও ব্যক্তিগত শোক

হুমায়ূনের সাহিত্যকে শুধু মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরোয়া গল্পে সীমাবদ্ধ করলে তাঁর কাজের একটি বড় দিক বাদ পড়ে যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর সৃষ্টিতে ইতিহাসের দূরের অধ্যায় নয়; ব্যক্তিমানুষের ভেতরে থাকা ভয়, ক্ষতি, সাহস, স্মৃতি ও শোক। আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প, ১৯৭১—এ ধরনের কাজে তিনি জাতীয় ইতিহাসকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র আগুনের পরশমণি মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে নির্মিত হয়। তাঁর লেখা ও পরিচালিত চলচ্চিত্রটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে একাধিক বিভাগে স্বীকৃতি পায়; তাঁর চলচ্চিত্রজীবনের অন্য কাজগুলোর মধ্যেও শ্রাবণ মেঘের দিন, শ্যামল ছায়া ও ঘেটুপুত্র কমলা উল্লেখযোগ্য।

তাঁর বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত হন—এ তথ্য তাঁর জীবনকে বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোনো লেখকের সমগ্র সাহিত্যকে একটিমাত্র জীবনীঘটনার ব্যাখ্যায় নামিয়ে আনা ঠিক নয়। বরং বলা যায়, ব্যক্তিগত ক্ষতি তাঁকে হয়তো সেই বৃহত্তর প্রশ্নের দিকে নিয়ে গেছে—ইতিহাস যখন মানুষের ঘরে ঢোকে, তখন তার অভিঘাত কেমন হয়? যুদ্ধ শুধু মানচিত্রে সীমান্ত বদলায় না; পরিবারের ভেতরে অপেক্ষা, অনুপস্থিতি ও স্মৃতির নতুন মানচিত্রও তৈরি করে।

এই ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক স্তর পাশাপাশি রাখার ক্ষমতাই তাঁর লেখাকে একাধিক পাঠের সুযোগ দেয়। কেউ পড়েন পরিবার ও সম্পর্কের গল্প হিসেবে, কেউ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে, কেউ আবার জাতীয় পরিচয়ের নির্মাণ হিসেবে। পাঠকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাঁর লেখায় নতুন দরজা খুলে যায়।

জনপ্রিয়তা: শক্তি, বিতর্ক ও দায়

হুমায়ূন আহমেদের বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর সাহিত্যিক গুরুত্বের একটি অংশ, কিন্তু সেটিই একমাত্র মাপকাঠি নয়। তাঁকে ঘিরে সাহিত্যিক বিতর্কও ছিল—বিশেষ করে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা, বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং জনপ্রিয় লেখার গভীরতা নিয়ে। আগামীর সময়ের একটি গবেষণামূলক ফিচারে আহমদ ছফার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও ছফার সমালোচনার প্রসঙ্গ এসেছে; সেখানে জনপ্রিয়তা ও সাহিত্যিক মূল্যকে এক করে দেখা উচিত কি না, সেই পুরোনো বিতর্কও সামনে এসেছে।

এই বিতর্ককে এড়িয়ে যাওয়ার দরকার নেই। তাঁর সব বই সমান শক্তিশালী—এমন দাবি প্রয়োজনও নেই। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে কোনো লেখকের কাজের মান, পুনরাবৃত্তি, বাজারের চাপ কিংবা পাঠককে ধরে রাখার কৌশল নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু জনপ্রিয়তা মানেই গভীরতার অভাব—এই সিদ্ধান্তও তাড়াহুড়ো হবে। হুমায়ূনের সাফল্য দেখিয়েছে, পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাও সাহিত্যিক কৃতিত্বের অংশ। তাঁর বই অনেক মানুষকে পড়ার অভ্যাসের দিকে টেনেছে—যাঁদের কেউ কেউ হয়তো তাঁর বই দিয়েই উপন্যাস পড়া শুরু করেছেন। সমকালীন এক বিশ্লেষণও তাঁর সহজ ভাষা, আবেগের গভীরতা ও সামাজিক পর্যবেক্ষণকে পাঠকপ্রিয়তার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করে।

তাঁর প্রভাবের একটি বিপরীত দিকও আছে: তাঁকে অনুকরণ করা সহজ মনে হয়। ছোট বাক্য, রহস্যময় সমাপ্তি, অদ্ভুত চরিত্র, হালকা রসিকতা—এসব বাইরের কৌশল নকল করা যায়। কিন্তু মানুষের ভেতরের দ্বিধা, সম্পর্কের নীরবতা, হাসির নিচের বিষণ্নতা এবং সাধারণ কথার মধ্যে চরিত্রের আসল স্বর—এসব তৈরি হয় গভীর পর্যবেক্ষণ থেকে। শুধু ভাষার সরলতা নকল করলে ভাষা ফাঁপা হয়; কারণ তাঁর সরলতা ছিল মানুষকে দীর্ঘদিন দেখে, শুনে, বুঝে পাওয়া।

একজন মানুষ, বহু মাধ্যম

হুমায়ূন আহমেদ কেবল উপন্যাসের লেখক ছিলেন না। তাঁর লেখকসত্তা ছড়িয়ে গেছে নাটক, চলচ্চিত্র, গান ও টেলিভিশনের পর্দায়। তিনি রসায়নে পড়াশোনা করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পলিমার রসায়নে পিএইচডি অর্জন করেছেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান—দুটি আলাদা জগতের এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাজে সরাসরি কোনো সূত্রে বাঁধা না থাকলেও, তাঁর কৌতূহল ও পর্যবেক্ষকের চোখকে বুঝতে সাহায্য করে।

তাঁর কাজের বহুমাধ্যমিকতা শুধু একই গল্পকে বই থেকে পর্দায় নেওয়া নয়। তিনি বুঝেছিলেন, গল্পের ভাষা মাধ্যম বদলালে বদলায়। বইয়ে যে নীরবতা পাঠক নিজের মতো পূরণ করে, টেলিভিশনে সেখানে মুখভঙ্গি, বিরতি ও কণ্ঠস্বর কাজ করে। চলচ্চিত্রে দৃশ্য ও আলো গল্পের অংশ হয়। তাঁর সৃষ্টির এই বিস্তার বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে বদলে দিয়েছে—সাহিত্য, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের মধ্যে চলাচলের একটি পরিচিত পথ তৈরি করেছে।

হুমায়ূন আহমেদকে জন্মদিনে স্মরণ করা মানে কেবল তাঁর জনপ্রিয় সংলাপ পুনরাবৃত্তি করা নয়। তাঁর কাজের দিকে আরেকবার তাকানো—কীভাবে একটি সমাজ নিজের সাধারণ মানুষদের সাহিত্যের কেন্দ্রে দেখতে শিখল, কীভাবে ঘরের ছোট ঘটনা বড় আবেগের বাহন হলো, আর কীভাবে সহজ ভাষা পাঠককে কঠিন সত্যের কাছেও নিয়ে যেতে পারে।

তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, সাহিত্য মানেই দূরের কোনো রাজপ্রাসাদ নয়। তা হতে পারে ভাড়া বাসার ডাইনিং টেবিল, বৃষ্টিভেজা বারান্দা, পরিবারের কারও না-বলা কথা, কিংবা পথের মধ্যে দেখা এক অচেনা মানুষের মুখ। লেখকের কাজ সবসময় মানুষের হয়ে কথা বলা নয়; কখনো কখনো তার কাজ মানুষকে নিজের কথাই নতুন করে শুনিয়ে দেওয়া।

তাই হুমায়ূন আহমেদকে আমরা যতবার পড়ি, ততবার একই লেখকের কাছে ফিরে যাই না।
ফিরে যাই নিজের জীবনের ভিন্ন বয়সে, ভিন্ন দুঃখে, ভিন্ন আশায়।
এক জন্মের মানুষটি তাঁর পাঠকদের জন্য খুলে দিয়েছেন বহু জীবনের দরজা—এ কারণেই তাঁর জন্মদিন শুধু একজন লেখকের জন্মদিন নয়; আমাদের নিজেদের গল্পগুলোকে আবার চিনে নেওয়ারও উপলক্ষ।



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

চাঁদে ফেরার প্রস্তুতি

নতুন নভোচারী

নিচ্ছে নাসা

প্রতিবেদন

চাঁদে মানুষের দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি গড়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নতুন নভোচারী-প্রার্থী নিয়োগ করছে নাসা। সংস্থাটির ৭ নভেম্বরের ঘোষণায় বলা হয়েছে, আবেদন জমা দেওয়ার শেষ সময় ৩ ডিসেম্বর ২০২৬ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট (যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সময়)। আবেদনকারীদের অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে।

নাসার মৌলিক যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল বা গণিতের কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বিকল্প হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ডক্টরাল পড়াশোনা, চিকিৎসক হিসেবে প্রশিক্ষণ, অথবা টেস্ট-পাইলট স্কুলের যোগ্যতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। প্রার্থীদের দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশযাত্রার শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি নেতৃত্ব, দলগত কাজ ও যোগাযোগদক্ষতা দেখাতে হবে। বিস্তারিত শর্ত আবেদনপোর্টালে দেওয়া আছে।

এই নিয়োগকে সরাসরি “চাঁদে যাওয়ার চাকরি” হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। নির্বাচিত প্রার্থীরা প্রথমে প্রায় দুই বছরের প্রশিক্ষণ নেবেন—এর মধ্যে স্পেসওয়াক, চন্দ্র-ভূতত্ত্ব, মহাকাশযানের কার্যক্রম ও উচ্চক্ষমতার উড়োজাহাজে প্রশিক্ষণ রয়েছে। নাসা জানিয়েছে, চূড়ান্ত নির্বাচন ২০২৭ সালের শেষ দিকে হতে পারে। ২০২৪ সালে ৮ হাজারের বেশি আবেদন থেকে ১০ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

মানব-চন্দ্রাভিযান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পাশাপাশি বিপুল ব্যয় ও প্রকৌশলগত ঝুঁকির প্রকল্প। তাই নিয়োগের খবরের সঙ্গে মিশনের সময়সূচি, বাজেট ও নিরাপত্তা-চ্যালেঞ্জও নজরে রাখা জরুরি।





গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের দশ বছর: কমিউনিটি সেবার মাইলফলক



স্ট্যান্ডফার্স্ট: সরবরাহ করা ছবিতে নিউইয়র্কের গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের দশম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের দৃশ্য দেখা যায়। তবে অনুষ্ঠানটির তারিখ, অতিথি ও কার্যক্রম সম্পর্কে স্বাধীন সংবাদসূত্রে বিস্তারিত নিশ্চিত করা যায়নি।

নিউইয়র্কে হোম কেয়ার সেবা প্রদানকারী গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার তাদের দশম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করেছে—সরবরাহ করা ছবির ব্যানার ও শিরোনামে এমনটাই উল্লেখ আছে। ছবিতে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একটি অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা যায়। তবে আয়োজক, অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ, অতিথিদের পরিচয় কিংবা আলোচনার বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে যাচাইযোগ্য বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। তাই এই খবরকে পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান-প্রতিবেদন হিসেবে নয়, কমিউনিটি-সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত সংবাদ হিসেবে দেখা উচিত।

নিউইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের উন্মুক্ত প্রোফাইল অনুযায়ী, “Golden Age Home Care” নামে একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত Home Care Services Agency ব্রঙ্কসে তালিকাভুক্ত। তাদের সেবার মধ্যে হোম হেলথ এইড, নার্সিং ও ব্যক্তিগত পরিচর্যা রয়েছে; পরিষেবার আওতায় ব্রঙ্কস, কুইন্স, কিংস, নিউইয়র্ক ও ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির নামও আছে। সরকারি তালিকাটি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ও সেবার ধরন যাচাইয়ে সহায়ক, কিন্তু দশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের মোট সেবাগ্রহীতার সংখ্যা নিশ্চিত করে না।

বাড়িতে পরিচর্যা অনেক প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষের জন্য নিজস্ব পরিবেশে থাকার সুযোগ তৈরি করে। একই সঙ্গে এই খাতে সেবার মান, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, শ্রমপরিস্থিতি ও পরিবারের ব্যয়—সবই গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয়। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মীদের অবদান সম্পর্কে আয়োজকদের কাছ থেকে আরও তথ্য পাওয়া গেলে প্রতিবেদনটি সম্প্রসারণ করা যাবে।



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

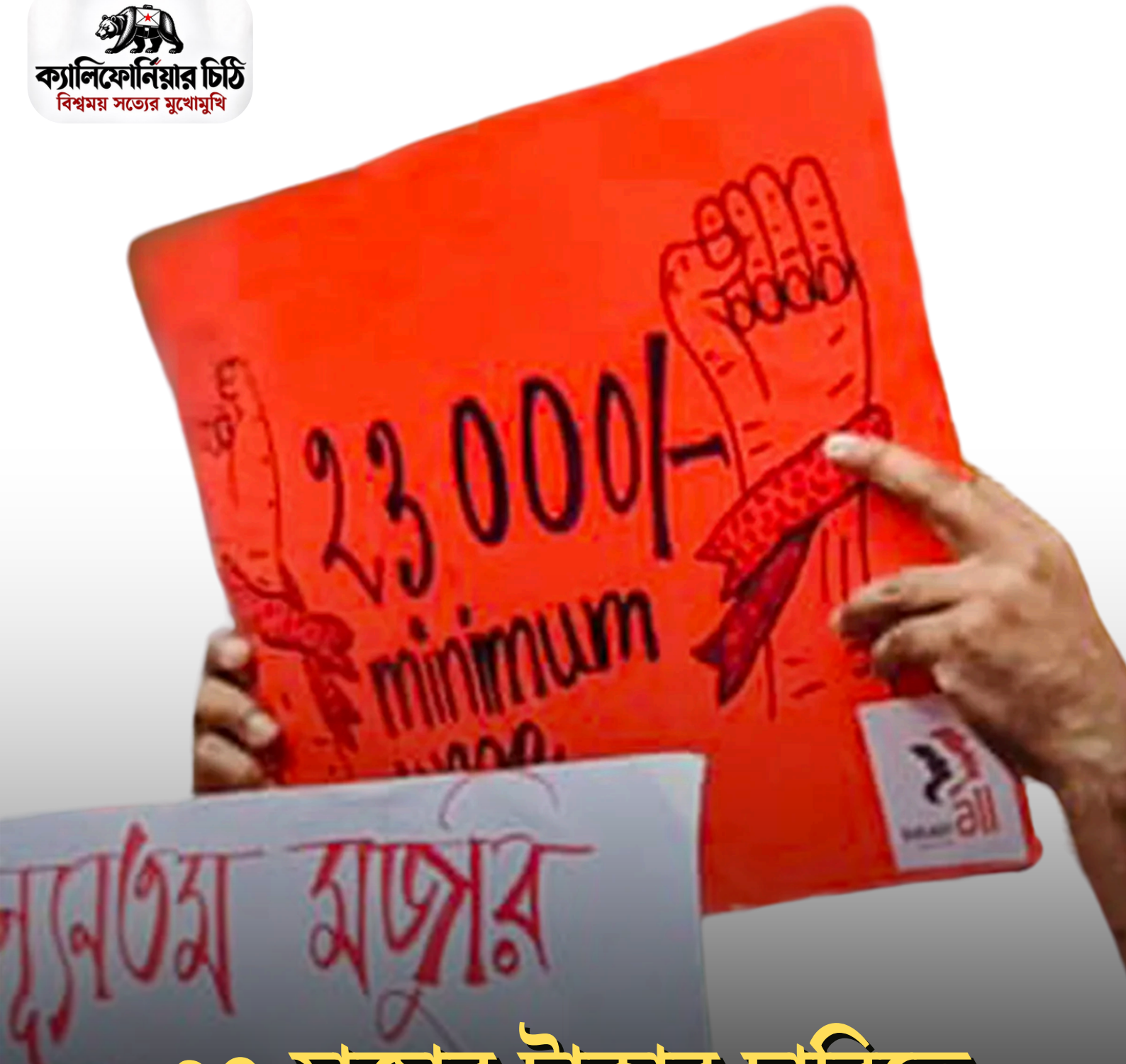

৩০ হাজার টাকার দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন

মজুরি বোর্ডের সামনে জীবিকা ও রপ্তানি—দুই চাপ

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

ঢাকা, সাভার ও গাজীপুরের শিল্পাঞ্চলে সড়ক অবরোধ, কারখানা বন্ধ, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ—পোশাকশ্রমিকদের সাম্প্রতিক বিক্ষোভে বাংলাদেশের রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতির এক পুরোনো প্রশ্ন আবার সামনে এসেছে: বৈশ্বিক বাজারে কম দামে পোশাক সরবরাহের যে সক্ষমতা দেশকে বড় রপ্তানিকারক করেছে, তার মূল্য কতটা বহন করছেন শ্রমিকেরা?

শ্রমিকদের দাবি, মাসিক ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করা হোক। ১ নভেম্বর সরকার ছয় সদস্যের নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করে। ৪ নভেম্বর বোর্ড জানায়, সংশোধিত মজুরি কাঠামো ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করার লক্ষ্য রয়েছে; শ্রমিকেরা নতুন হারে প্রথম বেতন পেতে পারেন জানুয়ারিতে। তবে কত টাকা মজুরি বাড়বে, সে বিষয়ে বোর্ড তখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।

দাবির পেছনে মাসের হিসাব

বিক্ষোভের কেন্দ্রে শুধু একটি অঙ্ক নয়, সংসারের হিসাবও আছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সঙ্গে কথা বলা ৩১ বছর বয়সী এক সেলাই মেশিন অপারেটর জানান, তাঁর মাসিক আয় ১৩ হাজার ৫০০ টাকা; ভাড়া ৬ হাজার, রান্নার গ্যাসের খরচ ২ হাজার ৩০০ টাকা। সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালানোও কঠিন হয়ে পড়েছে বলে তিনি সংস্থাটিকে জানান। এটি একজন শ্রমিকের অভিজ্ঞতা—সমগ্র খাতের গড় হিসাব নয়—তবে মজুরি বিতর্কে জীবনযাত্রার ব্যয় কেন কেন্দ্রীয় বিষয়, তা বোঝায়।

বর্তমান ১২ হাজার ৫০০ টাকার ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল ২০২৩ সালে। তখন আগের ৮ হাজার টাকা থেকে তা ৫৬ শতাংশের বেশি বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু একবারের বড় বৃদ্ধি পরবর্তী বছরগুলোতে খাদ্য, বাসাভাড়া, পরিবহন ও অন্যান্য নিত্যব্যয়ের ধারাবাহিক বৃদ্ধিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামাল দেয় না। Fair Labor Association বলেছে, বর্তমান মজুরি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ভোক্তা মূল্য প্রায় ২৯ শতাংশ বেড়েছে। সংস্থাটির বক্তব্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মূল্যবৃদ্ধির হিসাব; মজুরি বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিকল্প নয়।

মজুরি নির্ধারণের কাঠামোতেও পরিবর্তন এসেছে। ২০২৬ সালের এপ্রিলে শ্রম আইনের সংশোধনে মজুরি পর্যালোচনার ব্যবধান পাঁচ বছর থেকে তিন বছরে নামানো হয়েছে বলে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে। এ পরিবর্তন কার্যকর হলে নতুন বোর্ডের সিদ্ধান্তের পর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা না করেই পরবর্তী পর্যালোচনার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে নির্দিষ্ট সময়ে পর্যালোচনা হওয়া আর মূল্যস্ফীতির সঙ্গে মজুরি তাল মিলিয়ে বাড়া এক বিষয় নয়; বাস্তব ফল নির্ভর করবে বোর্ডের প্রক্রিয়া ও সরকারের বাস্তবায়নের ওপর।

শিল্পের শক্তি, শিল্পের দুর্বলতা

বাংলাদেশের পোশাকশিল্প শুধু কারখানার উৎপাদন নয়—দেশের বৈদেশিক আয়, কর্মসংস্থান এবং লাখো পরিবারের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২০২৫ অর্থবছরে তৈরি পোশাক খাত দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের ৮.৫২ শতাংশে অবদান রেখেছে; ওই অর্থবছরে খাতটির রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৩৯.৩৫ বিলিয়ন ডলার। ২০২৫–২৬ অর্থবছরে BGMEA-র সংকলিত হিসাবে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৮.৭০ বিলিয়ন ডলারের। দুই হিসাবের সময়কাল ও উৎস আলাদা—একটি বাংলাদেশ ব্যাংকের, অন্যটি BGMEA-র—তাই সংখ্যাগুলোকে একই সিরিজের সরাসরি তুলনা হিসেবে দেখা উচিত নয়। এই শিল্পে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ কাজ করেন বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো তাই ব্যক্তিগত আয়ের প্রশ্নের পাশাপাশি উৎপাদন খরচ, কারখানার মুনাফা ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে দর-কষাকষির বিষয়ও। রয়টার্সের হিসাবে, পোশাক উৎপাদনে শ্রম ব্যয় মোট খরচের ১০ থেকে ১৩ শতাংশ। কিন্তু এই গড় হিসাব ছোট-বড় সব কারখানার অবস্থা এক নয়—আর শ্রমের খরচের অনুপাত জানলেই শ্রমিকের জন্য ন্যায্য মজুরির অঙ্ক নির্ধারিত হয় না।

শিল্পমালিকেরা বলছেন, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, পরিবহন ও সরবরাহ ব্যয় বাড়ছে; পাশাপাশি ভারত ও ভিয়েতনামের মতো উৎপাদক দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তীব্র। কিছু কারখানা কম অর্ডার ও কম দামের চাপের মুখেও রয়েছে। রয়টার্সকে এক পোশাক কোম্পানির প্রধান বলেছেন, ক্রেতারা একই সময়ে পণ্যের দাম কমাতে চাপ দিচ্ছেন, অথচ কারখানার অন্যান্য খরচ বাড়ছে। শিল্পের এই উদ্বেগ বাস্তব; তবে সেটি মজুরি বৃদ্ধির প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার যুক্তি হতে পারে না। বরং শ্রমিক, মালিক ও ক্রেতা—তিন পক্ষের মধ্যে খরচ ও দায় কীভাবে ভাগ হবে, সেটিই নীতিগত প্রশ্ন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সেলিম রায়হান রয়টার্সকে বলেছেন, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারলে উল্লেখযোগ্য মজুরি বৃদ্ধি হলেও বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব হতে পারে। তিনি আরও বলেন, ন্যায্য শ্রমমান বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদেরও ন্যায্য ক্রয়মূল্য ও ক্রয়চর্চায় সহায়তা করা দরকার। এ বিশ্লেষণ মজুরি বিতর্ককে শুধু কারখানার ভেতরে আটকে রাখে না: যে ব্র্যান্ডগুলো কম দামে পোশাক বিক্রি করে, তাদের অর্ডারের দাম ও সময়সীমাও শ্রমিকের অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে।

সহিংসতা ও জবাবদিহির প্রশ্ন

সাম্প্রতিক বিক্ষোভে সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও কারখানা বন্ধের খবর এসেছে। রয়টার্স জানিয়েছে, কিছু শিল্পাঞ্চলে সড়ক ও মহাসড়ক অবরোধ করা হয় এবং পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে। আলাদা এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানিয়েছে, বড় অর্ডারের মৌসুমে কয়েকশ কারখানা বন্ধ থাকায় সরবরাহে বিলম্বের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ভাষ্য অনুযায়ী, শ্রমিক তৌফিক হোসেন ৩ নভেম্বর মারা যান। তাঁর এক সহকর্মী সংস্থাটিকে বলেছেন, অন্য একটি কারখানার শ্রমিকদের ঠেকাতে নিয়োগ করা লোকজনের হাতে তৌফিক মারধরের শিকার হন। এই বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ; তবে মৃত্যুর কারণ ও দায় সম্পর্কে স্বাধীন তদন্তের ফল এখানে পাওয়া যায়নি। সংস্থাটি পুলিশি বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও আনুপাতিকতা নিশ্চিত করা এবং সহিংসতার জন্য দায়ীদের জবাবদিহির আহ্বান জানিয়েছে।

এদিকে কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভে রাজনৈতিক উসকানির অভিযোগ তুলেছে এবং কয়েকজনকে নাশকতার অভিযোগে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ শ্রমিকনেতাদের আটক ও নামহীন বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের ভূমিকা এবং সহিংসতার পৃথক ঘটনাগুলোর দায়—এসব বিষয়ে স্বাধীনভাবে যাচাই করা তথ্য সীমিত। তাই শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার এবং সংঘর্ষে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগকে আলাদা করে দেখা জরুরি।

ডিসেম্বরের প্রতিশ্রুতি, কিন্তু অঙ্ক এখনও নেই

মজুরি বোর্ডের ঘোষণা একটি সময়সীমা দিয়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের মূল প্রশ্নের উত্তর দেয়নি: নতুন ন্যূনতম মজুরি কত হবে? রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বোর্ডের প্রথম বৈঠকে বৃদ্ধির অঙ্ক নিয়ে আলোচনা হয়নি। ডিসেম্বর থেকে কাঠামো কার্যকর এবং জানুয়ারিতে নতুন বেতন পাওয়ার কথা বলা হলেও সিদ্ধান্তের অঙ্ক, বাস্তবায়নের প্রস্তুতি ও কারখানাভেদে প্রয়োগের বিস্তারিত তখনও অজানা ছিল।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ২০২৩ সালের মজুরি নির্ধারণের সময় বলেছিল, প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ, ন্যায্য ও তথ্যনির্ভর হওয়া দরকার; একই সঙ্গে শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রা এবং শিল্পের টেকসই সক্ষমতা—দুটিই বিবেচনায় রাখতে হবে। সংস্থাটি বাংলাদেশের জন্য প্রমাণভিত্তিক জাতীয় মজুরি নীতির কথাও বলেছিল। সেই নীতিগত আহ্বান এখনো প্রাসঙ্গিক: বোর্ডের কাছে জীবনযাত্রার ব্যয়, মূল্যস্ফীতি, উৎপাদনশীলতা, কারখানার সক্ষমতা ও রপ্তানি বাজারের তথ্য প্রকাশ্যভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের প্রতিযোগিতা কেবল কম মজুরির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা, দক্ষতা, ন্যায্য কর্মপরিবেশ ও উৎপাদনশীলতাও তার অংশ। শ্রমিকদের দাবি কতটা পূরণ হবে, তা নির্ধারিত হবে বোর্ডের সিদ্ধান্তে; কিন্তু সিদ্ধান্তটি বিশ্বাসযোগ্য হবে কি না, তা নির্ভর করবে প্রক্রিয়াটি কতটা স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং বাস্তব জীবনের খরচের সঙ্গে সংযুক্ত তার ওপর।



শেখ হাসিনার পাসপোর্ট নিয়ে বিতর্ক: দিল্লির চিঠি, ঢাকার যাচাই



আন্তর্জাতিক ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরতে চান—এ কথা তিনি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন। ৯ নভেম্বর তাঁর আইনজীবী পরিচয়ে লন্ডনের ম্যাট্রিক্স চেম্বার্স দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠায়। কিন্তু পরদিন ঢাকার কূটনৈতিক সূত্র ও হাইকমিশনের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়, চিঠি পাওয়া আর শেখ হাসিনার আনুষ্ঠানিক আবেদন পাওয়া এক বিষয় নয়: চিঠির সঙ্গে তাঁর অনুমোদনের কোনো দলিল ছিল না। ফলে আলোচনার কেন্দ্রে এখন শুধু তাঁর ফেরার ইচ্ছা নয়, সেই ইচ্ছা কীভাবে যাচাই হবে—সেই প্রশ্নও।

রয়টার্স জানায়, তারা আইনজীবীদের পাঠানো চিঠি দেখেছে। সেখানে ম্যাট্রিক্স চেম্বার্স নিজেদের শেখ হাসিনার আইনি প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাঁর নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার অনুরোধ করেছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, তাঁর আগের নথি বাতিল হয়ে থাকলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং প্রযোজ্য আইনি বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে নতুন নথি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। একই দিনে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসও চিঠির কথা জানায়। শেখ হাসিনা নিজেও হিন্দুস্তান টাইমসকে নিশ্চিত করেছেন যে তাঁর লন্ডনভিত্তিক আইনজীবীরা হাইকমিশনে লিখেছেন।

তবে ১০ নভেম্বর বাংলাদেশের হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার জানান, ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের ইমেইলটি হাইকমিশন পেয়েছে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে; কিন্তু তাতে শেখ হাসিনার অনুমোদন বা প্রতিনিধিত্বের প্রমাণ ছিল না। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোও কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে একই ঘাটতির কথা জানায়। তাই এই পর্যায়ে সবচেয়ে নির্ভুল বর্ণনা হলো: আইনজীবী প্রতিষ্ঠান তাঁর পক্ষে নথি চেয়ে চিঠি দিয়েছে; কর্তৃপক্ষ এখনো নিশ্চিত করেনি যে সেটি শেখ হাসিনার যথাযথ অনুমোদিত আবেদন।



দেশে ফেরার ঘোষণা, কিন্তু পথ এখনো অনির্দিষ্ট

শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে চলে যান। ছাত্র-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন তখন সরকারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছিল। তিনি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছার কথা বলেছেন; তাঁর সহযোগীরাও বলেছেন, আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত হলে ফেরার তারিখ জানানো হবে। আইনজীবীদের চিঠি সেই ঘোষণার সঙ্গে মেলে, কিন্তু একে দেশে ফেরার নির্ধারিত যাত্রাপথ বা নিশ্চিত তারিখের প্রমাণ বলা যায় না।

হাসিনার ফেরার প্রশ্নটি এখন প্রত্যর্পণ-আলোচনার সঙ্গেও জড়িত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেছেন, ঢাকা তাঁকে ভারত থেকে প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় ফেরত চায়। হোমমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ ৯ নভেম্বর বলেছিলেন, পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্রের কথিত আবেদনের সত্যতা, যথাযথ প্রক্রিয়া এবং আইনি ভিত্তি যাচাই করছে পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়। ১০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর বলেন, তাঁর ফেরার ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াই প্রযোজ্য। সরকারি বক্তব্যের এই বিভিন্ন স্তরকে এক করে "ঢাকা আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে" বলা তাই যথাযথ হবে না: রাজনৈতিক পর্যায়ে প্রত্যর্পণের কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে, আর আবেদনটির যথার্থতা ও নথি দেওয়ার আইনি যোগ্যতা যাচাইয়ের কথাও জানানো হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ১০ নভেম্বর বলেন, প্রত্যর্পণের বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ায় বিবেচিত হবে। ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ-নথি লাগে বলেও তিনি মন্তব্য করেন; হাসিনার পাসপোর্টের প্রশ্নে সাংবাদিকদের বাংলাদেশের হাইকমিশনের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। এতে দিল্লির অবস্থান বা প্রত্যর্পণের বিষয়ে ভারতের সিদ্ধান্ত জানা যায়নি।

প্রত্যর্পণ চুক্তি: একটি পথ, কিন্তু স্বয়ংক্রিয় সমাধান নয়

বাংলাদেশ ও ভারতের ২০১৩ সালের প্রত্যর্পণ চুক্তি দুই দেশের মধ্যে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়ার আইনি কাঠামো তৈরি করে। চুক্তিতে রাজনৈতিক চরিত্রের অপরাধের জন্য প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যানের বিধান আছে; পাশাপাশি কিছু অপরাধকে সেই ব্যতিক্রমের বাইরে রাখা হয়েছে। কোন ধারাটি এখানে প্রযোজ্য, তা কেবল প্রকাশ্য রাজনৈতিক বক্তব্য থেকে স্থির করা যায় না—সংশ্লিষ্ট অভিযোগ, নথিপত্র এবং দুই দেশের আইনি পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

পাসপোর্টের অনুরোধ ও প্রত্যর্পণও আলাদা প্রক্রিয়া। একটি ভ্রমণ-নথি থাকলে কেউ কীভাবে যাত্রা করবেন, সে বিষয়ে তাঁর সুযোগ বদলাতে পারে; কিন্তু নথি পেলেই দেশে প্রবেশের আইনি পরিস্থিতি মিটে যায় না। একইভাবে, প্রত্যর্পণের অনুরোধ থাকলেই ভারত কী সিদ্ধান্ত নেবে বা কোনো নির্দিষ্ট নথি দিতে বাংলাদেশ বাধ্য কি না—এ দুটির উত্তর চুক্তি ও প্রযোজ্য জাতীয় আইনের বিশ্লেষণ ছাড়া দেওয়া যায় না।

বিচার, জবাবদিহি ও ন্যায্য প্রক্রিয়ার প্রশ্ন

২০২৪ সালের আন্দোলন দমনে প্রাণহানির মাত্রা এই বিতর্কের কেন্দ্রীয় প্রেক্ষাপট। জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর (ওএইচসিএইচআর) ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪-এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১,৪০০ জন নিহত হয়ে থাকতে পারেন বলে অনুমান করে। প্রতিবেদনটি ২৫০টির বেশি সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন নথি পর্যালোচনার ভিত্তিতে তৈরি হয়; নিহতদের অধিকাংশ নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মারা গেছেন বলে জাতিসংঘ জানায়। এই হিসাব একটি অনুসন্ধানভিত্তিক অনুমান, চূড়ান্ত সরকারি গণনা নয়।

২০২৫ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে তাঁর অনুপস্থিতিতে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। হাসিনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বিচারপ্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অনুপস্থিতিতে বিচার এবং মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ন্যায্য বিচারসংক্রান্ত উদ্বেগ জানায়; অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও বিচারটি অনুপস্থিতিতে হওয়া ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এসব সমালোচনা আন্দোলন দমনের অভিযোগের গুরুত্ব কমায় না; বরং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিচারপ্রক্রিয়ার ন্যায্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা কেন জরুরি, তা সামনে আনে।

রাজনৈতিক প্রভাব ও আঞ্চলিক সম্পর্ক

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে; তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারেনি। এই রাজনৈতিক বাস্তবতায় হাসিনার দেশে ফেরা শুধু ব্যক্তিগত নথিপত্রের বিষয় থাকবে না—এটি নতুন সরকারের বৈধতা, বিরোধী রাজনীতির পরিসর, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

ঢাকা বলছে প্রত্যর্পণ চুক্তিই ফেরানোর পথ; হাসিনার আইনজীবীরা নথি চেয়ে লিখেছেন; দিল্লি বলছে বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ায় দেখা হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনিশ্চয়তা হলো, তাঁর নামে পাঠানো চিঠিটি যথাযথভাবে অনুমোদিত কি না এবং বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্রের অনুরোধকে আইনত কীভাবে বিবেচনা করবে। এসব প্রশ্নের আনুষ্ঠানিক উত্তর না আসা পর্যন্ত "শেখ হাসিনা নতুন পাসপোর্টের আবেদন করেছেন"—এ কথাটি নিশ্চিত তথ্য হিসেবে লেখা সতর্কতার দাবি রাখে।






ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



Deliver Everywhere

Pizza Hut

Order Now on facebook

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

১৪৭ পোশাক কারখানায় উৎপাদন বন্ধ,

তবে সবগুলো ‘সম্পূর্ণ বন্ধ’ নয়



বিজিএমইএর হিসাবে ১৪ নভেম্বর ১৪৭টি কারখানায় উৎপাদন চলেনি। এর মধ্যে ৫৫টি কারখানা শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে; বাকি ৯২টির মালিকেরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে পরদিন থেকে একই ধারা প্রয়োগ করতে পারেন। কারখানাভিত্তিক নোটিশ ও আইনি অবস্থা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে নতুন করে শ্রমিক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে ১৪৭টি কারখানায় উৎপাদন বন্ধ ছিল বলে জানিয়েছে পোশাকশিল্পের দুই মালিক সমিতি। তবে সংখ্যাটির অর্থ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে: ১৪ নভেম্বরের সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, ৫৫টি কারখানা ইতিমধ্যে শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় বন্ধ করা হয়েছে; আরও ৯২টি কারখানা চালুর চেষ্টা করেও উৎপাদনে ফিরতে পারেনি। পরিস্থিতি না বদলালে ওই কারখানাগুলোর মালিকেরাও ১৫ নভেম্বর থেকে আইনটির এই ধারা প্রয়োগ করতে পারেন। ফলে ছবির শিরোনামে বলা “১৪৭ কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ” কথাটি পুরো অবস্থার নির্ভুল বর্ণনা নয়।

বিজিএমইএ ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি—বিকেএমইএর—নেতারা ঢাকায় যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আশুলিয়া, সাভার ও গাজীপুরের বিভিন্ন কারখানায় কয়েক দিন ধরে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিজিএমইএর হিসাবে অচল কারখানাগুলোতে প্রায় তিন লাখ শ্রমিক কাজ করেন। এই সংখ্যা সংগঠনটির দেওয়া আনুমানিক হিসাব; কারখানাভিত্তিক কর্মীসংখ্যা বা কতজন শ্রমিকের মজুরি বাস্তবে বন্ধ হবে, তা আলাদাভাবে যাচাই করা যায়নি।

৫৫টি বন্ধ, আরও ৯২টি অনিশ্চয়তায়

বিজিএমইএ সভাপতির বক্তব্য অনুযায়ী, ৫৫টি কারখানা ১৩(১) ধারায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য ৯২টি কারখানায় শনিবার উৎপাদন চালুর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মালিকদের বক্তব্য, শ্রমিকদের কর্মবিরতি, নিরাপত্তা-উদ্বেগ এবং উৎপাদনের অনুপযোগী পরিবেশের কারণে উৎপাদন চালানো যাচ্ছে না। সমিতির নেতারা বাইরের উসকানি ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগও করেছেন। এসব অভিযোগ সংবাদ সম্মেলনে মালিকপক্ষের বক্তব্য হিসেবে এসেছে; কোন কারখানায় কী ঘটেছে, তার স্বাধীন তদন্ত বা যাচাই এই প্রতিবেদনের হাতে নেই।

শ্রমিকদের দাবির কেন্দ্রে রয়েছে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি। সাম্প্রতিক প্রতিবাদে মাসিক ৩০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি সামনে এসেছে। ৯ নভেম্বর ন্যূনতম মজুরি বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি গ্রেডভেদে ৩২ হাজার থেকে ৪৮ হাজার টাকা পর্যন্ত মজুরির প্রস্তাব দেন; শিক্ষানবিশদের জন্য প্রস্তাব ছিল ৩০ হাজার টাকা। মালিকপক্ষ সেদিন পাল্টা প্রস্তাব জমা দেয়নি, তবে পরবর্তী বৈঠকে তা দেওয়ার কথা জানিয়েছিল। বোর্ডের তৃতীয় বৈঠক নির্ধারিত ছিল ১৬ নভেম্বর। অতএব, রাস্তার আন্দোলনের ৩০ হাজার টাকার দাবি এবং বোর্ডে দেওয়া গ্রেডভিত্তিক ৩২ হাজার টাকার প্রস্তাব একই বিষয়ের কাছাকাছি হলেও এক নয়।

মজুরি বিতর্কের পেছনে জীবনযাত্রার ব্যয়

বর্তমান ন্যূনতম মাসিক মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা, যা ২০২৩ সালে নির্ধারিত হয়েছিল। শ্রমিকদের দাবি, খাবার, বাসাভাড়া, যাতায়াত ও চিকিৎসার খরচ বেড়েছে; ফলে নির্ধারিত মজুরিতে মাস চালানো ক্রমশ কঠিন। ১১ নভেম্বর রয়টার্সে প্রকাশিত প্রতিবেদনে গাজীপুর ও আশুলিয়ার পোশাকশ্রমিকদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কেউ কেউ পরিবারের খরচ মেটাতে খাবার কমাচ্ছেন, চিকিৎসা পিছিয়ে দিচ্ছেন বা অতিরিক্ত সময় কাজ করছেন। এটি শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন—সমগ্র খাতের প্রতিটি পরিবারের অবস্থা একই, এমন সিদ্ধান্তের ভিত্তি নয়; তবে মজুরি বিতর্কের মানবিক বাস্তবতা বুঝতে এটি প্রাসঙ্গিক।

মালিকপক্ষের যুক্তিও রয়েছে। তারা বলছে, বড় অঙ্কের মজুরি বৃদ্ধি উৎপাদন খরচ বাড়াবে, বিশেষত যখন জ্বালানি ও অন্যান্য ব্যয়ের চাপ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা রয়েছে। বাংলাদেশি পোশাকশিল্পের লাভের মার্জিন ও ক্রেতাদের ক্রয়মূল্য কীভাবে মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত—এ নিয়ে স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এই মুহূর্তে সীমিত। তাই মালিকদের ব্যয়সংক্রান্ত উদ্বেগকে বিবেচনায় নেওয়া জরুরি, তবে তা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বা ন্যায্য মজুরির প্রশ্নকে বাতিল করে না। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের মজুরি বোর্ডেই এসব পরস্পরবিরোধী হিসাব যাচাই করার কথা।

আইন কী বলে—আর কী এখনো স্পষ্ট নয়

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো শাখা বা বিভাগে বেআইনি ধর্মঘট হলে মালিক সংশ্লিষ্ট শাখা বা প্রতিষ্ঠান আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারেন; ওই বন্ধের ক্ষেত্রে ধর্মঘটে অংশ নেওয়া শ্রমিকেরা মজুরি পাবেন না। একই ধারায় বন্ধ ও পুনরায় কাজ শুরুর নোটিশ দেওয়ার কথাও আছে।

এখানে আইনের ভাষা গুরুত্বপূর্ণ: ধারা ১৩(১) সরাসরি “১৪৭টি কারখানা বন্ধ” করার কোনো সমিতিগত সিদ্ধান্তকে বোঝায় না; এটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বেআইনি ধর্মঘটের পরিস্থিতিতে মালিকের ক্ষমতা ও অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের মজুরি নিয়ে বিধান। কোন কারখানায় এই ধারা বৈধভাবে প্রয়োগ হয়েছে, শ্রমিকদের আন্দোলন আইনগতভাবে বেআইনি ধর্মঘট হিসেবে গণ্য কি না, এবং বন্ধের নোটিশ যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে কি না—এসবের জন্য কারখানাভিত্তিক নথি ও প্রাসঙ্গিক আইনি প্রক্রিয়া দেখতে হবে। সামগ্রিক সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য থেকে এসব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টানা যায় না।

কারখানা বন্ধের অভিঘাত শ্রমিকের ঘরেও পৌঁছায়

উৎপাদন বন্ধ হলে ক্ষতি শুধু রপ্তানি আদেশ বা কারখানার হিসাবখাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। দৈনিক ও মাসিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল শ্রমিক পরিবারের খাবার, ভাড়া, চিকিৎসা ও সন্তানের পড়াশোনার বাজেটেও তা চাপ তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে যদি বন্ধ দীর্ঘায়িত হয় বা মজুরি আটকে যায়। আবার কারখানার নিরাপত্তাহীনতা, ভাঙচুর কিংবা সহিংসতার অভিযোগও শ্রমিকদের কর্মস্থলে যাওয়া ও কাজ করার বাস্তব সুযোগকে প্রভাবিত করে। এই দুই দিক আলাদা করে যাচাই না করলে “কাজে ফিরলেই সংকট মিটবে” কিংবা “সব বন্ধই মালিকদের সিদ্ধান্ত”—এমন সরল ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১২ নভেম্বর আশুলিয়ায় মজুরি ও অন্যান্য দাবিকে ঘিরে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষের পর ১৫০টির বেশি কারখানায় সাময়িক সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল বলে ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) জানায়। পুলিশের হিসাবে অন্তত ৫০ জন আহত হন। ওই দিনের সাময়িক ছুটি এবং ১৪ নভেম্বর বিজিএমইএর দেওয়া ১৪৭টি অচল কারখানার হিসাব আলাদা দিনের ও আলাদা ধরনের পরিসংখ্যান; এগুলো যোগ করে মোট কারখানার সংখ্যা বলা ঠিক হবে না।

রপ্তানির স্বার্থ বনাম ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন

পোশাক খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির কেন্দ্রীয় অংশ। বিজিএমইএর প্রকাশিত তথ্যে ২০২৫–২৬ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি ছিল প্রায় ৩৮.৭ বিলিয়ন ডলার—দেশের মোট রপ্তানির ৮০.৬২ শতাংশ। এ কারণে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা রপ্তানি, সরবরাহ ও কর্মসংস্থানে প্রভাব ফেলতে পারে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছ থেকে কম দামে পণ্য সরবরাহের চাপ শ্রমিকের মজুরি ও কারখানার ব্যয়ের ওপর কীভাবে পড়ে, সেটিও আলোচনার অংশ হওয়া উচিত। রপ্তানি স্বার্থ আর শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিককে একে অপরের বিপরীতে দাঁড় করালে সমস্যার কাঠামোগত কারণ আড়ালেই থেকে যায়।

এই সংকটের তাৎক্ষণিক পথ নির্ভর করছে কারখানাগুলোর নিরাপত্তা, শ্রমিকদের কাজে ফেরার পরিবেশ এবং মজুরি বোর্ডে মালিকপক্ষের প্রস্তাব কত দ্রুত আসে তার ওপর। ১৬ নভেম্বরের বৈঠক তাই শুধু একটি প্রশাসনিক দিনপঞ্জি নয়; আলোচনায় দুই পক্ষের অবস্থান কতটা বাস্তবসম্মত এবং শ্রমিকেরা সেই আলোচনায় কতটা আস্থা রাখেন—তারও পরীক্ষা।





শ্রদ্ধায়...
ভালবাসায়...
স্মরণে...

স্মৃতিতে অমলিন, প্রেরণায় চিরন্তন

সাপ্তাহিক

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

জেলহত্যা দিবসের পর জাতীয় চার নেতার নামে কোস্ট গার্ডের জাহাজের নাম বদল

৩ নভেম্বর—জেলখানার অন্ধকারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে। তাঁদের স্মরণে আয়োজিত একটি প্রদর্শনী নিরাপত্তাজনিত কারণে স্থগিত হয়েছে। এর মাত্র দুই দিন পর তাঁদের নামে থাকা চারটি কোস্ট গার্ড জাহাজের নামও পরিবর্তনের অনুমোদন দেওয়া হয়; মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি।

নাম বদলানো যায়—ইতিহাসের অবদান নয়। জাতীয় চার নেতার স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা এবং তাঁদের আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।



দেশের সমস্যার গবেষণায় বিশ্বস্বীকৃতি: TWAS ফেলো হলেন বাংলাদেশের সাত বিজ্ঞানী

মাজহারুল হক। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের অর্জন। বিশেষ প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

দেশের সমস্যার গবেষণায় বিশ্বস্বীকৃতি: TWAS ফেলো হলেন বাংলাদেশের সাত বিজ্ঞানী

পানি, ফসল, পাট, ওষুধের সম্ভাবনা, অ্যালগরিদম ও উন্নত উপাদান—বাংলাদেশে কর্মরত সাত গবেষকের অবদান স্বীকৃতি দিয়েছে দ্য ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্সেস। অধ্যাপক কামরুন নাহার পেয়েছেন ফেলোশিপের পাশাপাশি TWAS-এর কৃষিবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের পুরস্কারও।

বাংলাদেশের সাত বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন—তাঁদের গবেষণার বিষয়ও দেশের বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। কেউ ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক ও লবণাক্ততা নিয়ে কাজ করছেন, কেউ খরা ও লবণাক্ততায় ফসলের টিকে থাকার উপায় খুঁজছেন। ধানের রোগ, পাটের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, প্রাকৃতিক উৎসের জৈব সক্রিয় যৌগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উন্নত উপাদানও তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্র।

দ্য ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্সেস—TWAS—৫ নভেম্বর ২০২৬ নতুন ফেলোদের নাম ঘোষণা করে। এ বছরের ৮৭ জন নতুন নিয়মিত ফেলোর মধ্যে ৭৭ জন গ্লোবাল সাউথের গবেষক। TWAS-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা ৬৬টি দেশের শ্রেণিবিভাগে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো থেকে নির্বাচিত ১৫ জনের সাতজনই বাংলাদেশি। নতুন ফেলোদের সদস্যপদ কার্যকর হবে ১ জানুয়ারি ২০২৭ থেকে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমির (BAS) তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচিত সাতজনই একাডেমিটির ফেলো। অধ্যাপক কামরুন নাহার একই সঙ্গে পেয়েছেন ২০২৬ সালের TWAS–ফায়জাহ এম. আল-খারাফি অ্যাওয়ার্ড। TWAS পুরস্কারটির ক্ষেত্র উল্লেখ করেছে কৃষিবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান; উদ্ভিদে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও মিথাইলগ্লাইঅক্সালজনিত ক্ষতি কমাতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রতিরক্ষা ও গ্লাইঅক্সালেজ ব্যবস্থার সমন্বয় নিয়ে তাঁর গবেষণাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।



সাতজন, সাতটি গবেষণার দিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের **অধ্যাপক কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ** একজন হাইড্রোজিওলজিস্ট। ভূগর্ভস্থ পানির সম্পদ, আর্সেনিক দূষণ এবং পানিতে লবণাক্ততার সমস্যা নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের কাজ। TWAS-এর বিবরণে তাঁর চার দশকের গবেষণা ও ২৫০টির বেশি গবেষণা প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের পানির নিরাপত্তা এখানে শুধু ভূতত্ত্বের বিষয় নয়—এটি জনস্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় মানুষের জীবিকার সঙ্গেও সম্পর্কিত।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের **অধ্যাপক কামরুন নাহার** উদ্ভিদে খরা ও লবণাক্ততার মতো প্রতিকূলতার প্রভাব এবং ফসলের সহনশীলতা নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর কাজের লক্ষ্য হলো উদ্ভিদ কীভাবে এমন চাপের সঙ্গে খাপ খায়, এবং কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সেই সক্ষমতা বাড়াতে পারে—তা বোঝা। উপকূলীয় কৃষিতে লবণাক্ততা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির কারণে এই গবেষণার বাস্তব গুরুত্ব রয়েছে।

ধানের রোগ প্রতিরোধে কাজ করেছেন উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ **মোহাম্মদ আবদুল লতিফ**। TWAS বলছে, তিনি ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট ও টুংরোর মতো রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ধানের জিন ও বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণে অবদান রেখেছেন এবং উচ্চফলনশীল জাত উন্নয়নের কাজেও যুক্ত ছিলেন। রোগ প্রতিরোধী জাত কৃষকের উৎপাদনঝুঁকি কমাতে পারে, তবে গবেষণার ফল মাঠে কতটা কার্যকর হবে তা নির্ভর করে বীজের প্রাপ্যতা, স্থানীয় পরিবেশ এবং কৃষকের চাষপদ্ধতির ওপরও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত **অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুর রশীদ** প্রাকৃতিক উৎস—যেমন উদ্ভিদ, অণুজীব ও সামুদ্রিক জীব—থেকে জৈব সক্রিয় যৌগ শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করেছেন। TWAS-এর প্রোফাইল অনুযায়ী, তিনি ২০০টির বেশি যৌগ আলাদা করেছেন, যার মধ্যে ৭০টি নতুন অণু। ক্যানসার ও এইচআইভি-সংক্রান্ত গবেষণায় সম্ভাবনাময় কিছু যৌগও তাঁর কাজের মধ্যে রয়েছে। তবে কোনো যৌগ শনাক্ত হওয়া আর সেটি নিরাপদ ও কার্যকর ওষুধে পরিণত হওয়া এক ধাপের কাজ নয়; এর জন্য আরও পরীক্ষা, ক্লিনিক্যাল গবেষণা ও নিয়ন্ত্রক মূল্যায়ন লাগে।

বিজ্ঞানী মোবারক আহমদ খান পরিবেশবান্ধব পাটপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত। পাটের তন্তু ও সেলুলোজভিত্তিক উপাদান দিয়ে প্লাস্টিকের বিকল্প তৈরির সম্ভাবনা তাঁর কাজের পরিচিত দিক। তবে “সোনালি ব্যাগ” বা অন্য কোনো বিকল্প উপকরণের পরিবেশগত সুফল নির্ভর করে তার উৎপাদন, দাম, ব্যবহার, সংগ্রহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপরও। তাই উদ্ভাবনের পাশাপাশি ব্যাপক উৎপাদন ও বাজারে গ্রহণযোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ।

বুয়েটের **অধ্যাপক মোহাম্মদ সোহেল রহমান** অ্যালগরিদম, তাত্ত্বিক কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করেন। TWAS তাঁর গবেষণার প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে বায়োইনফরমেটিকস, চিকিৎসা-চিত্র বিশ্লেষণ, মহামারি-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও পরিবেশব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছে। তাঁর গবেষক-দলে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করা এবং কম সম্পদের পরিবেশে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার দিকটিও একাডেমির মূল্যায়নে এসেছে।

বুয়েটের **অধ্যাপক এ. কে. এম. আখতার** হোসেন কঠিন পদার্থের পদার্থবিজ্ঞান ও কার্যকরী উপাদান নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর কাজের মধ্যে সুপারকন্ডাক্টর, ন্যানোস্ট্রাকচার্ড উপাদান, সীসামুক্ত পেরোভস্কাইট সৌরকোষ এবং হাইড্রোজেন সংরক্ষণের মতো বিষয় রয়েছে। অর্থাৎ এই তালিকায় রয়েছে একদিকে পানীয় জলের নিরাপত্তা ও কৃষির মতো তাৎক্ষণিক সমস্যা, অন্যদিকে জ্বালানি ও উপাদানবিজ্ঞানের দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা।

ফেলোশিপ কী স্বীকৃতি দেয়—আর কী দেয় না

TWAS-এর ফেলোশিপ সাধারণ আবেদনভিত্তিক পুরস্কার নয়। একাডেমির নিয়ম অনুযায়ী, প্রার্থীকে দুজন বর্তমান TWAS ফেলো মনোনীত করেন। সংশ্লিষ্ট কমিটি ও কাউন্সিলের পর্যালোচনার পর সাধারণ সভায় উপস্থিত ফেলোদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সদস্যপদ আজীবন এবং নির্বাচনের মূল বিবেচনা বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ও আন্তর্জাতিক মানের অবদান।

এই নির্বাচন গবেষকদের কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এটি সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়ের নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে; কিন্তু ফেলোশিপ নিজে থেকে গবেষণা অনুদান, গবেষণাগার, যন্ত্রপাতি বা গবেষণার ফল মাঠে প্রয়োগের নিশ্চয়তা দেয় না। সেই কাজের জন্য নিরবচ্ছিন্ন অর্থায়ন, প্রতিষ্ঠানগত সহায়তা, গবেষণার স্বাধীনতা এবং উদ্ভাবনকে বাস্তবে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা দরকার।

চ্যালেঞ্জগুলোর ব্যাপ্তি বোঝা যায় পানি খাতের তথ্যেও। UNICEF Bangladesh-এর প্রকাশিত MICS 2025-ভিত্তিক তথ্যে বলা হয়েছে, দেশের পানীয় জলের উৎসের প্রায় ১৫ শতাংশে WHO মানদণ্ড অনুযায়ী আর্সেনিক দূষণ রয়েছে; নিরাপদ ব্যবস্থাপিত পানীয় জলের আওতা ৩৯.৩ শতাংশ। উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রের পানি প্রবেশের কারণে লবণাক্ততা নিরাপদ পানির প্রাপ্যতাকেও সীমিত করছে।

এ কারণেই এই সাতজনের নির্বাচনকে শুধু ব্যক্তিগত পদক হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়। তাঁদের কাজ বাংলাদেশের মানুষের প্রতিদিনের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক গবেষণার আলোচনায় আনে। তবে স্বীকৃতির পরের প্রশ্নটি সমান জরুরি: এই গবেষণা থেকে কীভাবে আরও শিক্ষার্থী প্রশিক্ষিত হবে, গবেষণাগার শক্তিশালী হবে, কৃষক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী উপকার পাবে, এবং প্রমাণভিত্তিক নীতি তৈরি হবে?

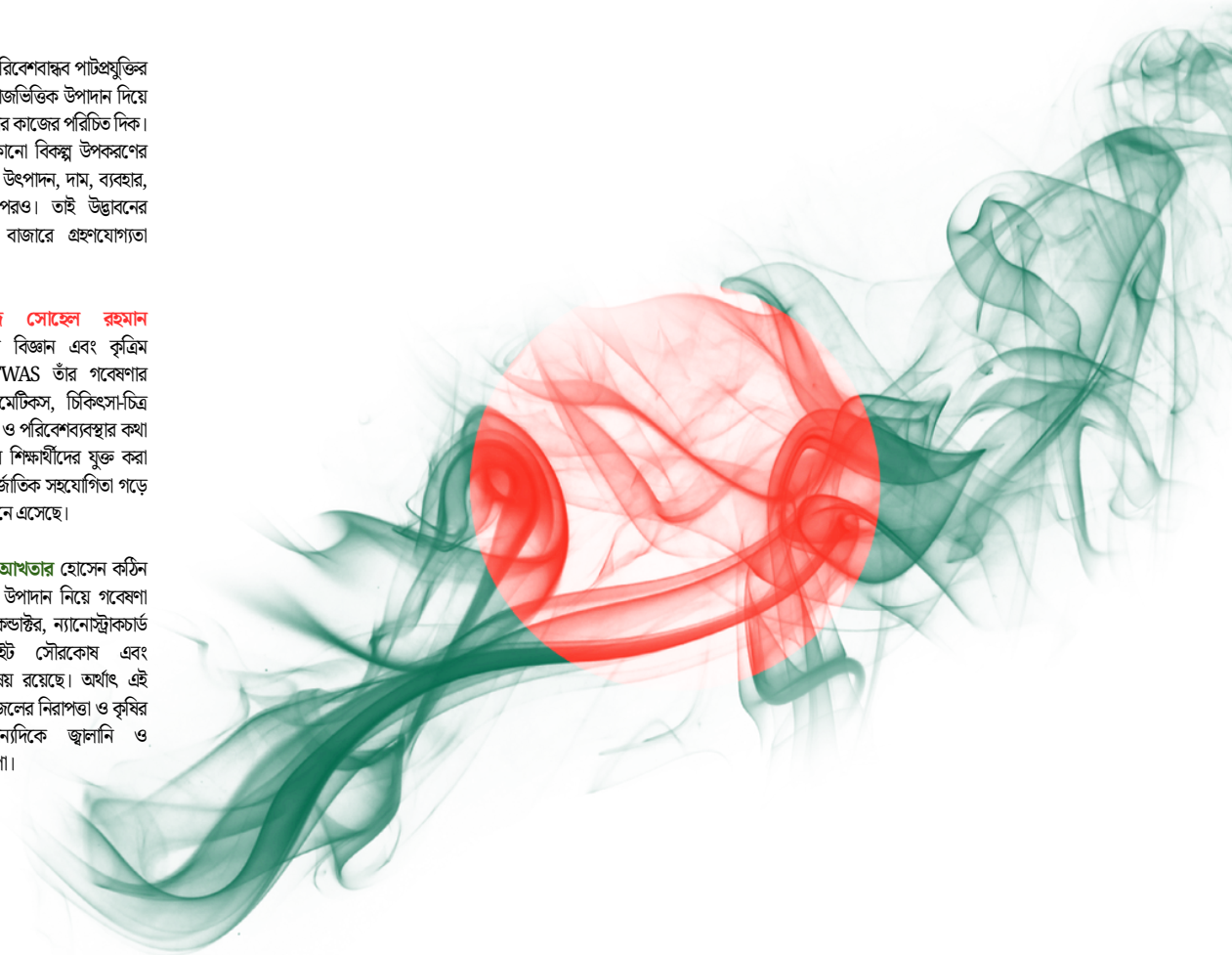


ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



রাশিয়ায়

নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি কেন ব্যবধান এত বড়?



প্রতিবেদন

রাশিয়ায় নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি—এটি নতুন কোনো ঘটনা নয়। রাশিয়ার সরকারি পরিসংখ্যানের ২০২৩ সালের বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক উপাত্তে নারী ও পুরুষের সংখ্যার ব্যবধান ছিল প্রায় ১০.৩ লাখ নয়, প্রায় ১০.৩ মিলিয়ন—অর্থাৎ এক কোটির কিছু বেশি। ছবিতে ব্যবহৃত “৯ মিলিয়ন” সংখ্যাটি তাই একটি আনুমানিক দাবি; সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ভর করে কোন বছরের হিসাব, জনসংখ্যা-সীমা ও পরিমাপ নেওয়া হচ্ছে তার ওপর।

ব্যবধানটি বয়সভেদে সমান নয়। জন্মের সময় সাধারণত ছেলেশিশুর সংখ্যা সামান্য বেশি থাকে; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মৃত্যুহার বেশি হওয়ায় চিত্র বদলে যায়। রাশিয়ার সরকারি উপাত্তে প্রবীণ বয়সগোষ্ঠীগুলোতে নারীর আধিক্য বিশেষভাবে দৃশ্যমান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জনস্বাস্থ্য গবেষণায় পুরুষদের কম আয়ু, হৃদ্‌রোগ, দুর্ঘটনা, অ্যালকোহল-সম্পর্কিত ঝুঁকি ও স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার আচরণকে বিভিন্ন দেশের লিঙ্গভিত্তিক আয়ু-ব্যবধানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কোনো একটি কারণ দিয়ে রাশিয়ার পুরো ব্যবধান ব্যাখ্যা করা যায় না।

যুদ্ধ ও সামরিক হতাহতের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ এবং বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু জনসংখ্যার দীর্ঘস্থায়ী নারী-আধিক্যকে কেবল সাম্প্রতিক যুদ্ধের ফল বলা ভুল হবে। এই ব্যবধান সোভিয়েত যুগের যুদ্ধ, পরবর্তী জনস্বাস্থ্য সংকট এবং পুরুষের তুলনামূলক কম আয়ুর দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আর জাতীয় গড় সংখ্যা দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট শহর, বয়সগোষ্ঠী বা বিয়ের বাজার সম্পর্কে সরাসরি সিদ্ধান্ত টানা যায় না।

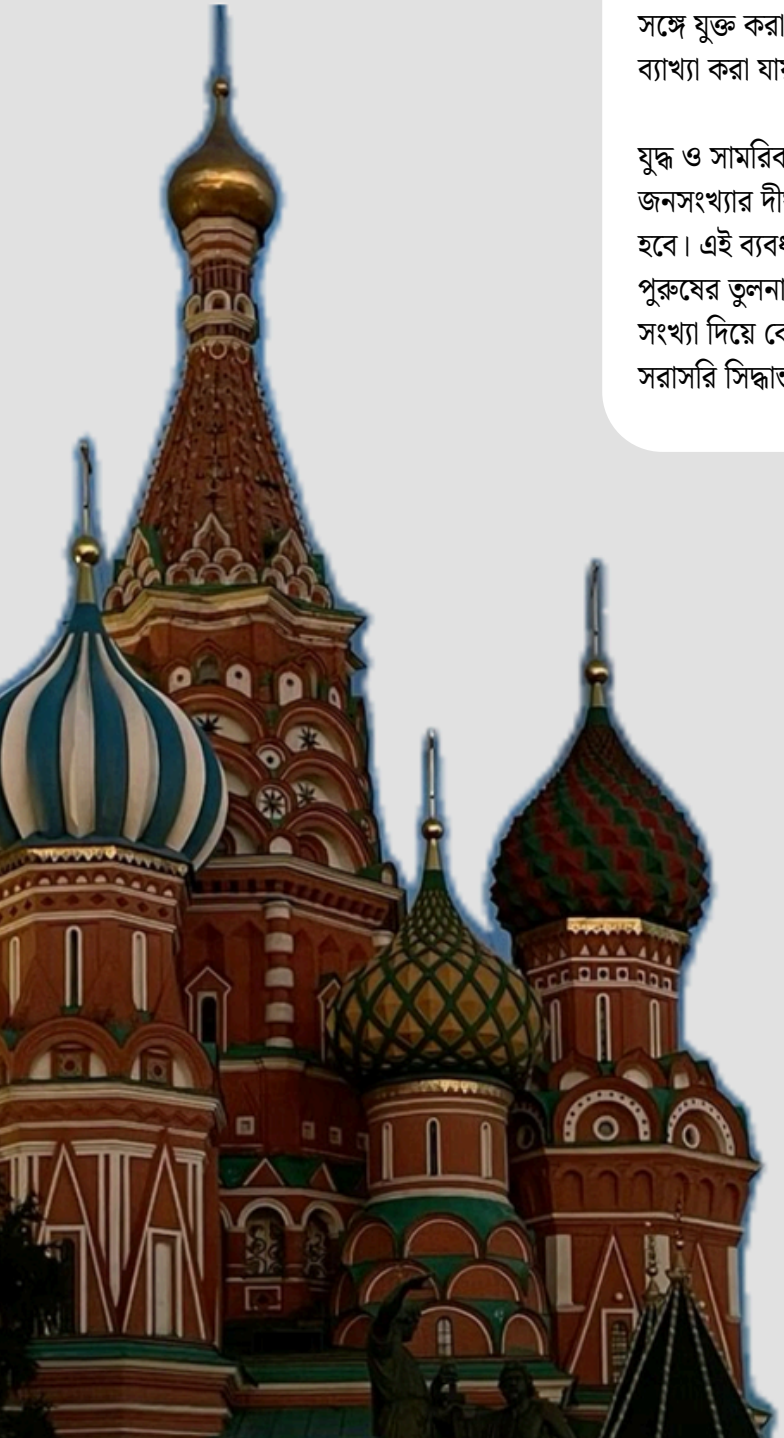



ঋণসংকটে উদ্যোক্তা, ঝুঁকিতে কর্মসংস্থান

অনন্ত জলিলের পাশে রাষ্ট্র থাকুক— সমাধানের পথ খুলুক

উদ্যোক্তার সংকট মানেই বহু পরিবারের জীবিকার প্রশ্ন

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি


Limón
ZERO AZÚCAR
REAL
TASTE.
ZERO
COMPROMISE.
— REFRESHINGLY LEMON.
100% YOU.
ZERO AZÚCAR
REFRESHINGLY LEMON
ZERO SUGAR
GREAT TASTE
TASTE THE FEELING™

অনন্ত জলিলের প্রতিষ্ঠানের ঋণ: ২২৬ কোটি টাকার চেক নিয়ে আইনি নোটিশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

প্রতিবেদন



বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অভিনেতা ও ব্যবসায়ী এম এ জলিল অনন্ত এবং তাঁর সাবেক স্ত্রী খাদিজা পারভীনের কাছে ২২৬ কোটি ৭৫ লাখ ১০ হাজার টাকা দাবি করে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি)। ব্যাংকের নোটিশের বরাত দিয়ে Barlekha Today জানায়, এবি অ্যাপারেলসের ২৬৭ কোটি ২১ লাখ ৯০ হাজার টাকার একটি মেয়াদি ঋণ ২০২৪ সালের আগস্টে পুনঃতফসিল করা হয়েছিল। ঋণের অংশ পরিশোধে দেওয়া চেকটি ২ নভেম্বর পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় ফেরত আসে বলে ব্যাংকের দাবি।

আইনি নোটিশে ৩০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধের কথা বলা হয়েছে; তা না হলে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি আছে। নোটিশ বা চেক প্রত্যাখ্যানের ঘটনা নিজে থেকেই চূড়ান্ত আদালত-রায় নয়। ব্যাংকের পাওনা, ঋণগ্রহীতাদের দায় এবং পরিশোধ-সংক্রান্ত বিরোধ আদালত বা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হতে পারে।

অনন্ত জলিলের বক্তব্য অনুযায়ী, কোভিড মহামারির সময় উৎপাদন কমে গেলেও শ্রমিকদের বেতন-ভাতা চালু রাখতে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ঋণ নিতে হয়েছিল; সুদসহ দায় বেড়েছে। একই সময়ে কয়েকটি কারখানা বন্ধ, গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং কর্মসংস্থান হারানোর দাবিও সংবাদে এসেছে। তবে শ্রমিকসংখ্যা ও কারখানাগুলোর বর্তমান অবস্থার বিষয়ে স্বতন্ত্র সরকারি নথি এই প্রতিবেদনে যাচাই করা যায়নি।

ঘটনাটি একটি ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক বিরোধের বাইরেও পোশাকশিল্পে ঋণ, সুদ, উৎপাদন এবং শ্রমিকের জীবিকার পারস্পরিক নির্ভরতা সামনে আনে। ঋণদাতার পাওনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ও জীবিকার প্রশ্নও জনস্বার্থের অংশ।

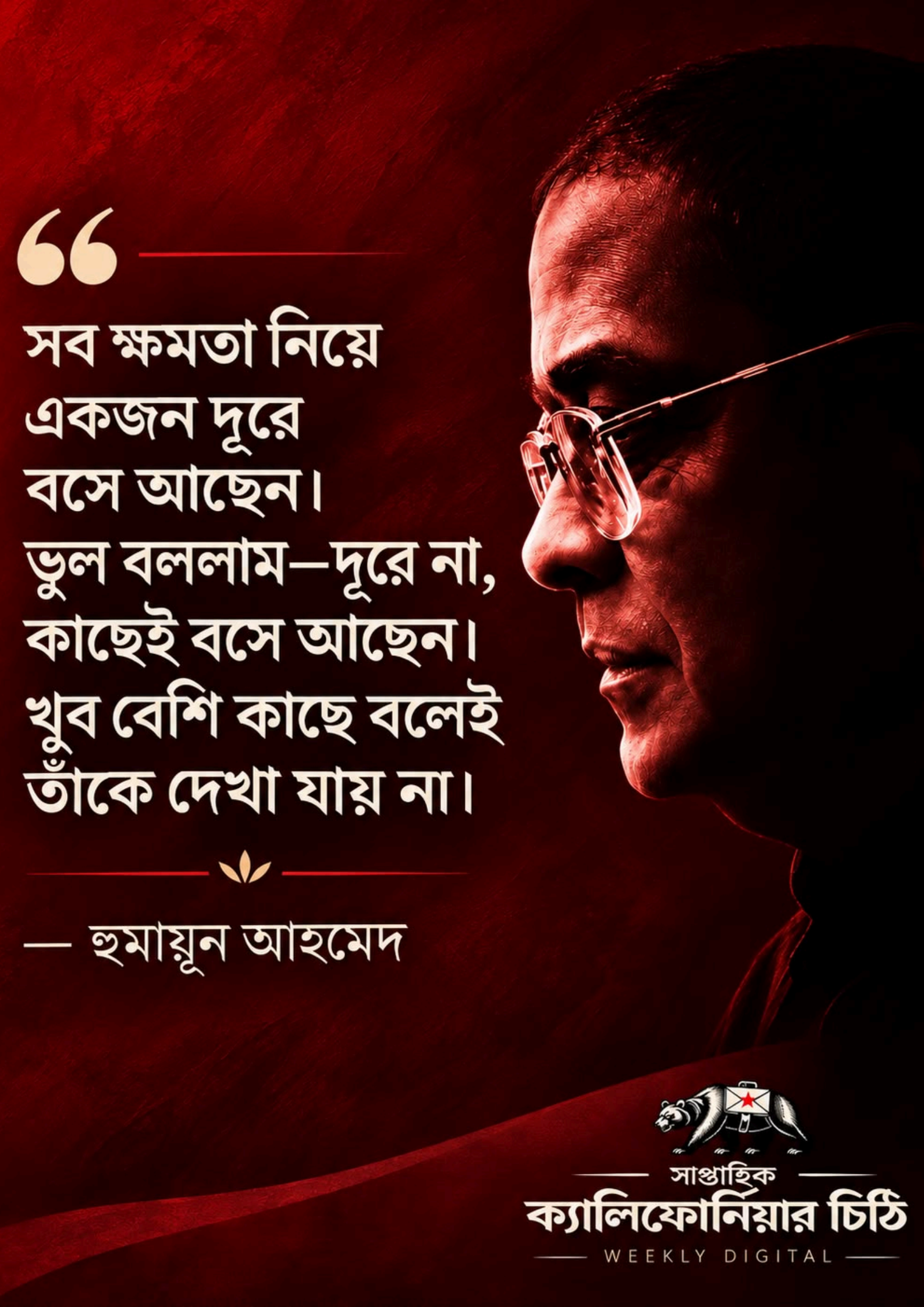
সব ক্ষমতা নিয়ে
একজন দূরে
বসে আছেন।
ভুল বললাম—দূরে না,
কাছেই বসে আছেন।
খুব বেশি কাছে বলেই
তাঁকে দেখা যায় না।
— হুমায়ূন আহমেদ
সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
WEEKLY DIGITAL



হুমায়ূন আহমেদের ৭৮তম জন্মদিন: হিমু, মিসির আলি ও অমর সৃষ্টির জাদু

প্রতিবেদন

১৩ নভেম্বর—বাংলা সাহিত্যের এমন এক জাদুকরের জন্মদিন, যিনি সাধারণ জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তে খুঁজে পেয়েছিলেন অসাধারণ গল্প। তাঁর সহজ, মায়াময় ভাষায় হাসি আর বিষাদ পাশাপাশি হেঁটেছে; বাস্তবতার ভেতর দরজা খুলেছে রহস্য, কল্পনা ও একটুখানি জাদুবাস্তবতার।

হিমুর উদাসীন পথচলা, মিসির আলির যুক্তির অনুসন্ধান, শুভ্রর শুভ্রতা, আর ‘কোথাও কেউ নেই’-এর বাকের ভাই—তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা বইয়ের পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে পাঠকের আপনজন। নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, আগুনের পরশমণি কিংবা জোছনা ও জননীর গল্প—প্রতিটি সৃষ্টিতে তিনি বাঙালির জীবন, প্রেম, একাকিত্ব, হাস্যরস ও মানবিকতাকে ছুঁয়েছেন নিজের স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে।

তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর গল্প শেষ হয়নি। নতুন পাঠক আজও তাঁর বই খুলে খুঁজে পায় নিজের চেনা মানুষ, চেনা অনুভূতি—আর এক অদ্ভুত মায়া, যা পড়া শেষ হলেও মন থেকে যায় না। হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর প্রথম উপন্যাস নন্দিত নরকে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে।

জন্মদিনে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা—বাংলা ভাষার অগণিত পাঠকের হৃদয়ে আপনি আজও জীবন্ত।

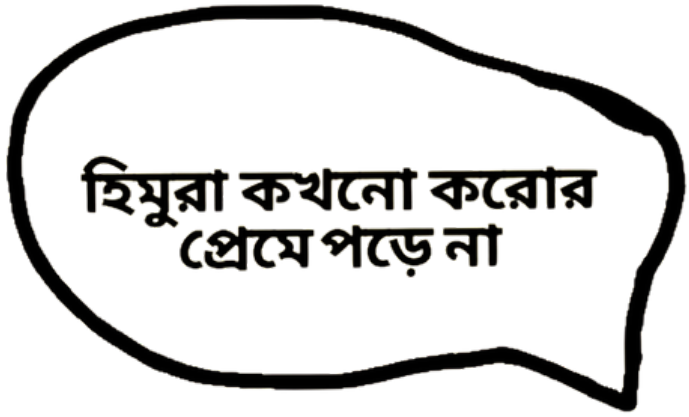

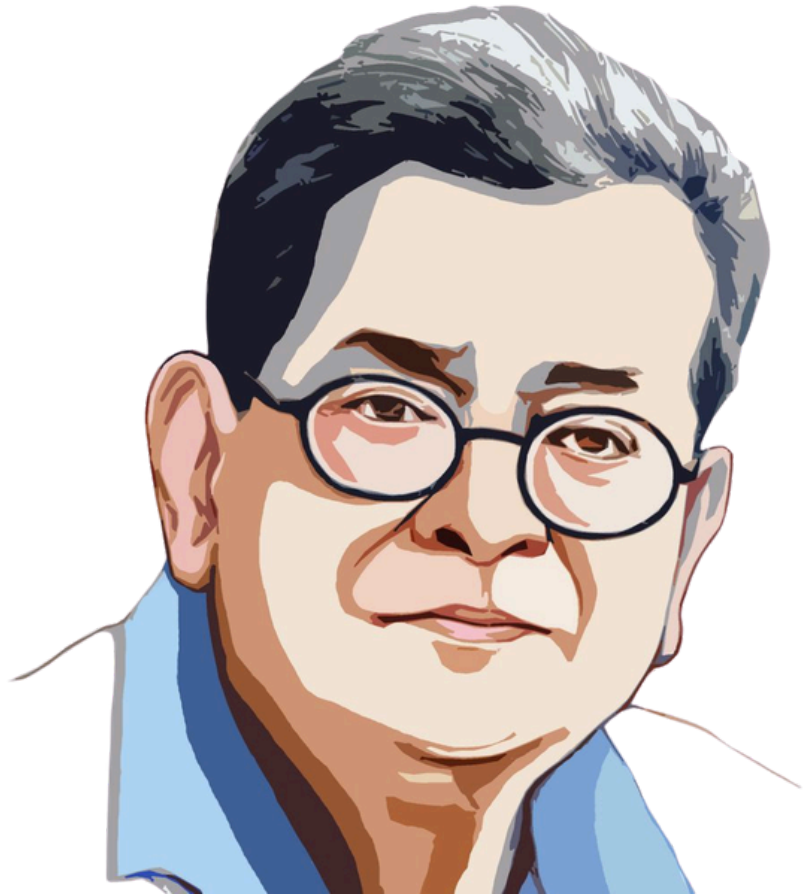








HEINZ
57
HEINZ
TOMATO
KETCHUP
HEINZ
EST? 1869
TO HOME
The King of
Ketchup


Vaseline
Vaseline
PETROLEUM JELLY
THE ORIGINAL
Dermatologist Tested
Vaseline
Vaseline
SOFTER SKIN AHEAD
Vaseline
REPAIRING EVERY CRACK.
Bringing back the softness your skin deserves.

পূর্ণ প্রতিবেদন

হেনরিক সিয়েনকিয়েভিচ: ইতিহাস, জাতীয় চেতনা ও মানবিকতার অমর কথাশিল্পী



লেখকঃ মাঈন আহমেদ

ঐতিহাসিক উপন্যাসের শিল্পে তিনি অতীতকে শুধু পুনর্নির্মাণ করেননি—পরাধীন পোল্যান্ডের মানুষের মনে জাগিয়েছিলেন আত্মপরিচয় ও আশার বোধ। আর Quo Vadis–এ নিরোর রোমকে পটভূমি করে লিখেছিলেন প্রেম, বিশ্বাস, ক্ষমতা ও বিবেকের এক স্মরণীয় আখ্যান।

পরাধীন পোল্যান্ডের সন্তান

হেনরিক আদাম আলেকসান্দার পিউস সিয়েনকিয়েভিচ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৬ সালের ৫ মে, রুশ-শাসিত পোল্যান্ডের উওলা ওক্রেইস্কা গ্রামে। সে সময় পোল্যান্ড স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইউরোপের মানচিত্রে ছিল না; দেশটির ভূখণ্ড রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে বিভক্ত। পোলিশ ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয় টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম তাই তাঁর সময়ের মানুষের জীবনের গভীর বাস্তবতা ছিল।

সিয়েনকিয়েভিচের পরিবার ছিল দরিদ্র অভিজাত জমিদার পরিবারের অংশ। তিনি ওয়ারশর স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং ১৮৬৬ সালে ওয়ারশর মেইন স্কুলে ভর্তি হন। প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া চালিয়ে যান, কিন্তু স্নাতক হননি। বরং সাংবাদিকতায় যুক্ত হয়ে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর লেখকজীবনের আরেক পরিচিত নাম ছিল "লিতভোস"—এই ছদ্মনামেও তিনি লিখেছেন।

তাঁর প্রথম দিকের লেখায় ছিল সমাজজীবনের পর্যবেক্ষণ, হাস্যরস, বাস্তবতা ও মানুষের দৈনন্দিন সংকট। ছোটগল্পে তিনি কৃষক, দরিদ্র শিশু, অভিবাসী ও ক্ষমতাহীন মানুষের জীবন তুলে ধরেছেন। Janko Muzykant–এ দরিদ্র এক প্রতিভাবান শিশুর করুণ পরিণতি, আর Latarnik–এ নির্বাসিত পোলিশ বাতিঘররক্ষীর স্বদেশস্মৃতি—এই রচনাগুলোতে দেখা যায়, জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্ন তাঁর কাছে কেবল রাজনৈতিক ধারণা ছিল না; তা ছিল মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতি, ভাষা ও বেঁচে থাকার অনুভব।

সাংবাদিকতা, ভ্রমণ ও দৃষ্টির বিস্তার

সিয়েনকিয়েভিচের সাংবাদিকতা তাঁকে পোল্যান্ডের বাইরে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত করে। ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর আমেরিকায় Gazeta Polska পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন। তাঁর আমেরিকা-ভ্রমণের চিঠিগুলোতে প্রকৃতি, অভিবাসী পোলিশদের জীবন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং মার্কিন সমাজ সম্পর্কে কৌতূহলী পর্যবেক্ষণ ছিল। পরে এসব লেখা Letters from America নামে পরিচিতি পায়। ইউরোপ ও আফ্রিকাতেও তিনি ভ্রমণ করেন; এসব অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় ভূগোল, সমাজ ও মানুষের জীবনকে দেখার পরিসর বাড়ায়।

তবে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির কেন্দ্রে ছিল ইতিহাস। উনিশ শতকের শেষভাগে পোলিশ রাষ্ট্র অনুপস্থিত; ভাষা ও সংস্কৃতির ওপরও নানা চাপ। এই সময় সিয়েনকিয়েভিচ অতীতের পোল্যান্ডকে উপন্যাসে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর ঐতিহাসিক রচনা পাঠককে শুধু পুরোনো যুদ্ধ ও রাজদরবারের গল্প দেয়নি; দিয়েছিল পরাধীনতার মধ্যেও জাতিসত্তা টিকে থাকার কল্পনা।

পোলিশ ইতিহাসের মহাকাব্য: 'ট্রিলজি'

সিয়েনকিয়েভিচের পোলিশ পাঠকমহলে সবচেয়ে প্রভাবশালী রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে তিনটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সমষ্টি—যা "ট্রিলজি" নামে পরিচিত:

* With Fire and Sword (Ogniem i mieczem)
* The Deluge (Potop)
* Fire in the Steppe বা Sir Michael (Pan Wołodyjowski)

উপন্যাসগুলো সপ্তদশ শতকের পোলিশ-লিথুয়ানীয় কমনওয়েলথের সংঘাত, সংকট ও আত্মরক্ষার সময়কে কেন্দ্র করে রচিত। সিয়েনকিয়েভিচ ঐতিহাসিক দলিল, স্মৃতিকথা ও যুগের বিবরণ পড়ে পটভূমি নির্মাণ করতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল না অতীতকে নির্ভুল ইতিহাসগ্রন্থের মতো সাজানো; বরং ইতিহাসের আবহ, মানুষের দ্বন্দ্ব ও জাতীয় স্মৃতিকে পাঠযোগ্য কাহিনিতে রূপ দেওয়া।

এই রচনাগুলোর পোলিশ পাঠকদের কাছে আবেদন ছিল বিশেষ। যে জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র নেই, তাদের জন্য অতীতের আত্মত্যাগ, সাহস ও ঐক্যের গল্প ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথাও বলে। সিয়েনকিয়েভিচের ইতিহাসচর্চায় পোল্যান্ডের মানুষ পরাজিত বা বিচ্ছিন্ন জাতি হিসেবে নয়, সংকটের মুখে আবার সংগঠিত হতে সক্ষম এক জনগোষ্ঠী হিসেবে উপস্থিত হয়।

তবে তাঁর ইতিহাস-চিত্র একমাত্রিক নয়। উপন্যাসে দেশপ্রেমের পাশাপাশি অভিজাতদের স্বার্থপরতা, লোভ, বিভাজন ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাও উঠে আসে। ফলে তাঁর জাতীয়তাবোধ কেবল গৌরবগাথা নয়; জাতির দুর্বলতা চিনে নেওয়ারও একটি সাহিত্যিক প্রচেষ্টা।

'Quo Vadis': নিরোর রোমে প্রেম ও বিবেকের পরীক্ষা

সিয়েনকিয়েভিচের আন্তর্জাতিক খ্যাতির প্রধান ভিত্তি Quo Vadis—একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, যার ঘটনাপট প্রথম শতকের রোম, সম্রাট নিরোর শাসনকাল। উপন্যাসটি ১৮৯৫–৯৬ সালে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়; ১৮৯৬ সালে বই আকারে প্রকাশের পর দ্রুত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

লাতিন Quo vadis? কথাটির অর্থ—"তুমি কোথায় যাচ্ছ?" খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে প্রচলিত একটি কাহিনি অনুসারে, রোম ছেড়ে পালানোর সময় প্রেরিত পিতর যিশুকে দেখে এই প্রশ্ন করেছিলেন। সেই গল্পে যিশুর প্রত্যাবর্তন পিতরকে রোমে ফিরে যেতে এবং তাঁর বিশ্বাসের দায়িত্ব গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। উপন্যাসের শিরোনাম তাই কেবল একটি ধর্মীয় স্মারক নয়; এটি চরিত্রদের নৈতিক পথ বেছে নেওয়ার প্রশ্নও।

কাহিনির কেন্দ্রে আছেন রোমান অভিজাত ও সামরিক কর্মকর্তা মার্কাস ভিনিসিয়ুস এবং লিগীয় জনগোষ্ঠীর খ্রিস্টান তরুণী লিগিয়া। ভিনিসিয়ুসের জগৎ ক্ষমতা, সামরিক মর্যাদা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছায় গড়া। লিগিয়ার বিশ্বাস, সংযম ও মানবিক দৃঢ়তা তাঁর সেই জগতকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

ভিনিসিয়ুসের ভালোবাসা প্রথমে অধিকার করার আকাঙ্ক্ষার মতো; কাহিনি এগোতে থাকলে তাকে শিখতে হয় অন্যের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে স্বীকার করতে।

এই প্রেমকাহিনির পাশে উপন্যাসে উঠে আসে রোমের বহুবর্ণ সমাজ—সম্রাটের দরবার, দার্শনিক ও কবি, সেনা, দাস, নগরবাসী এবং গোপনে বেড়ে ওঠা খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়। লিগিয়া ও ভিনিসিয়ুসের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাই বৃহত্তর সংঘাতের ভেতর প্রবেশের পথ: একদিকে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও প্রদর্শন, অন্যদিকে বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও আত্মসংযমের নৈতিক শক্তি।

নিরো, পেট্রোনিয়াস এবং ক্ষমতার নাট্যমঞ্চ

উপন্যাসের সবচেয়ে স্মরণীয় চরিত্রগুলোর একটি সম্রাট নিরো। সিয়েনকিয়েভিচ তাঁকে এমন এক শাসক হিসেবে নির্মাণ করেন, যিনি নিজের শিল্পীসত্তা ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন, কিন্তু তাঁর চারপাশের মানুষের জীবন ও দুর্দশা থেকে বিচ্ছিন্ন। দরবারে ক্ষমতার প্রতিটি পদক্ষেপ ব্যক্তিগত আনুগত্য, ভয় ও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

পেট্রোনিয়াসের চরিত্রটি আরও জটিল। তিনি সৌন্দর্য, রুচি ও বুদ্ধিবৃত্তির মূল্য বোঝেন; একই সঙ্গে নিরোর দরবারের অংশ। তাঁর মধ্যে আত্মসচেতনতা ও নৈতিক দ্বিধা পাশাপাশি থাকে। তিনি কেবল নায়ক বা খলনায়ক নন—ক্ষমতার কেন্দ্রে বাস করা এমন একজন মানুষ, যিনি জানেন তাঁর পরিবেশ ভেঙে পড়ছে, কিন্তু সেই ভাঙনের বাইরে দাঁড়াতেও পারেন না। উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক শক্তির বড় অংশ আসে এই চরিত্রের দ্ব্যর্থতা থেকে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র উরসুস—লিগিয়ার অনুগত, শারীরিক শক্তিতে অসাধারণ, কিন্তু তার শক্তির সঙ্গে যুক্ত আছে আনুগত্য ও স্নেহ। সিয়েনকিয়েভিচ এমন চরিত্রের মাধ্যমে দেখান, শক্তি কেবল শাসন বা দমনের উপকরণ নয়; তা দুর্বলকে রক্ষার মাধ্যমও হতে পারে।

রোমের অগ্নিকাণ্ড: ইতিহাস ও উপন্যাসের সীমারেখা

Quo Vadis–এর নাটকীয় মোড় রোমের মহাঅগ্নিকাণ্ড। ৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রোমে ভয়াবহ আগুন লেগেছিল—এ ঘটনা প্রাচীন সূত্রে উল্লেখিত। ইতিহাসবিদ টাসিটাস জানান, আগুনের পর খ্রিস্টানদের ওপর শাস্তিমূলক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। তবে আগুন লাগার পেছনে নিরোর ভূমিকা কী ছিল—এ নিয়ে ইতিহাসে নিশ্চিত ঐকমত্য নেই। সিয়েনকিয়েভিচ উপন্যাসে নিরোকে আগুনের জন্য দায়ী করে দেখান এবং পরবর্তী নিপীড়নকে কাহিনির কেন্দ্রীয় নাটকীয় শক্তিতে পরিণত করেন। তাই রোমের অগ্নিকাণ্ড ও নিরোর দায়কে উপন্যাসের কাহিনি হিসেবে পড়তে হবে; প্রমাণিত ইতিহাসের সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক হবে না।

অগ্নিকাণ্ডের পর খ্রিস্টানদের ওপর দোষ চাপানো, গ্রেপ্তার ও প্রকাশ্য শাস্তির দৃশ্য উপন্যাসে সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট করে। কিন্তু সিয়েনকিয়েভিচের লক্ষ্য শুধু নিপীড়নের ভয়াবহতা দেখানো নয়। তিনি দেখান, নিরস্ত্র মানুষও বিশ্বাস ও পারস্পরিক সহমর্মিতার মাধ্যমে এমন এক নৈতিক অবস্থান তৈরি করতে পারে, যা অত্যাচারীর ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।



পূর্ণ প্রতিবেদন

ইতিহাস কতটা, কল্পনা কতটা?

Quo Vadis ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস, ইতিহাসগ্রন্থ নয়। নিরো, পেট্রোনিয়াস, সেনেকা, পিতর ও পল—এদের মতো ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় ঐতিহ্যে পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ভিনিসিয়ুস ও লিগিয়ার মতো কল্পিত চরিত্রের কাহিনি মিশেছে। সিয়েনকিয়েভিচ প্রাচীন রোমের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন; রোমে তাঁর একাধিক সফরও নগরীর স্থান ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা গড়তে সাহায্য করে। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় পাঠকদের আকর্ষণ করেছিল তার দ্রুতগতি, দৃশ্যনির্মাণ এবং বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে কল্পকাহিনির মেলবন্ধন।

এই মেলবন্ধনের একটি তাৎপর্য হলো, লেখক প্রাচীন রোমের গল্পের ভেতর নিজের সময়ের প্রশ্নও প্রবেশ করিয়েছেন। লিগিয়াদের পূর্ব ইউরোপীয় উৎসের ইঙ্গিত এবং সাম্রাজ্যিক শক্তির সঙ্গে দুর্বল জনগোষ্ঠীর সংঘাত—এসবকে কিছু পাঠক পোল্যান্ডের পরাধীনতার অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি হিসেবে পড়েছেন। এই পাঠ উপন্যাসটির একমাত্র ব্যাখ্যা নয়, কিন্তু দেখায় কীভাবে প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনি উনিশ শতকের পাঠকের কাছে সমকালীন রাজনৈতিক অর্থও পেতে পারে।

ভাষা, দৃশ্য ও পাঠককে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা

সিয়েনকিয়েভিচের গদ্যের একটি শক্তি তার দৃশ্যমানতা। পাঠক যেন রোমের রাস্তা, প্রাসাদ, ভোজসভা, অগ্নিকাণ্ড ও জনসমাবেশ দেখতে পান। দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতি, চরিত্রের বিপদ, পালানো ও উদ্ধার—এসব উপন্যাসকে প্রবল কাহিনিগত গতি দেয়। কিন্তু সেই গতির নিচে আছে কয়েকটি স্থায়ী প্রশ্ন: ক্ষমতার কাছে সত্য কতটা নিরাপদ? প্রেম কি অধিকার, নাকি অন্যের স্বাধীনতাকে স্বীকার করার ক্ষমতা? বিশ্বাস কি কেবল ব্যক্তিগত অনুভব, নাকি নিপীড়নের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নৈতিক সাহস?

তাঁর কাহিনির জনপ্রিয়তা সাহিত্যপাঠের বাইরেও ছড়ায়। বইটি চল্লিশেরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে বলে পোল্যান্ডের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান Culture.pl জানায়; পরে মঞ্চ, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে নানা রূপ পেয়েছে। ১৯৫১ সালের চলচ্চিত্র সংস্করণ বিশেষভাবে পরিচিত হলেও, উপন্যাসটির প্রভাব তার আগেই বিভিন্ন দেশে অনুবাদ ও অভিযোজনের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছিল।

১৯০৫ সালের নোবেল: শুধু একটি উপন্যাসের পুরস্কার নয়

সিয়েনকিয়েভিচ ১৯০৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। সুইডিশ একাডেমির ঘোষিত কারণ ছিল তাঁর “মহাকাব্যিক লেখক হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্ব”। তাই পুরস্কারটি কেবল Quo Vadis–এর জন্য দেওয়া হয়েছিল বলা অসম্পূর্ণ হবে। উপন্যাসটির বিপুল আন্তর্জাতিক সাফল্য তাঁর নোবেলপ্রাপ্তিতে বড় ভূমিকা রেখেছিল, কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য ও সামগ্রিক সাহিত্যিক অবদানও সেই স্বীকৃতির অংশ।

নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময় সিয়েনকিয়েভিচের বক্তব্যের কেন্দ্রে ছিল পোল্যান্ডের অস্তিত্ব ও মর্যাদার প্রশ্ন। তাঁর সাফল্যকে তিনি কেবল ব্যক্তিগত সম্মান হিসেবে দেখেননি; পরাধীন পোলিশ জাতির সাংস্কৃতিক কণ্ঠ বিশ্বমঞ্চে পৌঁছানোর ঘটনাও হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর হাতে নোবেল পদক ওঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বসাহিত্য স্বীকার করেছিল—একটি জাতির ভাষা ও স্মৃতিকে ধারণ করা সাহিত্যও মানবসভ্যতার বৃহত্তর সম্পদ হতে পারে।

লেখক, নাগরিক ও জনহিতৈষী

সিয়েনকিয়েভিচ কেবল উপন্যাস লিখে থেমে থাকেননি। তিনি পোলিশ ভাষা ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে প্রকাশ্যে মত দিয়েছেন এবং প্রুশিয়ার জার্মানীকরণ নীতির বিরোধিতা করেছেন। লেখক ও সাংবাদিকদের সহায়তার জন্য তহবিল ও বৃত্তি গঠনে যুক্ত ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সুইজারল্যান্ডে অবস্থান করে তিনি পোল্যান্ডের যুদ্ধাহত মানুষের জন্য ত্রাণ কমিটি গঠনে অংশ নেন; কমিটি খাদ্য, ওষুধ, পোশাক ও অর্থ সংগ্রহ করে। ১৯১৬ সালের ১৫ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডের ভেভেতে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯২৪ সালে তাঁর দেহভস্ম পোল্যান্ডে ফিরিয়ে এনে ওয়ারশর সেন্ট জন ক্যাথেড্রালে সমাহিত করা হয়।

আজকের পাঠকের কাছে ‘Quo Vadis’

Quo Vadis–কে আজ পড়ার একটি পথ হলো, উপন্যাসটিকে প্রাচীন রোমের নির্ভুল দলিল হিসেবে নয়, ইতিহাসকে ব্যবহার করে লেখা নৈতিক ও রাজনৈতিক আখ্যান হিসেবে দেখা। এতে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে নৈতিক শক্তি হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে; একই সঙ্গে রোমের ক্ষমতা, জনমতকে নিয়ন্ত্রণ, দুর্বল জনগোষ্ঠীকে বলির পাঁঠা করা এবং সহিংসতার প্রদর্শনীও উন্মোচিত হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে উপন্যাসটির একটি প্রশ্ন নতুনভাবে ফিরে আসে: ক্ষমতাবানরা যখন কোনো সংকটের দায় দুর্বলদের ওপর চাপায়, তখন সত্যের পাশে দাঁড়ানোর মূল্য কী? গুজব, ভয় ও জনতার ক্রোধকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানো হলে সমাজের বিবেক কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়? সিয়েনকিয়েভিচের কাহিনি এসব প্রশ্নের সহজ সমাধান দেয় না; বরং পাঠককে চরিত্রগুলোর সিদ্ধান্তের ভেতর দিয়ে প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি দাঁড় করায়।

উপসংহার

হেনরিক সিয়েনকিয়েভিচের সাহিত্যজীবনে দুটি প্রবাহ পাশাপাশি চলে—পোল্যান্ডের ইতিহাস ও জাতীয় স্মৃতির পুনর্নির্মাণ, আর সেই ইতিহাসের গণ্ডি পেরিয়ে মানবিক মর্যাদা, বিশ্বাস ও ক্ষমতার প্রশ্ন অনুসন্ধান। তাঁর ট্রিলজি পরাধীন জাতির অতীতকে স্মরণীয় করেছে; Quo Vadis প্রাচীন রোমের আড়ালে আধুনিক মানুষের বিবেককে জিজ্ঞাসা করেছে—আমরা কোন পথে যাচ্ছি?

তাঁর রচনার গুরুত্ব শুধু রোমাঞ্চকর কাহিনি বা ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি দেখিয়েছেন, সাহিত্য অতীতকে জীবন্ত করে বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। একটি জাতির স্মৃতি যেমন উপন্যাসে আশ্রয় পেতে পারে, তেমনি এক ব্যক্তির নৈতিক পরিবর্তনের গল্পও ক্ষমতা ও মানবতার বৃহত্তর দ্বন্দ্বকে দৃশ্যমান করতে পারে। সেই কারণেই সিয়েনকিয়েভিচের সাহিত্য এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরেও পাঠকের সামনে একই প্রশ্ন রেখে যায়: ক্ষমতার অনুকূলে যাওয়া সহজ, কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের গন্তব্য কোথায়?



লেখকঃ মাঈন আহমেদ



Microsoft - এ ৬০ হাজার কর্মীর জন্য স্বেচ্ছায় বিদায়ের প্রস্তাব

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন



Microsoft যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ভারতের অংশগ্রহণকারী কিছু দলের প্রায় ৬০ হাজার কর্মীর জন্য স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। ২৬ অক্টোবর ঘোষিত এই কর্মসূচির আওতায় পড়তে পারেন কোম্পানির ২ লাখ ২৩ হাজার কর্মীর প্রায় ২৭ শতাংশ। তবে ৬০ হাজার কর্মী চলে যাচ্ছেন—এমন নয়; কতজন প্রস্তাব গ্রহণ করবেন, Microsoft তা জানায়নি।

কারা যোগ্য?

প্রস্তাবটি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ভারতের অংশগ্রহণকারী দলগুলোর ৭০ বা তার নিচের অভ্যন্তরীণ লেভেলের কর্মীদের জন্য। বয়স, চাকরির মেয়াদ বা পারফরম্যান্সের শর্ত নেই। কিছু জেনারেল ম্যানেজার ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদমর্যাদার কর্মীও যোগ্য হতে পারেন; কর্পোরেট ভাইস প্রেসিডেন্টরা এর বাইরে। তবে সব বিভাগ এতে অংশ নিচ্ছে না—কিছু সেলস, ইঞ্জিনিয়ারিং ও করপোরেট দল বাদ রয়েছে। সিদ্ধান্ত জানানোর সময়সীমা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ।

প্যাকেজটি Microsoft-এর সাধারণ বিচ্ছেদ-সুবিধার কাছাকাছি: চাকরির মেয়াদ ও লেভেল অনুযায়ী বেতন, নির্দিষ্ট সময়ের স্বাস্থ্যবীমা, শেয়ার পাওয়া চালু থাকা এবং নতুন কাজ খোঁজার সহায়তা।

Microsoft কী বলছে?

কোম্পানির চিফ পিপল অফিসার অ্যামি কোলম্যানের ভাষ্য, কর্মীরা চাইলে সহায়তা নিয়ে কোম্পানির বাইরে নিজেদের পরবর্তী অধ্যায় বেছে নিতে পারবেন। অংশগ্রহণকারী বিভাগগুলোর জন্যও এটি কর্মীসংক্রান্ত পরিবর্তন সামলানোর আরেকটি উপায়। Microsoft-এর প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয়েছে, কোন দল অংশ নেবে তা তাদের ব্যবসায়িক অগ্রাধিকার, গ্রাহকের প্রতিশ্রুতি ও কর্মী-চাহিদার ওপর নির্ভর করবে।

GeekWire-কে Microsoft জানিয়েছে, প্রস্তাবটি নিজে থেকে প্রমাণ করে না যে কোম্পানির কম কর্মী দরকার। প্রতিষ্ঠানটি আরও বলেছে, আগের স্বেচ্ছা অবসর কর্মসূচিতে যোগ্য কর্মীদের প্রায় ৩০ শতাংশ অংশ নিয়েছিলেন; এবার তার চেয়ে অনেক কম অংশগ্রহণ আশা করা হচ্ছে।

AI বিনিয়োগ ও কর্মীসংখ্যার সম্পর্ক

AI অবকাঠামোতে Microsoft-এর বিনিয়োগ বড়—তবে আপনার খসড়ায় থাকা ১৯০ বিলিয়ন ডলারের অনুমানটি এখন পুরোনো। অক্টোবরের ২৮ তারিখের প্রান্তিক ফল প্রকাশের সময় কোম্পানি ২০২৬ সালের মূলধনী ব্যয়ের প্রত্যাশা প্রায় ১৭৫ বিলিয়ন ডলার বলেছে। ওই প্রান্তিকে মূলধনী ব্যয় ছিল ৪৫.২ বিলিয়ন ডলার, যা কোম্পানির আগের ৫০ বিলিয়ন ডলারের অনুমানের চেয়ে কম; Microsoft বলেছে, কিছু সরঞ্জাম সরবরাহে দেরি হওয়ায় এমন হয়েছে।

কর্মীসংখ্যার দিকেও পরিবর্তন চলছে। Microsoft জুলাইয়ে প্রায় ৪,৮০০টি পদ বিলুপ্ত করেছে; ২০২৫ সালে ১৫ হাজারেরও বেশি চাকরি কমানোর খবর এসেছে। চলতি বছরের আগের স্বেচ্ছা অবসর কর্মসূচিতে যোগ্য প্রায় ৮,৭৫০ কর্মীর মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ যোগ দিয়েছিলেন। GeekWire-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই কর্মসূচির জন্য কোম্পানি ৯০০ মিলিয়ন ডলারের ব্যয়ও জানিয়েছিল।

ভারত ও বাংলাদেশের প্রযুক্তিকর্মীদের জন্য বার্তা

ভারতে Microsoft-এর কিছু দল এই কর্মসূচিতে আছে, কিন্তু দেশটিতে কতজন যোগ্য বা কতজন প্রস্তাব গ্রহণ করবেন, তা প্রকাশ করা হয়নি। বাংলাদেশের প্রযুক্তিকর্মীদের জন্য তাই এটিকে নিশ্চিত চাকরি-সংকোচনের ঘোষণা হিসেবে না দেখে বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর কর্মী ও বিনিয়োগ কৌশলের একটি সংকেত হিসেবে দেখা যুক্তিযুক্ত: AI অবকাঠামোতে বিপুল অর্থ যাচ্ছে, পাশাপাশি কিছু প্রতিষ্ঠান দক্ষতা ও দলের গঠন নতুন করে সাজাচ্ছে।

AI-সহায়ক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারা, সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ, যোগাযোগ, এবং এমন দক্ষতা গড়ে তোলা—যা সহজে স্বয়ংক্রিয় করা যায় না—চাকরির বাজারে সুবিধা দিতে পারে। তবে কোনো দক্ষতাই চাকরির নিশ্চয়তা দেয় না।

এক কথায়: ৬০ হাজার কর্মীকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে না; ৬০ হাজারের মতো কর্মীকে স্বেচ্ছায় যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে কতজন যাবেন, তা এখনো অজানা।


BILL GATES
He didn't just build a company.
He built a platform for a better tomorrow.
Microsoft
"Information technology and the world is changing."
- Bill Gates
Personal Computer (1980s)
A HEALTHIER PLANET. A BRIGHTER FUTURE.
MICROSOFT
EST. 1975
THINK
DIFFERENTLY.
Bill Gates

DUA LIPA



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



প্রাক্-মুক্তি ব্যবসার প্রতিবেদন

বক্স অফিস আয় নয় | মুক্তি: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬

সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি | WEEKLY DIGITAL

বিনোদন ডেস্ক

শাহরুখ খানের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘কিং’ এখনো প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়নি। তবে মুক্তির আগেই ছবিটি ঘিরে বড় অঙ্কের ব্যবসার খবর বলিউডে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছবিটির প্রেক্ষাগৃহ-স্বত্ব, ওটিটি, স্যাটেলাইট ও সংগীতস্বত্ব মিলিয়ে প্রাক্-মুক্তি চুক্তির অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৬৫ কোটি রুপি। তবে এই হিসাবটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বাণিজ্যিক সূত্রনির্ভর—নির্মাতাদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নয়।

প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে, ভারতের প্রেক্ষাগৃহে পরিবেশনা-স্বত্বের মূল্য প্রায় ২৫০ কোটি রুপি, বিদেশের পরিবেশনা-স্বত্বে ১৭৫ কোটি, নেটফ্লিক্সের ডিজিটাল স্বত্বে ১৫০ কোটি, সংগীতস্বত্বে ৬৫ কোটি এবং স্যাটেলাইট স্বত্বে ২৫ কোটি রুপি। এই অঙ্কগুলো যোগ করেই ৬৬৫ কোটি রুপির প্রাক্-মুক্তি ব্যবসার হিসাব করা হয়েছে।

এখানেই একটি বিষয় পরিষ্কার রাখা জরুরি: এই অর্থ ছবিটির প্রেক্ষাগৃহের বক্স অফিস আয় নয়। এটি মুক্তির আগের বিভিন্ন স্বত্ব ও পরিবেশনা-সংক্রান্ত চুক্তির প্রতিবেদিত মূল্য। ‘কিং’-এর প্রকৃত বক্স অফিস সাফল্য বোঝা যাবে মুক্তির পর দর্শকসংখ্যা, টিকিট বিক্রি এবং দেশ-বিদেশের আয়ের হিসাব থেকে।

নির্মাতা রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্টের তথ্য অনুযায়ী, সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ছবিটি ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য নির্ধারিত। শাহরুখের জন্মদিন উপলক্ষে ২ নভেম্বর ছবিটির প্রচারণা শুরু হয় এবং প্রথম গান ‘তু মিল যায়ে’ প্রকাশিত হয়। এতে ছবিটি নিয়ে দর্শকের আগ্রহ আরও বেড়েছে।

ছবিটির সম্ভাব্য বাজেট ও লাভের সীমা নিয়েও বাণিজ্যিক মহলে আলোচনা চলছে। কয়েকটি প্রতিবেদনে নির্মাণ ও প্রচারণার ব্যয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুমান এসেছে; কোনো কোনো হিসাবে পরিবেশক ও প্রযোজকের লাভের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮০০ কোটি রুপির আয়ের লক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোও বিশ্লেষক ও বাণিজ্যিক সূত্রের অনুমান —চূড়ান্ত হিসাব নয়।

শাহরুখ খানের তারকাখ্যাতি, বড় বাজেটের অ্যাকশনধর্মী নির্মাণ এবং বড়দিনের ছুটির সময় মুক্তি—সব মিলিয়ে ‘কিং’-এর জন্য প্রত্যাশা উঁচু। প্রাক্-মুক্তি চুক্তির অঙ্ক ছবিটির বাজার-আগ্রহের ইঙ্গিত দিচ্ছে; এখন সেই আগ্রহকে প্রেক্ষাগৃহের টিকিট বিক্রিতে রূপান্তর করাই হবে ছবিটির আসল সাফল্যের মাপকাঠি।



PRINGLES

RELAXING WITH EVERY BITE.



সা মি রা খা ন মা হি



ঢালিউড

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



অল্প প্রস্তুতি, বড় মঞ্চ

মিস ইউনিভার্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধি সামিরা খান মাহি

ঢাকায় মুকুট পরার কয়েক দিনের মধ্যেই সামিরা খান মাহির সামনে খুলে গেছে আরেকটি মঞ্চ—পুয়ের্তো রিকোর সান হুয়ান। সেখানে ৭৫তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন। ১০ নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হচ্ছে ১১ নভেম্বর; চূড়ান্ত আসর ২৪ নভেম্বর।

সময়টি তাঁর জন্য বিশেষভাবে সংকুচিত। প্রথম আলোকে মাহি জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার খবর তিনি পেয়েছিলেন প্রতিযোগিতার মাত্র ছয় দিন আগে। ৭ নভেম্বর ঢাকায় তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকুট পরান গত বছরের প্রতিনিধি তানজিয়া জামান মিথিলা। পরদিনই মাহির পুয়ের্তো রিকোর উদ্দেশে যাত্রা করার খবর প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, প্রস্তুতি, পোশাক ও যাত্রার আয়োজন—সবই করতে হয়েছে অল্প সময়ে।


NIVEA

পরিচিত মুখ থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগী

বাংলাদেশের টেলিভিশন দর্শকের কাছে মাহি পরিচিত অভিনেত্রী ও মডেল। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা তাঁর নেই—মাহি নিজেই প্রথম আলোকে বলেছেন, এটি তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক মঞ্চ। তিনি সেখানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও মানুষের পরিচয় তুলে ধরতে চান; একই সঙ্গে উত্তেজনা ও নার্ভাসনেসের কথাও জানিয়েছেন।

মাহির দ্রুত প্রস্তুতির সময়ে পাশে রয়েছেন মিথিলা। ২০২৫ সালের প্রতিযোগিতায় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি মাহিকে পোশাক, স্টাইলিং ও মঞ্চে উপস্থাপনা নিয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন বলে প্রথম আলো জানিয়েছে। প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি কেবল পোশাক বাছাই নয়—নতুন পরিবেশে নিজের পরিচয়, বক্তব্য ও দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সংক্ষিপ্ত সময়ে উপস্থাপন করাও এর অংশ। মিথিলার অভিজ্ঞতা তাই মাহির জন্য ব্যবহারিক সহায়তা হতে পারে, যদিও দুজনের প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি এক নয়।

মিথিলার সাফল্যের পর প্রত্যাশা

বাংলাদেশের জন্য এই মঞ্চে প্রত্যাশার পটভূমি তৈরি হয়েছে মিথিলার ফল দিয়ে। ২০২৫ সালের ৭৪তম মিস ইউনিভার্সে তিনি সেরা ৩০-এ পৌঁছে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবার দেশটিকে ওই পর্যায়ে নেন। bdnews24.com-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি ‘পিপলস চয়েস’ ভোটেও আলোচনায় ছিলেন। সে ফল একদিকে পরের প্রতিনিধির জন্য অনুপ্রেরণা, অন্যদিকে অযথা তুলনা ও প্রত্যাশার চাপও তৈরি করতে পারে।

প্রতিযোগিতার আয়োজক সংস্থা ২০২৬ সালে পুয়ের্তো রিকোয় ১২১ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণের কথা জানিয়েছে। পুয়ের্তো রিকোর পর্যটন কর্তৃপক্ষও ৭ থেকে ১০ নভেম্বরের মধ্যে ১২১ জন প্রতিযোগীর আগমনের সময়সূচি প্রকাশ করেছে। ১১ নভেম্বর থেকে দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক ও জনসম্পৃক্ত কার্যক্রমের পরিকল্পনা রয়েছে; ২১ নভেম্বর জাতীয় পোশাক প্রদর্শনী, ২২ নভেম্বর প্রাথমিক প্রতিযোগিতা এবং ২৪ নভেম্বর চূড়ান্ত আসর। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে আয়োজকের প্রথম ঘোষণায় ১৩০-এর বেশি প্রতিনিধির কথা বলা হয়েছিল—পরবর্তী ঘোষণায় সংখ্যাটি ১২১। তাই এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় ১২১-কে আয়োজকের হালনাগাদ প্রত্যাশিত সংখ্যা হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে, চূড়ান্ত প্রতিযোগীসংখ্যা হিসেবে নয়।

গ্ল্যামারের বাইরে যে প্রশ্নগুলো থাকে

মিস ইউনিভার্সকে আয়োজকেরা সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও বৈশ্বিক প্রতিনিধিত্বের মঞ্চ হিসেবে তুলে ধরেন। পুয়ের্তো রিকোও ৭৫তম আসরকে আন্তর্জাতিক পর্যটন ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি বাড়ানোর সুযোগ হিসেবে দেখছে। কিন্তু প্রতিযোগিতার জৌলুশের পাশাপাশি এর নিয়ম, বিচারপ্রক্রিয়া, পৃষ্ঠপোষকতা এবং নারীর শরীরকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়—এসব নিয়েও দীর্ঘদিনের বিতর্ক রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতা নিয়ে গবেষণায় প্রতিযোগীদের ওপর “নান্দনিক শ্রম”—অর্থাৎ শরীর, পোশাক ও ব্যক্তিগত উপস্থাপনাকে নির্দিষ্ট সৌন্দর্য-ধারণার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চাপ—নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আরেকটি গবেষণায় প্রতিযোগিতার আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতায়নের ভাষার পাশাপাশি সেই মঞ্চে প্রচলিত সৌন্দর্য-আদর্শের সীমাবদ্ধতাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণাগুলো মাহির নিজস্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রমাণ নয়; বরং এমন প্রতিযোগিতাকে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখার একটি বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি।



সমর্থকেরা বলেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে অংশ নেওয়া নারীদের জন্য আত্মবিশ্বাস, পরিচিতি ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি করতে পারে। সমালোচকেরা পাল্টা প্রশ্ন তোলেন—এই সুযোগের শর্ত যদি চেহারা, শরীর ও পোশাকের ওপর অতিরিক্ত নজর হয়, তবে ক্ষমতায়নের ভাষা কতটা বাস্তব? মাহির ক্ষেত্রে এসব প্রশ্নের উত্তর তাঁর প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা, বক্তব্য এবং নিজের পরিচয় কীভাবে তুলে ধরেন—তা দেখেই বিচার করা যাবে।

৭৫ বছরের উদ্‌যাপন, স্বচ্ছতার পরীক্ষাও

এবারের আসরটি মিস ইউনিভার্সের ৭৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ। তবে প্রতিযোগিতার আয়োজক প্রতিষ্ঠানের ভেতরে মালিকানা, শাসনব্যবস্থা ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির ৫০ শতাংশ অংশীদার বলে পরিচয় দেওয়া MU East একাধিক বিবৃতিতে কিছু প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা চেয়েছে। এগুলো অংশীদারপক্ষের বক্তব্য; কোনো চূড়ান্ত আইনি নিষ্পত্তি হিসেবে সেগুলোকে দেখা যায় না। তবে বিশ্বজুড়ে প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ থাকা একটি প্রতিযোগিতায় পরিচালনা ও জবাবদিহির প্রশ্নও জনস্বার্থের অংশ।

এই প্রেক্ষাপটে মাহির যাত্রা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত নতুন অধ্যায় এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বের পরবর্তী পরীক্ষা। অল্প প্রস্তুতি তাঁর জন্য বাস্তব চ্যালেঞ্জ; মিথিলার অভিজ্ঞতা সহায়ক হতে পারে, কিন্তু ফল নিশ্চিত করে না। শেষ পর্যন্ত মুকুটের বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ হবে—তিনি নিজের কণ্ঠ, দেশের গল্প ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে কতটা স্বতন্ত্রভাবে বৈশ্বিক দর্শকের সামনে হাজির করতে পারেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



জামদানির নীল পোশাকে ঢাকার র‍্যাম্পে অস্ট্রেলীয় হাইকমিশনার

ঢালিউড

বিনোদন ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

অস্ট্রেলীয় পতাকার রং ও নকশা থেকে অনুপ্রাণিত নীল জামদানি পরে ঢাকার এক উপকারমূলক ফ্যাশন শোতে হাঁটলেন হাইকমিশনার সুসান রাইল। আয়োজনটি বাংলাদেশের তাঁতঐতিহ্যকে আধুনিক পোশাকে দেখিয়েছে—তবে ঐতিহ্যের বাণিজ্যিক মূল্য বাড়ার সুফল তাঁতিদের কাছে কতটা পৌঁছায়, সেই প্রশ্নও রয়ে যায়।

ঐতিহ্য যখন সমকালীন পোশাকে

নীল জামদানির জমিনে সাদা তারার নকশা—অস্ট্রেলিয়ার পতাকার পরিচিত রঙ ও প্রতীকের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বুননের এক দৃশ্যমান সংযোগ। গত ৩০ অক্টোবর ঢাকার ক্রাউন প্লাজা ঢাকা এয়ারপোর্টে অনুষ্ঠিত **Thrive Benefit Fashion Show**-তে এই পোশাক পরে র‍্যাম্পে হাঁটেন বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার সুসান রাইল।

HERSTORY by Aarong-এর নকশা করা পোশাকটির সঙ্গে ছিল নেভি ব্লু ভেলভেট ট্রাউজার। ব্র্যান্ডটির প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী, জামদানির ঐতিহ্যবাহী বুননকে আধুনিক কাট ও পোশাকরীতির সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। **HERSTORY**-এর ডিজাইন বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক আফসানা রুনা চৌধুরীও র‍্যাম্পে ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি শুধু পোশাক প্রদর্শনের জন্য ছিল না। দ্য ডেইলি স্টার-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৭টি দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার এতে অংশ নেন; আয়োজনে সংগৃহীত অর্থ Thrive Bangladesh - এর স্কুলের খাবার কর্মসূচিতে দেওয়ার কথা। তহবিলটি ১৩টি অংশীদার স্কুলে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার চালু রাখতে এবং কর্মসূচি আরও স্কুলে সম্প্রসারণে সহায়তা করবে।

জামদানি: তাঁত, নকশা, স্মৃতি

জামদানির বিশেষত্ব তার নকশায় যতটা, তৈরির পদ্ধতিতেও ততটাই। ইউনেস্কোর বর্ণনা অনুসারে, ঢাকার আশপাশের তাঁতিরা তাঁতে সূক্ষ্ম নকশা তোলেন বিচ্ছিন্ন বুনন-সুতোর কৌশলে। নকশা সরাসরি তাঁতেই তৈরি হয়, আর কাজটি সময়সাপেক্ষ ও শ্রমনির্ভর। জামদানি তাই কেবল একটি কাপড় নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দক্ষতা, পারিবারিকভাবে শেখা কারুশিল্প এবং তাঁতিদের পেশাগত পরিচয়।

২০১৩ সালে “Traditional art of Jamdani weaving” ইউনেস্কোর মানবতার অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বীকৃতির সঙ্গে ইউনেস্কো একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতাও জুড়ে দেয়: জামদানির বাণিজ্যিকীকরণ যেন তাঁতিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করে, এবং উৎপাদকরাই যেন এর প্রধান সুফলভোগী হন।

বাংলাদেশে জামদানি ২০১৬ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়—দেশের প্রথম জিআই পণ্য হিসেবে এর উল্লেখ রয়েছে সরকারি নথিতে। জিআই স্বীকৃতি কোনো পণ্যের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিচয় ও ঐতিহ্যকে সুরক্ষা দিতে পারে; তবে তা নিজে থেকেই তাঁতিদের ন্যায্য দাম বা উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করে না।

প্রদর্শনীর বাইরের অর্থনীতি

জামদানিকে নতুন পোশাকে উপস্থাপন করা ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে পারে। শাড়ির বাইরেও জামদানির ব্যবহার দেখালে নতুন ক্রেতা, নকশাকার ও বাজারের সঙ্গে পরিচয় তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক অতিথিদের উপস্থিতি এই শিল্পকে সাংস্কৃতিক কূটনীতির দৃশ্যমান মাধ্যমও করে তুলতে পারে।

কিন্তু একটি র‍্যাম্পে জামদানি দেখা যাওয়াকে তাঁতিদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রমাণ হিসেবে ধরা যায় না। বাংলাদেশের হ্যান্ডলুম খাত নিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৮ সালের জনগণনার তথ্য উদ্ধৃত করে দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছিল, ২০০৩ সালে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫১২টি তাঁত ইউনিট ছিল; ২০১৮ সালে তা কমে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬-এ দাঁড়ায়। একই সময়ে খাতে কর্মসংস্থানের সংখ্যাও কমেছিল। এগুলো পুরো হ্যান্ডলুম খাতের হিসাব—জামদানি শিল্পের আলাদা পরিসংখ্যান নয়—তবে ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের ওপর আর্থিক চাপের একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপট দেয়।

জামদানি নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদনে দ্য ডেইলি স্টার তাঁতিদের কম আয় ও মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরতার সমস্যার কথা তুলেছে। এ ধরনের চিত্র মনে করিয়ে দেয়, পণ্যের খ্যাতি বা খুচরা বাজারে উচ্চ মূল্য থাকলেই উৎপাদক ন্যায্য অংশ পান—এমন নিশ্চয়তা নেই।

আড়ংয়ের মূল প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক জানায়, তাদের সঙ্গে দেশজুড়ে ৮৭ হাজারের বেশি কারিগর কাজ করেন, যাঁদের ৮৫ শতাংশ নারী; এর মধ্যে হস্তশিল্প, বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যের উৎপাদক রয়েছেন। এই সংখ্যা প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব প্রকাশিত তথ্য, জামদানি তাঁতিদের আলাদা হিসাব নয়। ব্র্যাকের ভাষ্য অনুযায়ী, আড়ংয়ের কাজের লক্ষ্য হলো গ্রামীণ কারিগরদের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা।

এই উদ্যোগের মূল্যায়নে তাই কয়েকটি বাস্তব প্রশ্ন জরুরি: নকশার বাণিজ্যিক ব্যবহারে তাঁতিদের ভূমিকা ও স্বীকৃতি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছে? উৎপাদনমূল্য ও চূড়ান্ত বিক্রয়মূল্যের মধ্যে তাঁদের অংশ কত? ডিজাইনের নতুন প্রয়োগে ঐতিহ্যগত নকশার উৎস ও কারিগরদের নাম কীভাবে জানানো হচ্ছে? এসব প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ্য হলে ঐতিহ্য প্রচারের পাশাপাশি জবাবদিহিও বাড়বে.

র‍্যাম্পের বার্তা

রাইলের জামদানি পোশাকটি ছিল একটি আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক বাংলাদেশের তাঁতকৌশল, আধুনিক ফ্যাশন এবং অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রতীকের দৃশ্যভাষা একই পোশাকে এসে মিলেছে। কিন্তু জামদানির প্রকৃত শক্তি কেবল ɯjʊ প্রদর্শিত হওয়ার মধ্যে নেই—তার বুননশিল্প টিকে থাকা, নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো এবং তাঁতির শ্রমের যথাযথ মূল্য পাওয়ার মধ্যেও।

সেই অর্থে, এই ফ্যাশন শো একটি সম্ভাবনার ছবি দেখিয়েছে। ঐতিহ্যকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরার পরের ধাপ হলো—সেই বাজারে যাঁদের হাতের কাজে ঐতিহ্য তৈরি, তাঁদেরও ন্যায্য অংশীদার করা।



BANGLAR BIJOX BOHOR
LOS ANGELES.CA

Little Bangladesh Celebration and Street Fair

To commemorate the 55th Bangladesh Victory Day and 15th Anniversary of Little Bangladesh



বাংলার বিজয় বহর

BANGLAR BIJOY BOHOR

LOS ANGELES, CA

SUNDAY • DECEMBER 13

11 AM – 9 PM

300 S Alexandria Ave
Los Angeles, CA 90020

To Book Stalls Contact

Afzal Hossain Shikder

+1 213 820 4942

বিস্তারিত শীঘ্রই আসছে


UNITED STATES OF AMERICA
250
1776
2026
ANNIVERSARY
EAGLES BOOST ®
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE
WEBSITES
Modern. Responsive. Powerful.
APPS
Smart. Scalable. User-Friendly.
GROWTH
Digital Strategies That Deliver.
EAGLESBOOST.COM
EAGLES BOOST.COM
EAGLES BOOST
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE


FIFA

যুক্তরাষ্ট্রের অনূর্ধ্ব-১৭ দল কাতার বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়াল, নিরাপত্তা নিয়ে মতভেদে FIFA ও ওয়াশিংটন

মাসুদ হাসান মারুফ |যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

বিশ্বকাপের ছবি, ট্রফি আর ডোনাল্ড ট্রাম্প ও FIFA সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর মুখ—এমন দৃশ্য সহজেই বড় কোনো আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিতে পারে। কিন্তু ছবির শিরোনাম যদি এমন ধারণা দেয় যে যুক্তরাষ্ট্র মূল বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে, তা বিভ্রান্তিকর। যুক্তরাষ্ট্রের পুরুষদের অনূর্ধ্ব-১৭ দল কাতারে আসন্ন FIFA U-17 বিশ্বকাপে অংশ নেবে না। ২০২৬ সালের সিনিয়র পুরুষদের বিশ্বকাপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে দাঁড়ানোর কোনো ঘটনা এটি নয়।

মার্কিন ফুটবল ফেডারেশন (U.S. Soccer) ১১ নভেম্বর খেলোয়াড়দের পাঠানো চিঠিতে জানায়, তারা দলের প্রাক্-টুর্নামেন্ট ক্যাম্প বাতিল করছে এবং কাতারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে না। কারণ হিসেবে চিঠিতে “বর্তমান পরিস্থিতি”, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের কাতার-সংক্রান্ত Level 3 ভ্রমণ সতর্কতা এবং দূতাবাসের কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য জারি করা নির্দেশনার কথা উল্লেখ করা হয়। ফেডারেশন বলেছে, খেলোয়াড় ও কর্মীদের নিরাপত্তা তাদের অগ্রাধিকার। সিদ্ধান্তের পেছনে আর কী বিবেচনা ছিল, U.S. Soccer তা প্রকাশ্যে বিস্তারিত জানায়নি।

কোন বিশ্বকাপ, কোন দল?

এখানে “বিশ্বকাপ” বলতে কাতারে ১৯ নভেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত FIFA U-17 পুরুষদের বিশ্বকাপকে বোঝানো হচ্ছে। ৪৮ দলের এই আসরে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রুপে ছিল মন্টেনেগ্রো, চিলি ও আলজেরিয়া। দলটির প্রথম ম্যাচ খেলার কথা ছিল ২১ নভেম্বর। FIFA-র প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রতিযোগিতায় ১,০০০-এর বেশি খেলোয়াড় অংশ নেওয়ার কথা; ১০৪টি ম্যাচের বেশির ভাগ দোহা ও আল-রাইয়ানের Aspire Zone-এ হওয়ার কথা।

বিভ্রান্তির আরেকটি কারণ সময় ও প্রতিযোগিতার নাম। ২০২৬ সালের সিনিয়র পুরুষদের FIFA বিশ্বকাপ ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়ে শেষ হয়েছে। সেটি ছিল ৪৮ দলের আসর; স্পেন ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কাতারের আসন্ন U-17 প্রতিযোগিতাটি আলাদা বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট। ফলে U.S. Soccer-এর সিদ্ধান্তকে “যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ বর্জন” বলে উপস্থাপন করলে পাঠক ভুল বুঝতে পারেন।

সরকারি সতর্কতা বনাম FIFA-র নিরাপত্তা মূল্যায়ন

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ২৩ অক্টোবর কাতারের জন্য Level 3 সতর্কতা জারি করে—অর্থাৎ দেশটিতে ভ্রমণের আগে পুনর্বিবেচনার পরামর্শ। দপ্তরের ভাষ্য অনুযায়ী, কাতারে “সশস্ত্র সংঘাতের ঝুঁকি” আছে এবং মার্কিন সরকারি কর্মীদের সেখানে যেতে বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন। সতর্কতার হালনাগাদে ইরান-সমর্থিত হুথিদের সম্ভাব্য হামলা এবং অঞ্চলে মার্কিন সরকারি কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে ইরানের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই সতর্কতা জনসাধারণের জন্য সাধারণ নির্দেশনা; U-17 দলের সিদ্ধান্তে এর পাশাপাশি দূতাবাস-সংক্রান্ত নির্দেশনাও বিবেচনায় ছিল বলে ফেডারেশনের চিঠি জানায়।

FIFA-র বক্তব্যে রয়েছে ভিন্ন জোর। সংস্থাটি Reuters-কে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের কথা তারা পেয়েছে এবং প্রযোজ্য টুর্নামেন্ট বিধি অনুসরণ করা হবে। FIFA বলেছে, তাদের নিরাপত্তা মূল্যায়ন অপরিবর্তিত; টুর্নামেন্টের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে—এমন নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি। একই সঙ্গে সংস্থাটি জানিয়েছে, খেলোয়াড় ও দর্শকদের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং কাতারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রাখছে। FIFA আরও বলেছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কাতার একাধিক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আয়োজন করেছে।

এই দুই অবস্থানকে সরলভাবে “এক পক্ষ ঠিক, অন্য পক্ষ ভুল” বলা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র নিজের খেলোয়াড় ও কর্মীদের ঝুঁকি মূল্যায়ন করে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে; FIFA বলছে, আয়োজক দেশের সঙ্গে তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা পর্যালোচনায় নতুন অবনতির প্রমাণ মেলেনি। কোন নির্দিষ্ট হুমকি বা গোয়েন্দা তথ্য U.S. Soccer-এর সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব ফেলেছে, তা প্রকাশিত হয়নি। ফলে উন্মুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কোনো হামলার আসন্নতা বা টুর্নামেন্টে তাৎক্ষণিক বিপদের মাত্রা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

সিদ্ধান্তের ভার পড়বে কিশোর খেলোয়াড়দের ওপরও

U.S. Soccer ৬ নভেম্বর কাতার বিশ্বকাপের জন্য ২১ সদস্যের দল ঘোষণা করেছিল। ফেডারেশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, খেলোয়াড়দের ৯ নভেম্বর কাতারে প্রাক্-টুর্নামেন্ট ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। অর্থাৎ দল ঘোষণার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে অংশগ্রহণ বাতিল হয়েছে, আর উদ্বোধনের এক সপ্তাহের কিছু বেশি আগে খেলোয়াড়দের পরিকল্পনা বদলে গেছে।

এই সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে শুধু একটি দলের প্রতিযোগিতায় অনুপস্থিতি নেই। U-17 পর্যায়ের আন্তর্জাতিক আসর তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য বিশ্বমঞ্চে খেলার সুযোগ, আর পরিবার ও ক্লাবগুলোর জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির পরিণতি। খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ফেডারেশনের দায়িত্ব; একই সঙ্গে এমন সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা যতটা সম্ভব স্পষ্ট হলে খেলোয়াড়, অভিভাবক ও ফুটবল-সমর্থকেরা ঝুঁকি ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি বুঝতে পারেন। U.S. Soccer প্রকাশ্যে সেই বিবরণ দেয়নি—তাই এখনো অজানা, তাদের মূল্যায়নে কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ছিল নির্ণায়ক।

টুর্নামেন্টের ওপরও عملی প্রশ্ন তৈরি হয়েছে: যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত গ্রুপ-পর্বের ম্যাচগুলোর কী হবে, আর দলটির জায়গায় অন্য কোনো দল আসবে কি না? FIFA বলেছে, প্রযোজ্য বিধি অনুসরণ করা হবে; তবে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত বক্তব্যে বিকল্প দল বা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট শাস্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। নিয়মে অংশগ্রহণ প্রত্যাহারের জন্য জরিমানার বিধান থাকতে পারে, কিন্তু সম্ভাব্য শাস্তিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখার অবকাশ নেই।



কাতারের জন্য বৃহত্তর আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

কাতার উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং আঞ্চলিক উত্তেজনার বাইরে নয়। মার্কিন ভ্রমণ সতর্কতা এই বৃহত্তর নিরাপত্তা উদ্বেগের সরকারি প্রতিফলন। অন্যদিকে FIFA-র পক্ষে টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাওয়ার যুক্তি হলো—তাদের মূল্যায়নে নিরাপত্তা পরিস্থিতির নতুন অবনতি নেই এবং আয়োজক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় চলছে। কোনো আয়োজনের সূচি বজায় রাখা ও অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা—দুটিই FIFA-র দায়িত্ব; একটি দাবির উপস্থিতি অন্যটির জবাব নয়।

অতএব ঘটনাটির যথার্থ শিরোনাম “যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়াল” নয়; বরং: যুক্তরাষ্ট্রের U-17 দল নিরাপত্তা উদ্বেগে কাতার বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে। বড় ছবির নাটকীয়তা বা যুদ্ধের দৃশ্য সংবাদটির তাৎপর্য বোঝাতে পারে, কিন্তু প্রতিযোগিতার ধরন, অংশগ্রহণকারী দল এবং নিরাপত্তা-ঝুঁকি সম্পর্কে প্রমাণের সীমা আড়াল করা উচিত নয়। এখন নজর থাকবে FIFA-র পরবর্তী বিধিগত সিদ্ধান্তে এবং U-17 টুর্নামেন্ট নির্ধারিত সময়ে শুরু হয় কি না, তার ওপর।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

গ্যালারিতে ১৯৭১-এর স্মৃতি, টিফোতে বাংলাদেশের ইতিহাস

পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই সমর্থকদের ব্যতিক্রমী বার্তা; ফুটবল গ্যালারিতে উঠে এলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা





ফুটবল শুধু গোল আর জয়ের লড়াই নয়, কখনো কখনো গ্যালারিও হয়ে ওঠে ইতিহাস, আবেগ ও জাতীয় পরিচয় প্রকাশের মঞ্চ। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর সেমিফাইনালে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে সমর্থকদের প্রদর্শিত একটি টিফো সেই বার্তাই নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচকে ঘিরে বাংলাদেশের সমর্থকদের তৈরি টিফোতে ফুটে ওঠে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি। টিফোটি ছিল নিছক সমর্থন জানানোর উপকরণ নয়; বরং বাংলাদেশের ইতিহাস, আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতার চেতনাকে ফুটবল গ্যালারিতে তুলে ধরার একটি প্রতীকী উদ্যোগ।
ম্যাচের আগে থেকেই গ্যালারিতে লাল-সবুজের পতাকা, স্লোগান ও সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে তৈরি হয় ভিন্ন আবহ। বিশেষ করে পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচে ১৯৭১-এর ইতিহাসের প্রতীকী উপস্থাপন টিফোটিকে বাড়তি তাৎপর্য দেয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বাংলাদেশের সমর্থকদের এই প্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা দেখা যায়।

বাংলাদেশের ফুটবল সমর্থকদের কাছে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটির আবেগ তাই ছিল বহুমাত্রিক। একদিকে ছিল দীর্ঘদিন পর সাফের ফাইনালে ওঠার প্রত্যাশা, অন্যদিকে ইতিহাসের স্মৃতি ও জাতীয় আবেগের প্রকাশ। টিফোর মাধ্যমে সমর্থকেরা যেন মনে করিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস দেশটির জাতীয় পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
তবে মাঠের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয় আসেনি বাংলাদেশের। ৮৫ মিনিটের কাছাকাছি আবদুস সামাদের গোলে ১-০ ব্যবধানে জয় পায় পাকিস্তান। ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন ভেঙে গেলেও গ্যালারিতে সমর্থকদের সেই ঐতিহাসিক বার্তা ম্যাচটির অন্যতম আলোচিত দৃশ্য হয়ে থাকে।


CRISTIANO
RONALDO
CR7
adidas

CALIFORNIER CHITHI | WEEKLY DIGITAL

এই সপ্তাহের বিশ্ব

যুদ্ধ • ক্ষমতা • বাজার • জলবায়ু • সংস্কৃতি

৬–১৩ নভেম্বর ২০২৬

WORLD IN FOCUS — WEEK 03

বিশ্বের ছবিটা—এক নজরে

01 ক্ষমতার পালাবদল

যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের দুই কক্ষ জিতেছে। প্রশাসনের ওপর নজরদারি বাড়ার আভাস।

02 যুদ্ধ ও নিরাপত্তা

চীন-তাইওয়ান উত্তেজনা; হরমুজে জাহাজে বিস্ফোরণের খবর—যাচাই সীমিত। ইউক্রেনে বন্দি বিনিময়ে অগ্রগতি।

03 বাজার ও এআই

প্রযুক্তি শেয়ারে ধাক্কা, এআই ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ। চিপ রপ্তানি বিতর্ক ও জার্মানির ঋণপ্রবণ বাজেট আলোচনায়।

04 জলবায়ুর জরুরি বার্তা

COP31-এ মিথেন কমানো ও জলবায়ু অর্থায়নে নতুন অঙ্গীকার; দরিদ্র দেশের সহায়তা নিয়ে মতভেদ রয়ে গেছে।

05 বিনোদন ও সংস্কৃতি

প্রয়াত অভিনেতা ইরমা হল ও স্টেসি কিচ। ‘এবেনেজার’ ও ‘হাউ টু রব আ ব্যাংক’ ১৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তির তালিকায়।

06 সামনের সপ্তাহ

ম্যানিলায় ASEAN (১৫–১৮); শেনঝেনে APEC (১৮–১৯)—ট্রাম্প-শি বৈঠকের সম্ভাবনা বিশ্ব নজরে।

CULTURE WATCH

কায়রো ও স্টকহোমে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চলছে

বিশ্বজুড়ে সিনেমা, নতুন নির্মাতা ও চলচ্চিত্রের নতুন দিগন্ত

তথ্যসূত্র: Reuters • AP • UNFCCC • European Council • সংশ্লিষ্ট উৎসব কর্তৃপক্ষ

এই সপ্তাহের আলোচিত
দুই সিনেমা

ISSUE 03



EBENEZER

গথিক ফ্যান্টাসি | টি ওয়েস্ট



HOW TO ROB A BANK

অ্যাকশন-থ্রিলার | ডেভিড লেইচ

প্রেক্ষাগৃহে: ১৩ নভেম্বর ২০২৬

যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি | দুই ভিন্ন ঘরানার বড় পর্দার গল্প

OFFICIAL ART: PARAMOUNT PICTURES / THEATEREARS | SONY PICTURES

এই সপ্তাহের অভিমত

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

“জলবায়ু সম্মেলন নিছক ‘ভণ্ডামি’”

— গ্রেটা থুনবার্গ



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

“

গত দুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম ওকে (আমজনতার তারেক) নিয়ে অনেক কথা। যে, ওর কোনো কনট্রিবিউশন নেই, ওকে নিয়ে পয়সা নষ্ট। দেশের অনেক সমস্যা আছে, সেগুলো নিয়ে তো কোনো আলাপ দেখিনা।

— তারেক রহমান
প্রধানমন্ত্রী

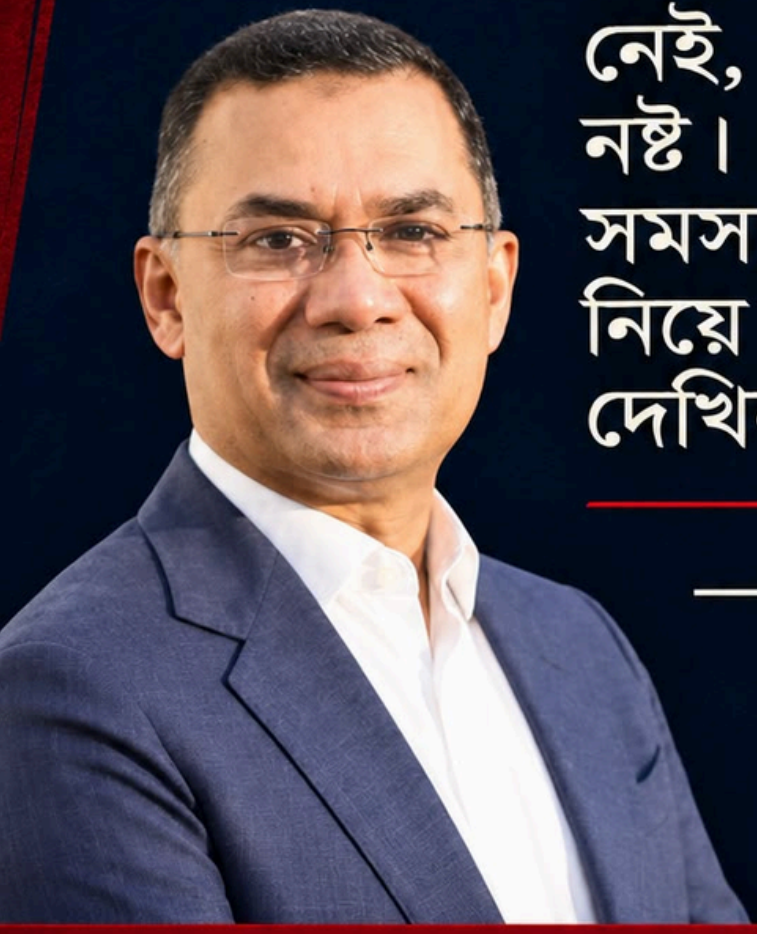

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

শেখ হাসিনার ফেরার পথে ভারতের দুই শর্ত?

দিল্লির কর্মকর্তারা বিবিসিকে আভাস দিয়েছেন

— প্রত্যর্পণের আবেদন ও জুলাই গণহত্যার মামলার বিচার নতুন করে শুরু—প্রতিবেদনে উল্লেখিত শর্ত।

— প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া ও আইনগত দায় নিয়ে ঢাকা-দিল্লির আলোচনার প্রশ্ন।

সূত্র: বিবিসি



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

“দেশে কি আদৌ কোনো সরকার ব্যবস্থা আছে?”

প্রশ্ন জামায়াত আমিরের




GHORER BAZAR
Honeyraj
HONEY
সুন্দরবনের মধু
গহীন বনের তৃপ্তিময় মিষ্টি মধুর স্বাদ

STAY CONNECTED

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

Follow Us On *Social Media*

Stay updated with our latest news,
stories and updates.

Facebook

Instagram

X

LinkedIn

Let's stay in touch